রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, সেপ্টেম্বর ২০, ২০০৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
শাখা-৬

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১ সেপ্টেম্বর ২০০৪/১৭ ভাদ্র ১৪১১

এস, আর, ও নং ২৬৫-আইন/২০০৪-আইন/শ্রকম/শা-৬/মামলা-১/২০০৪—Industrial Relations Ordinance, 1969 (Ord. No. XXIII of 1969)-এর section 37-এর sub-section (2)-এর বিধান মোতাবেক সরকার শ্রম আদালত, খুলনা-এর নিম্নবর্ণিত মামলাসমূহের রায় ও সিদ্ধান্ত এতদ্বারা প্রকাশ করিল, যথা ঃ—

ক্রমিক নং	মামলার নাম	নম্বর/বৎসর
(১)	সি-মামলা	১৭/২০০১
(২)	সি-মামলা	২৪/২০০১
(৩)	সি-মামলা	২৫/২০০১
(৪)	সি-মামলা	৩৮/২০০১
(৫)	আই, আর, ও মামলা	১৭/২০০২
(৬)	আই, আর, ও মামলা	৫/২০০৩

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ শাহজাহান আলী সরদার
উপ-সচিব (শ্রম)।

মূল্য ঃ টাকা ১২.০০

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, শ্রম আদালত, খুলনা

মামলা নং সি-১৭/২০০১

উপস্থিত ঃ জনাব চৌধুরী মুনীর উদ্দীন মাহফুজ,
(জেলা ও দায়রা জজ)
চেয়ারম্যান, শ্রম আদালত, খুলনা।

সদস্য ঃ ১। জনাব রফিকুল ইসলাম

২। জনাব মতিয়ার রহমান ফরাজী

মোঃ ইউনুস আলী, পিতা মৃত মোঃ তছলিম উদ্দিন,
সাং লক্ষণকাঠি, পোঃ প্রতাপ, থানা ও জেলা ঝালকাঠি.....বাদী।

বনাম

দৌলতপুর জুট মিলস্ লিঃ, পক্ষে উপ-মহাব্যবস্থাপক,
সাং ও পোঃ টাউন খালিশপুর, থানা খালিশপুর,
জেলা খুলনা.....বিবাদী।

বাদী পক্ষের নিয়োজিত আইনজীবীর নাম ঃ জনাব মোঃ বাচ্চু মিয়া।

বিবাদী পক্ষের নিয়োজিত আইনজীবীর নাম ঃ জনাব সৈয়দ শহীদুল আলম।

শুনানীর তারিখ ঃ ২৭-৬-২০০৪ খ্রিঃ/১৯-২-১৪১১ বংগাব্দ।

রায়ের তারিখ ঃ ২৭-৬-২০০৪ খ্রিঃ/১৩-৩-১৪১১ বংগাব্দ।

রায়

ইহা ১৯৬৫ সালের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(১)(খ) ধারা এবং ১৯৬৯ সালের শিল্প সম্পর্কিত অধ্যাদেশের ৩৪ ধারামতে একটি মামলা।

বাদীর দরখাস্তের বক্তব্য অনুসারে সংক্ষেপে তার নিবেদন হলো যে, তিনি ৩-৮-৬২ তারিখে বিবাদী মিলে ক্লার্ক পদে নিয়োগ লাভ করেন এবং তার কাজে-কর্মে বিবাদী পক্ষ সন্তুষ্ট হয়ে ১৯৭২ সালে অফিস সহকারী পদে, ১৯৭৫ সালে রেশন শপের ইন-চার্জ পদে, ১৯৮৩ সালে নিরাপত্তা বিভাগে উচ্চমান সহকারী পদে পদোন্নতি প্রদান করেন এবং সর্বশেষ ১৯৯৫ সালে নির্মাণ বিভাগে উচ্চমান সহকারী হিসাবে বদলী করা হয়। বাদী একজন ট্রেড ইউনিয়নিস্ট ছিলেন এবং তিনি বিবাদী মিলের একমাত্র ট্রেড ইউনিয়ন (রেজিস্ট্রেশন নং ৭৭৭)-এর বার বার নির্বাচিত সহঃ সম্পাদক ও সাধারণ

সম্পাদক ছিলেন। এ কারণে বিবাদী মিলের কর্মকর্তা ও ইউনিয়নের বিরোধী পক্ষীয় নেতাদের সাথে বাদীর শত্রুতা ছিল। বাদী ১৯৮৬-১৯৯৪ এবং ১৯৯৮ এই চার টার্মে তিনি সাধারণ সম্পাদক ছিলেন এবং মিল এবং ঐ সময় তার উপযুক্ত নেতৃত্বের কারণে বিবাদী মিলটি বিজেএমসিতে উৎপাদনের দিক থেকে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। বাদীর সার্ভিস রেকর্ড পরিচ্ছন্ন ছিল। বাদীর পরিচ্ছন্ন সার্ভিস রেকর্ড খারাপ দর্শানোর জন্য বিবাদী পক্ষ বাদীকে অন্যায়ভাবে ৯-১১-৭৭ তারিখে চাকুরী থেকে বরখাস্ত করেন। পরবর্তীতে বিবাদী পক্ষ তাদের ভুল বুঝতে পেরে ১-৪-৮৩ তারিখে বাদীকে চাকুরীতে পুনর্বহাল করেন। এ কারণে বাদীর চাকুরীর ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন থাকে। বাদীর বয়স ৫৭ বছর পূর্তিতে বিবাদী পক্ষ ১৭-২-৯৯ তারিখে বাদীকে চাকুরী থেকে অবসর প্রদান করেন। বাদী চাকুরীর শেষ দিন পর্যন্ত নিষ্কলুষ চাকুরী জীবন অতিবাহিত করেন। বিবাদী পক্ষ বাদীর পাওনা বাবদ ৭২ মাসের গ্রাচ্যুইটি প্রদানের কথা উল্লেখে পত্র দেন। কিন্তু ২৮-১০-২০০২ তারিখে এক সংশোধনী পত্র দিয়ে বরখাস্তকালীন সময়কে বাদ দিয়ে বাষট্টি মাসের গ্রাচ্যুইটি পাবেন এবং ৯-১১-৭৭ তারিখ হতে ৩১-৮-৮৪ পর্যন্ত তিনি কোন আর্থিক সুবিধাদি পাবেন না বলে জানিয়ে দেন। বিবাদী পক্ষের গ্রাচ্যুইটি সংক্রান্ত প্রদত্ত উপরোক্ত পত্র দু'টি ছিল বে-আইনী। কেননা প্রকৃতপক্ষে বাদী ৩-৮-৬২ সাল হতে বিরতিহীনভাবে কাজ করার কারণে তিনি ৭৪ মাসের গ্রাচ্যুইটি পেতে অধিকারী। বাদী-বিবাদী পক্ষের ২৮-১০-২০০০ তারিখের উপরোক্ত সংশোধনী পত্র প্রাপ্তির পর এক দরখাস্ত দ্বারা তা বাতিল করার প্রার্থনা করলে বিবাদী পক্ষ তা উপলব্ধি করে ৭৪ মাসের গ্রাচ্যুইটি প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু গ্রাচ্যুইটি খাতে টাকা না থাকায় বাদীর পাওনা পরিশোধ করা হয়নি। তবে বাদী তার ঐ পাওনার ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন। বাদী সর্বশেষ মাসে ৪৩০০-৭৭৪০ টাকার স্কেলে ৬৩৫৫ টাকা মূল বেতন পেতেন। এ বেতন অনুসারে বাদী গ্রাচ্যুইটি পেতে অধিকারী। ২০০১ সালে বাদীর গ্রাচ্যুইটি হিসেব করে ৯৬,০৬১.৪০ টাকার একখানা চেক প্রদান করেন। ইহাতে বাদী হতাশ হন এবং প্রার্থীত টাকা অপেক্ষা। অনেক টাকা কম পাওয়ায় হিসাব শাখায় খোঁজ নিয়ে দেখেন যে, নানা অজুহাতে সঠিক পাওনা অপেক্ষা কম রেটে বিল দিয়েছে এবং বেআইনীভাবে নানা ধরণের কর্তন দেখিয়েছেন। বিবাদী পক্ষ নিছক আক্রোশের বশবর্তী হয়ে এহেন বেআইনী কাজ করেছে। বিবাদী পক্ষ ঘর ভাড়া নীতিমালা উপেক্ষা করে বাদীর বেতন হতে নিয়ম বহির্ভূতভাবে ঘর ভাড়া কর্তন করেছে। অবসর গ্রহণের পর চূড়ান্ত পাওনাদি পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত বিবাদীর অনুমোদনক্রমে বাস গৃহে বসবাস করেছেন অথচ এ সময়ে বাদী কর্তৃক পূর্বে প্রদত্ত স্লাব রেটের স্থলে সম্পূর্ণ ভাড়া কর্তন করেছেন যা সম্পূর্ণ বেআইনী ও বিবাদীর ক্ষমতা বহির্ভূত হয়েছে। ৪-৪-২০০১ তারিখে চূড়ান্ত বিল পরিশোধের তারিখ বাদী এ বিষয়ে অবগত হন এবং ১৬-৪-২০০১ তারিখে বিবাদী বরাবর রেজিস্ট্রি ডাকযোগে লিখিত গ্রিভেন্স প্রদান করেন। কিন্তু বিবাদী পক্ষ বাদীর উক্ত গ্রিভেন্স নিরসন না করায় বাদীর মূল বেতন ৬৩৫৫ টাকা গণ্যে ৭৪ মাসের গ্রাচ্যুইটি এবং ঘর ভাড়া বাবদ ৬৮,১৩৪.৮৫ টাকা ও ৭২,১৮৯.৬৫ টাকা কর্তন বেআইনী সাব্যস্তে বাদীর চূড়ান্ত পাওনা হতে ২১,৫৪৩.৫০ টাকা ও ৪,৮০০ টাকা এবং বিদ্যুৎ বিল বাবদ ১৩,৪৪৯.১৯ টাকা কর্তন বেআইনী গণ্যে বাদীকে ফেরত দেয়ার আদেশের প্রার্থনা করে এ মামলা দায়ের করেছেন।

বিবাদী পক্ষ এ মামলায় হাজির হয়ে একখানা লিখিত জবাব দাখিল করে বাদীর সমুদয় অভিযোগ অস্বীকার করেছেন এবং মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। বিবাদী পক্ষের লিখিত জবাবের বক্তব্য অনুযায়ী সংক্ষেপে বিবাদীর নিবেদন হলো যে, বাদীকে তার শিক্ষানবীসকাল শেষে ৩-২-৬৩ তারিখে চাকুরীতে স্থায়ী করা হয়। অসদাচরণের দায়ে বাদী ৯-১১-৭৭ তারিখে চাকুরী থেকে বরখাস্ত হন। এ বরখাস্ত আদেশের বিরুদ্ধে বাদী শ্রম আদালতে সি-১০/৭৮ নং মামলা করেন এবং দু'তরফা সূত্রে

পরাজিত হন। বাদী উচ্চতর আদালতে প্রতিকার না পেয়ে ১৯৮২ সালে দেশে মার্শাল ল' প্রবর্তিত হবার পর সামরিক বাহিনীতে কর্মরত নিজ আত্মীয় স্বজনদেরকে প্ররোচিত করে খুলনা সাব-জোনাল মার্শাল ল' এডমিনিস্ট্রেটর-এর দপ্তর থেকে ৩১-৩-৮৩ তারিখে বাদীর অনুকূলে চাকুরীতে পুনর্বহালের আদেশ হাসিল করেন এবং উক্ত অফিস থেকে বাদীকে ৯-১১-৭৭ তারিখ থেকে ৩১-৩-৮৩ তারিখ পর্যন্ত সময়কাল বাবদ কোন প্রকার আর্থিক সুবিধাদি ব্যতিরেকে চাকুরীতে পুনর্বহালের সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়। এ কারণে ঐ সময়কালের গ্র্যাচ্যুইটি বাদী পেতে অধিকারী নন। বাদীর পদবী ইউ,ডি,এ ধরে এ পদের মূল বেতন স্কেল ৪০০-৮২৫ টাকা এবং এ মোতাবেক তাকে পর পর তিনটি টাইম স্কেল প্রদান করে ৯০০-২০৭৫ টাকার স্কেলে বেতন নির্ধারণ করা হয়। পরবর্তীতে ইউ,ডি,এ পদের বেতন বৈষম্য দূরীকরণার্থে ২৯-৩-৯৪ তারিখে বাদীকে আরও একটি উচ্চতর স্কেল প্রদান করা হয়। এ কারণে বাদীর অবসর পূর্ব মাসে বেতন ৬৩৭৫ টাকা হয় যা বেআইনী বলে বাণিজ্যিক নিরীক্ষা আপত্তি উত্থাপিত হয় এবং বিজেএমসি থেকে তা কর্তনের নির্দেশ দেয়া হয়। এজন্য বিধিসম্মতভাবে ২২-১১-২০০০ তারিখে বাদীর বেতন পুনঃনির্ধারিত হয় এবং বাদীর সর্বশেষ মূল বেতন হয় ৬০৭০ টাকা এবং এটাকে মূল বেতন ধরে এর উপরই বাদী অবসর ভাতাদি পাবার অধিকারী। এ ছাড়া শ্রমিক নেতাদের চাপে বাদীকে তার সন্তানের শিক্ষা বাবদ আনুতোষিক হিসেবে প্রদত্ত ৪,৮০০ টাকা অডিট আপত্তির কারণে বাদীর পাওনা হতে সমন্বয় করা হয়েছে। প্রথমে ৬৩০০ টাকা মূল বেতন ধরে বাদীর গ্র্যাচ্যুইটি হিসেবের স্থলে ৬০৭০ টাকাসহ সমুদয় অতিরিক্ত গৃহীত টাকা কর্তন করে বিধিসম্মতভাবে চূড়ান্ত পাওনাদি পরিশোধ করা হয়েছে। অবসর গ্রহণের পরেও বাদী মিল প্রদত্ত বাসা ছাড়ার নির্দেশকে উপেক্ষা করে তা নিজ দখলে রাখেন। এ কারণে স্লাব রেটে নয় বরং প্রচলিত নিয়মে ভাড়া প্রদানে বাদী বাধ্য। কাজেই তিনি বাসা ভাড়া ফেরত পাবার অধিকারী নন বিধায় বাদীর এ মামলা খারিজ করার প্রার্থনা করা হয়েছে।

বিচার্য বিষয় ঃ

(১) বাদী বিবাদী মিলের শ্রমিক/কর্মচারী ছিলেন কি না।

(২) বরখাস্ত আদেশের কারণে বাদী কর্মচ্যুত থাকাকালীন সময়ে কোন আর্থিক সুবিধাধি পেতে অধিকারী কি না। বাদীর চাকুরীতে যোগদানের সঠিক তারিখ কত।

(৩) বাদীর ছেলে-মেয়ের শিক্ষা বাবদ আনুতোষিক হিসেবে দেয় অর্থ বাদীর নিকট থেকে কর্তন করা সমীচীন কি না।

(৪) অবসরকালীন সময়ে বাদীর মূল বেতন কত ছিল।

(৫) অবসর গ্রহণের পর বাদীর দখলে থাকা মিল প্রদত্ত বাসার ভাড়া কোন হারে কর্তনযোগ্য।

(৬) বাদী এ মামলায় কোন প্রতিকার পেতে অধিকারী কি না।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

এ মোকদ্দমায় কোন পক্ষই কোন সাক্ষ্য প্রদান করবেন না বলে আদালতকে অবহিত করেন। উভয়পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীগণ একে অপরের দাখিলী কাগজপত্র স্বীকৃত মতে প্রদর্শিত হিসেবে গণ্য

করে বিচার নিষ্পত্তিতে একমত পোষণ করেন এবং উভয় পক্ষ কেবলমাত্র নিজ নিজ মোকদ্দমার সমর্থনে আদালতের সামনে আইনী যুক্তি প্রদর্শন করেন।

১নং বিচার্য বিষয় ঃ বাদী বিবাদী মিলের শ্রমিক/কর্মচারী ছিলেন কিনা।

এ মামলার বাদী মোঃ ইউছুপ আলি বলেন যে, তিনি ৩-৮-১৯৬২ তারিখে বিবাদী মিলে 'ক্লার্ক' পদে শ্রম দপ্তরে যোগদান করেন। বিবাদী পক্ষ বাদী বিবাদী মিলে শ্রমিক ছিলেন তা অস্বীকার করেননি। তবে বাদীকে ৩-২-১৯৬৩ তারিখে মিলের চাকুরীতে স্থায়ী করার কথা বলেছেন। কাজেই বাদী যে বিবাদী মিলের শ্রমিক বা কর্মচারী হিসেবে নিয়োজিত থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন তা স্বীকৃত। এ কারণে ১নং বিচার্য বিষয়টি বাদীর অনুকূলে গৃহীত হলো।

২নং বিচার্য বিষয় ঃ বরখাস্তের আদেশের কারণে বাদী কর্মচ্যুত থাকাকালীন সময়ে কোন আর্থিক সুবিধা পেতে অধিকারী কি না। বাদীর চাকুরীতে যোগদানের সঠিক তারিখ কত?

বাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, বাদী চাকুরী জীবনে বহুবার সিবিএ-এর সহ-সেক্রেটারী এবং সেক্রেটারী পদে নির্বাচিত হন। যে কারণে বিরোধী দলের শ্রমিক নেতৃবৃন্দের সাথে এবং মিল কর্তৃপক্ষের কতিপয় কর্মচারী কর্মকর্তাদের সাথে বাদীর শত্রুতা ছিল। তারা বাদীর সার্ভিস রেকর্ডকে কলুষিত করার জন্য একবার ৯-১১-১৯৭৭ তারিখে অন্যায়ভাবে চাকুরী থেকে বরখাস্ত করা হয়। পরে বিবাদী পক্ষ তাদের ভুল বুঝতে পেরে ১-৪-১৯৮৩ তারিখে চাকুরীতে পুনর্বহাল করেন। বাদী চাকুরীতে পুনর্বহালের কারণে বাদীর চাকুরীর ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন রয়েছে। এজন্য বাদী নিয়োগের তারিখ থেকে অবসর গ্রহণ পর্যন্ত চাকুরীকালের জন্য সকল প্রকার আর্থিক সুবিধাদি তিনি পেতে অধিকারী। বিবাদী পক্ষ সেভাবে বাদীর সকল প্রাপ্যাদির হিসাব করেন কিন্তু পরবর্তীতে তা সংশোধন করেন। যে কারণে বাদী আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন মর্মে বিবাদীর নিকট প্রতিকারের প্রার্থনা করেন। কিন্তু বিবাদী পক্ষ তা নিরসন না করায় বাদী তার নিয়োগের তারিখ থেকে অবসর গ্রহণের তারিখ পর্যন্ত সময়ের গ্রাচ্যুইটিসহ সকল আর্থিক সুবিধাদি দাবী করে এ মামলা আনয়ন করেছেন।

অপরদিকে বিবাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, বাদীর শিক্ষানবীসকাল শেষে ৩-২-১৯৬৩ তারিখে চাকুরীতে যোগদান করেন। বাদীর অসদাচরণের জন্য তিনি দোষী সাব্যস্ত হলে তাকে ৯-১১-৭৭ তারিখে বিধি মোতাবেক চাকুরী থেকে বরখাস্ত করা হয়। উক্ত বরখাস্ত আদেশের বিরুদ্ধে বাদী শ্রম আদালত, খুলনায় সি-১০/১৯৭৮ নং মামলা দায়ের করেন যা দু'তরফা সূত্রে ১৭-১২-১৯৭৯ তারিখে তিনি পরাজিত হন। বাদী শ্রম আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চতর আদালতে প্রতিকার না পাওয়ায় ১৯৮২ সালে মার্শাল 'ল প্রবর্তিত হবার পর বাদীর সেনাবাহিনীতে থাকা আত্মীয়-স্বজনদের চেষ্টায় ৩১-৩-১৯৮৩ তারিখে বাদী নিজের অনুকূলে একটি চাকুরীতে পুনর্বহালের আদেশ লাভ করেন। উক্ত পুনর্বহালের আদেশ নং এম, এল, ২৮১(এ)/৫০২(৫) তারিখ ১৯-৪-১৯৮৩ যা প্রদর্শনী 'ত' হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। ইহাতে ৯-১১-৭৭ তারিখ থেকে ৩১-৩-৮৩ তারিখ পর্যন্ত সময়ের কোন বেতন বা কোন আর্থিক সুবিধাদি বাদী পেতে অধিকারী হবেন না। তবে চাকুরীতে জ্যেষ্ঠতা অক্ষুণ্ন রাখার উল্লেখ করা হয়েছে। কাজেই বাদী বরখাস্তকালীন সময়ের জন্য দাবীকৃত কোন প্রকার আর্থিক সুবিধাদি আইনতঃ পেতে অধিকারী হতে পারেন না। কাজেই বিবাদী পক্ষের দাখিলী ৬-১০-৮৭ তারিখের পত্র সূত্র নং বিজেএমসি/প্রকল্প-দৌলতপুর-৬৪/৫৩৪ যা প্রদর্শনী 'দ' হিসেবে বিবাদী পক্ষ সঠিকভাবে প্রদান করেছেন।

বাদী ও বিবাদী পক্ষ নিজ নিজ মোকদ্দমার সমর্থনে ফিরিস্তিসহকারে কাগজপত্র দাখিল করেছেন। বিবাদী পক্ষের প্রদত্ত অফিস আদেশ যা 'ত' হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। ইহার প্রতি আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বিবাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী পত্রটি যে উদ্ধৃতি দেন তা নিম্নরূপ ঃ—

"Janab M. Yousuf Ali to be reinstated to his Service with original seniority but without the benefit of pay and other benefits for the period from 9-11-77 to 31-3-83. He should get all benefits as per service rules with effect from 1-4-83."

উল্লিখিত পত্রের আদেশে বাদীকে চাকুরীতে পুনর্বহাল করা হয়েছে এবং দেখা যাচ্ছে যে উক্ত পুনর্বহাল আদেশের শর্ত থাকে যে, বাদী ৯-১১-৭৭ তারিখ হতে ৩১-৩-৮৩ তারিখ পর্যন্ত চাকুরীচ্যুতকালীন সময়ের বেতন ও অন্যান্য ভাতাদিসহ কোন প্রকার আর্থিক সুবিধাদি পাবেন না। বাদী ১-৪-৮৩ ইং তারিখ থেকে চাকুরীর সকল প্রকার আর্থিক সুবিধাদি পেতে অধিকারী হবেন। বাদী উক্ত প্রদর্শনী 'ত' এর আদেশকে মেনে নিয়েই চাকুরীতে যোগদান করেন এবং বিবাদী পক্ষও বাদীর উক্ত যোগদান পত্র গ্রহণ করে চাকুরীতে পরবর্তী সকল আর্থিক সুবিধাদি প্রদান করেছেন। কাজেই উক্ত প্রদর্শনী 'ত'-এ প্রদত্ত আদেশকে উপেক্ষা করে বাদী এখন ঐ সময়কালের জন্য কোন প্রকার আর্থিক সুবিধাদি দাবী করতে বা তা পেতে অধিকারী হতে পারেন না বলে আদালত মনে করেন।

বাদীর দাবী যে, তিনি ৩-৮-৬২ তারিখে চাকুরীতে স্থায়ীভাবে যোগদান করেন। অপরদিকে বিবাদী পক্ষ দাবী করেছেন যে, বাদীর শিক্ষানবীস পিরিয়ড শেষে ৩-২-৬৩ তারিখে স্থায়ীভাবে চাকুরীতে যোগদান করেন। কোন পক্ষই বাদীর চাকুরীর নিয়োগপত্র বা যোগদানপত্র আদালতে দাখিল করেন নাই যার উপর নির্ভর করে বাদীর চাকুরীতে যোগদানের তারিখ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। তবে বাদী পক্ষের দাখিলী প্রদর্শনী-১৫ এবং বিবাদী পক্ষের দাখিলী প্রদর্শনী 'প' দৃষ্টে দেখা যায় যে, বিবাদী পক্ষ বাদীর চাকুরীতে যোগদানের তারিখ ৩-৮-৬২ নির্ধারণ করেই তার চাকুরীকাল গণনা করেছেন। এতদ্ব্যতীত বিবাদী পক্ষ এক বছরকাল বাদীর শিক্ষানবীস পিরিয়ডের কথা বললেও এ সম্পর্কে কোন দালিলিক সাক্ষ্য উপস্থাপন করেননি। কাজেই উপরিউক্ত প্রদর্শনীদ্বয়ে বিবাদী পক্ষের স্বীকৃত তারিখেই বাদীর চাকুরীতে যোগদানের তারিখ হিসাবে ধরে লওয়াই সমীচীন ও ন্যায়ানুগ বলে আদালত মনে করেন। সুতরাং উপরোক্ত আলোচনা ও পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বরখাস্ত আদেশের কারণে বাদী কর্মচ্যুত থাকাকালীন সময়ে কোন আর্থিক সুবিধাদি পেতে অধিকারী হতে পারেন না। তবে চাকুরীতে যোগদানের তারিখ ৩-৮-৬২ বাদীর এ দাবী গ্রহণযোগ্য। কাজেই ২নং বিচার্য বিষয়টির প্রথম অংশ বাদীর প্রতিকূলে এবং শেষাংশটি বাদীর অনুকূলে গৃহীত হলো।

৩নং বিচার্য বিষয় ঃ বাদীর ছেলে-মেয়ের শিক্ষা বাবদ প্রদত্ত আনুতোষিক হিসেবে দেয় অর্থ বাদীর নিকট থেকে কর্তন করা সমীচীন কিনা।

বিবাদী পক্ষের দাখিলী কাগজপত্র প্রদর্শনী ঘ, ঙ ও ২ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এর প্রতি আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, ১৬-১-১৯৮২ তারিখে বিজেএমসি ও জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের মধ্যে সম্পাদিত এক দ্বিপাক্ষিক চুক্তিতে বর্ণিত ৩৪ ধারা মতে শ্রমিক/কর্মচারীদের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা বাবদ বৃত্তি দেয়ার নিয়ম প্রচলিত হয়। এই চুক্তির বিষয় উল্লেখ করে বিভিন্ন সময়ে বাদীর ছেলে-মেয়েসহ অন্যান্য শ্রমিক/কর্মচারীদের ছেলে-মেয়েদের ভাল রেজাল্টের জন্য শিক্ষা বাবদ আর্থিকভাবে আনুতোষিক প্রদান করা হয়েছে। বিবাদী পক্ষ বাদীর ছেলে-মেয়েদের পরীক্ষায় ভাল ফলাফলের জন্য দেয়া উক্ত আনুতোষিকের অর্থ ৪,৮০০ টাকা অডিট

আপত্তির কথা অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করে বাদীর অবসর গ্রহণের পর তার চূড়ান্ত পাওনা থেকে উক্ত অর্থ কর্তন করা হয়েছে যা সম্পূর্ণ বে-আইনীভাবে করা হয়েছে। বাদীর নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবী আরও বলেন যে, বিবাদী পক্ষ যে চুক্তির বিষয় উল্লেখ করে উক্ত আনুতোষিক প্রদান করেছেন উক্ত চুক্তি বাতিল হবার বা বহাল থাকার বিষয়ে কোন দালিলিক সাক্ষ্য আদালতে দাখিল করতে সক্ষম হননি। এমন কি বিবাদী পক্ষ যে অডিট আপত্তির বিষয় উল্লেখ করে বাদীর ছেলে-মেয়েদের দেয়া আনুতোষিকের ৪,৮০০ টাকা বাদীর চূড়ান্ত পাওনা থেকে সমন্বয় করেছেন উক্ত অডিট আপত্তির প্রতিবেদনটিও আদালতে দাখিল করেননি।

উপরোক্ত আলোচনা ও পর্যালোনায় দেখা যায় যে, বিবাদী পক্ষের বিভিন্ন সময়ের অফিস আদেশ দ্বারা বাদীর ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ায় ভাল ফলাফল করার ভিত্তিতে ১৬-১-৮২ তারিখে সম্পাদিত চুক্তির শর্ত অনুসারে প্রদত্ত আনুতোষিকের ৪,৮০০ টাকা কেবলমাত্র অডিট আপত্তির কথা বলে অবসর গ্রহণের পর বাদীর চূড়ান্ত পাওনা থেকে সমন্বয়ের মাধ্যমে তা কর্তন করা সমীচীন হবে না বলে আদালত মনে করেন। কাজেই ৩নং বিচার্য বিষয়টি বাদীর অনুকূলে গৃহীত হলো।

৪নং বিচার্য বিষয় ঃ অবসরকালীন সময়ে বাদীর মূল বেতন কত ছিল।

বাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, বাদীর মূল বেতন ছিল ৬৩৫৫ টাকা এবং এর উপর ভিত্তি করে বিবাদী পক্ষ বাদীর গ্রাচ্যুইটি হিসাব না করে ৬০৭০ টাকা মূল বেতন ধরে গ্রাচ্যুইটি প্রদান করে বিবাদী পক্ষ বেআইনী কাজ করেছেন। বাদীর মূল বেতন ৬৩৫৫ টাকা ধরে বাদীর গ্রাচ্যুইটি হিসাব করার জন্য আদালতের আদেশের প্রার্থনা করা হয়েছে। বিবাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, বাদী তার মূল বেতন ৬৩৫৫ টাকা দাবী করলেও তিনি কিসের ভিত্তিতে তা দাবী করছেন তা তিনি প্রমাণ করতে পারেননি। এ প্রসংগে বিজ্ঞ আইনজীবী যুক্তি প্রদর্শনকালে বাদীর বেতন নির্ধারণীতে কি ভুল হয়েছে কিংবা বাদীর বেতন নির্ধারণী শীট তৈরীতে কোন স্থানে কোন ত্রুটি সংঘটিত হয়েছে তা বাদী পক্ষ চিহ্নিত করেননি। কাজেই বাদীর মূল বেতন যে ৬৩৫৫ টাকা তা কোনভাবে বাদী পক্ষ প্রমাণ করতে না পারায় বাদীর এ দাবী গ্রহণযোগ্য হতে পারে না বলে তিনি দাবী করেন। বিবাদী পক্ষ বাদীর বেতন নির্ধারণী শীট আদালতে দাখিল করেছেন যা প্রদর্শনী-'য' হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। উক্ত বেতন নির্ধারণী শীটে কোন স্থানে বাদীর বেতন সঠিকভাবে নির্ধারিত হয়নি বা কম দর্শানো হয়েছে তা বাদী পক্ষ চিহ্নিত করতে ব্যর্থ হয়েছেন। বিবাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী আরও বলেন যে, বাদী ইউ, ডি, এ হিসাবে ৪০০-৮২৫ টাকার স্কেলের কর্মচারী ছিলেন এবং ইহাই ছিল ইউ, ডি, এ পদের মুল বেতন স্কেল। উক্ত ৪০০-৮২৫ টাকার স্কেলটি ১৯৭৭ সালের জাতীয় বেতন স্কেলের ১৩নং বেতন স্কেল। কাজেই বাদী ইউ, ডি, এ পদে ৮ বছর চাকুরী পূর্তিতে ১ম টাইম স্কেল হিসাবে ১২নং বেতন স্কেল অর্থাৎ ৪২৫-১০৩৫ টাকার স্কেল, ১২ বছর চাকুরী পূর্তিতে ২য় টাইম স্কেল হিসাবে ১১নং বেতন স্কেল অর্থাৎ ৪৭০-১১৩৫ টাকার স্কেল এবং ১৫ বছর চাকুরী পূর্তিতে বাদী ৩য় টাইম স্কেল হিসাবে ১০নং বেতন স্কেল অর্থাৎ ৬২৫-১৩১৫ টাকার স্কেল প্রাপ্য। ১৯৭৭ সালের বেতন স্কেলের উক্ত ১০নং বেতন স্কেলটি ১৯৯৭ সালের জাতীয় বেতন স্কেলের করেসপন্ডিং স্কেল ৩৪০০-৬৬২৫ টাকায় নির্ধারিত হয়েছে। বিবাদী পক্ষ কর্তৃক দাখিলী বাদীর বেতন নির্ধারণী শীট প্রদর্শনী 'য'-এর প্রতি আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বিজ্ঞ আইনজীবী আরও বলেন যে, বাদীর মূল বেতন উক্ত ৩৪০০-৬৬২৫ টাকার স্কেলে নির্ধারণ করে বাদীর মূল বেতন ৬০৭০ টাকা ধার্য হয়েছে যা সঠিকভাবেই

নির্ধারণ করা হয়েছে। এ ছাড়া বিজ্ঞ আইনজীবী আরও বলেন যে, বাদীর বেতন নির্ধারণী শীটে (প্রদর্শনী-য) উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ বেতন নির্ধারণে কোন ভুলত্রুটির কারণে অতিরিক্ত বা কম আর্থিক সুবিধা প্রদান করা হলে পরবর্তীতে তাও প্রদানযোগ্য হবে।

উভয়পক্ষের উপর্যুক্তভাবে উপস্থাপিত যুক্তি, নথি ও দাখিলী কাগজপত্র দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, বাদীর বেতন সঠিকভাবে নির্ধারণ করা হয়নি বাদীর এ দাবী গ্রহণযোগ্য নহে। সুতরাং বিবাদী কর্তৃক বাদীর বেতন নির্ধারণী শীট প্রদর্শন-'য'-তে নির্ধারিত বাদীর মূল বেতন ৩৪০০-৬৬২৫ টাকার স্কেলে ৬০৭০ টাকা বিবাদী পক্ষ সঠিকভাবেই নির্ধারণ করেছেন মর্মে আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয়। কাজেই ৪নং বিচার্য বিষয়টি বাদীর প্রতিকূলে গৃহীত হলো।

৫নং বিচার্য বিষয় ঃ অবসর গহণের পর বাদীর দখলে থাকা মিল প্রদত্ত বাসার ভাড়া কোন হারে কর্তনযোগ্য।

বাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী যুক্তি উপস্থাপনকালে বলেন যে, বিবাদী মিলে ঘর ভাড়া প্রদান ও কর্তনের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের ও বিজেএমসি-এর অনুমোদিত একটি নীতিমালা রয়েছে। উক্ত নীতিমালা অনুসারে বাদী-বিবাদী মিলের শ্রমিক কলোনীর পারিবারিক বাসা নং ৮/এ-তে বসবাস করায় তার নিকট থেকে স্লাব রেটে ভাড়া কর্তন করা হয়। কিন্তু বাদী অবসর গ্রহণের পরে বিবাদী পক্ষ উক্ত নীতিমালা লংঘন ও উপেক্ষা করে বাসা ভাড়া স্লাব রেটের স্থলে সম্পূর্ণ টাকা অর্থাৎ সমুদয় ঘর ভাড়া ভাতা কর্তন করে বেআইনী কাজ করেছেন।

অন্যদিকে বিবাদী পক্ষ ১৭-২-৯৯ তারিখে বাদীকে অবসর প্রদান করা সত্ত্বেও বাদীর পাওনাদি সম্পর্কিত পত্র প্রদান করেন বিগত ১৫-১০-২০০০ তারিখে এবং বাদীর পাওনাদি বিতর্কিতভাবে পরিশোধ করেছেন ৪-৪-২০০১ তারিখে। এ কারণে বাদীর অবসর গ্রহণের পরেও চূড়ান্ত পাওনাদি না পাওয়ায় বাধ্য হয়ে বিবাদী মিলের কোয়ার্টারে বসবাস করেছেন। কাজেই বাদীর নিকট থেকে স্লাব রেটের স্থলে ঘর ভাড়া বাবদ সম্পূর্ণ ভাতা কর্তন করে বিবাদী পক্ষ বেআইনী কাজ করেছেন। বাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী আরও বলেন যে, বাদী স্লাব রেটে ঘর ভাড়া দিতে সব সময় রাজী আছেন।

বাদী পক্ষের আইনজীবী আরও বরেন যে, চাকুরী করাকালীন বিদ্যুৎ বিল বাবদ বাদীর নিকট থেকে ১৫০ টাকা করে কর্তন করা হয়েছে। অথচ অবসর গ্রহণের পরে বাদীর নিকট থেকে প্রায় ৪৫০ টাকা করে বিদ্যুৎ বিল বাবদ কর্তন করে বিবাদী পক্ষ বাদীর উপর অন্যায় আচরণ করেছেন।

অপরদিকে বিবাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, খুলনা শ্রম আদালতের আই,আর,ও-১৫/৯৭ এবং ১০৩৫/৯৭ নং মামলার রায়ে (প্রদর্শনী-'র') বিজেএমসি অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ব্যতিরেকে ২৪-২-৯৪ তারিখের পত্র দ্বারা দি ক্রিসেন্ট জুট মিলস্ কোং লিঃ-সহ পত্রে বর্ণিত অন্যান্য মিলের বাসা ভাড়ার যে স্লাব রেট নির্ধারণ করেছেন তা সম্পূর্ণরূপে বেআইনী বিধায় ১৯৯৪ সালের পূর্বের নিয়মে বাসা ভাড়া আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ কারণে বিজেএমসি-এর অথবা মিলের কোন কর্মকর্তা বেআইনীভাবে মিলের স্বার্থ বিরোধী কোন আদেশ বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন না। এজন্য ১-৩-৯৪ তারিখ হতে ১৭-২-৯৯ তারিখ পর্যন্ত সময়কালের ঘর ভাড়ার বাকী ৫০% ভাতা বাবদ ৬৮,১৩৪.৮৫ টাকা বাদীর চূড়ান্ত পাওনা হতে কর্তন করা হয়েছে যা আইন ও বিধিসম্মতভাবে করা হয়েছে।

বাদীপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী এ প্রসংগে বলেন যে, ২৪-২-৯৪ তারিখের বিজেএমসি-এর পত্র যা বিবাদী পক্ষে প্রদর্শনী 'ক' রূপে চিহ্নিত হয়েছে। এতে যে সকল শ্রমিক/কর্মচারীর মাসিক মূল বেতন ২৫০০ টাকার উপরে পারিবারিক বাসস্থানে বসবাসকারী যে সকল কর্মচারী/শ্রমিকদের প্রাপ্য বাড়ী ভাড়া ভাতা হতে ৫০% হারে ঘর ভাড়া কর্তন করা হবে বলে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বাদীর মূল বেতন ২৫০০ টাকার উপরে হওয়ায় বাদী স্লাব রেটে প্রাপ্য ঘর ভাড়া ভাতার ৫০% ঘর ভাড়া প্রদান করবেন। অথচ বিবাদী পক্ষ অন্যায়ভাবে বাদীর নিকট থেকে ১০০% ঘর ভাড়া অর্থাৎ সমুদয় ঘর ভাড়া কর্তন করে রেখেছেন যা বেআইনী হয়েছে।

উপর্যুক্ত আলোচনা ও পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, বিবাদী পক্ষ বাদীর মূল বেতন ২৫০০ টাকার বেশী হওয়ায় ১০০% ঘর ভাড়ার স্থলে ৫০% ঘর ভাড়া কর্তন করেছেন যা স্লাব রেট বলে বিবেচিত। বিজ্ঞ শ্রম আদালতের রায়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ব্যতিরেকে বিজেএমসি-এর আন্তঃবিভাগীয় ২৪-২-৯৪ তারিখের পত্র দ্বারা প্রদত্ত স্লাব রেট নির্ধারণ বেআইনী উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত মামলাটি এ.জে.এম. সালেহ দিং-বনাম-দি ক্রিসেন্ট জুট মিলস্ কোং লিঃ-এর মধ্যে খুলনা শ্রম আদালতে ১৪-১-২০০১ তারিখে নিষ্পত্তি হয়। কিন্তু বর্তমান এ মামলার বাদীর ঘর ভাড়া মন্ত্রণালয়ের ও বিজেএমসি-এর নীতিমালার ভিত্তিতে নির্ধারণ করায় শ্রম আদালতের উল্লেখিত রায় এ মামলার বাদীর ক্ষেত্রে নজির হিসাবে প্রযোজ্য হতে পারে না। বিজেএমসি-এর ২৪-২-৯৪ তারিখের পত্র প্রদর্শনী 'ক' এবং বিবাদী মিলের ৯-৩-৯৪ তারিখে পত্র প্রদর্শনী 'ণ'-এর নির্দেশ দৃষ্টে দেখা যায় যে, বাদীর মাসিক মূল বেতন ২৫০০ টাকার বেশী হওয়ায় বাদী উক্ত পত্রের নির্দেশানুযায়ী প্রাপ্য ঘর ভাড়া ভাতা হতে ৫০% ভাগ ঘর ভাড়া ভাতা প্রদান করতে অধিকারী এবং বাদী-বিবাদী মিল থেকে চূড়ান্ত পাওনাদি পরিশোধের পূর্বে পরিবার পরিজন নিয়ে বাসা ত্যাগ করতে না পেরে বিবাদী মিলের কোয়ার্টারে বসবাসে বাধ্য হয়েছেন। কাজেই বাদীর চাকুরী করাকালীন সময়ে যে হারে ঘর ভাড়া ভাতা কর্তন করা হয়েছে বাদীর অবসর গ্রহণের পরে যেহেতু বাদী চূড়ান্ত পাওনাদি পায়নি এবং বিবাদী মিল কর্তৃপক্ষ বাদীর উক্ত পাওনাদি পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন সেহেতু বাদীর নিকট থেকে সে হারেই ঘর ভাড়া ভাতা কর্তন করা উচিত ও ন্যায়ানুগ হবে বলে আদালত মনে করেন। সুতরাং ৫নং বিচার্য বিষয়টি বাদীর অনুকূলে গৃহীত হলো।

৬নং বিচার্য বিষয় ঃ বাদীর এ মামলায় কোন প্রতিকার পেতে অধিকারী কি না।

উপরোল্লিখিত ১-৫ নং বিচার্য বিষয়গুলি আলোচনা ও পর্যলোচনান্তে দেখা যায় যে, বাদীর এ মামলায় সকল প্রার্থীত প্রতিকারসমূহ পেতে অধিকারী নহেন। বাদী কর্মচ্যুত থাকাকালীন সময়ের জন্য কোন বেতন-ভাতাদি বা কোন আর্থিক সুবিধাদি পেতে অধিকারী নহেন। বাদীর ৩-৮-৬২ তারিখে চাকুরীতে যোগদানের দাবী গ্রহণযোগ্য কিন্তু বাদীর মূল বেতন ৬৩৫৫ বাদীর এ দাবী গ্রহণযোগ্য নহে। এক্ষেত্রে বিবাদী কর্তৃক ধার্যকৃত বাদীর মূল বেতন ৬০৭০ টাকা গৃহীত হয়েছে। বাদী অবসর গ্রহণের পূর্বে যে হারে বিদ্যুৎ ও ঘর ভাড়া প্রদান করেছেন সে হারেই তা প্রদান করবেন। তবে বাদী চূড়ান্ত পাওনাদি পাওয়ার পর আর এ সুযোগ পেতে পারবেন না। বাদীর ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা বাবদ আনুতোষিক হিসেবে প্রদত্ত ৪৮০০ টাকা অবসরের পর তাঁর গ্রাচ্যুইটি থেকে কর্তন করা উচিত হবে না বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। সুতরাং বাদীর এ মামলাটিতে প্রার্থীত প্রতিকার আংশিক মঞ্জুর করা যেতে পারে।

বিজ্ঞ সদস্যদের সাথে পরামর্শ করা হয়েছে। অতএব,

আদেশ হয় যে,

বাদীর এ মামলা দু'তরফা সূত্রে কোন খরচের আদেশ ব্যতিরেকে নিম্নবর্ণিত মতে আংশিক মঞ্জুর করা গেল। বাদীর চাকুরীতে যোগদানের তারিখ ৩-৮-৬২ এবং সর্বশেষ মূল বেতন ৬০৭০ (ছয় হাজার সত্তর) টাকা গণ্যে কর্মচ্যুত থাকাকালীন (প্রদঃ 'ত'-এ উল্লেখিত ৯-১১-১৯৭৭ তারিখ হতে ১-৩-১৯৮৩ তারিখ পর্যন্ত) সময়কে বাদীর সমগ্র চাকুরীকাল থেকে বাদ দিয়ে মোট চাকুরীকালের জন্য গ্রাচ্যুইটি হিসাব করতে এবং বাদীর অবসর গ্রহণের পুর্বে যেভাবে তাঁর নিকট থেকে বিদ্যুৎ বিলসহ ঘর ভাড়া কর্তন করা হয়েছে সেভাবে তা কর্তন করার জন্য ও বাদীর ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা ক্ষেত্রে ভাল ফলাফলের জন্য বিবাদী কর্তৃক প্রদত্ত আনুতোষিকের ৪৮০০ (চার হাজার আটশত) টাকা বাদীর অবসর গ্রহণের পর তাঁর চূড়ান্ত পাওনা থেকে কর্তন না করার নিমিত্ত বিবাদী পক্ষকে নির্দেশ দেয়া গেল। এ রায় অদ্য হতে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে কার্যকর করার জন্য নির্দেশ দেয়া গেল।

আমার কথামত লেখা।

চৌধুরী মুনীর উদ্দীন মাহফুজ
(জেলা ও দায়রা জজ)
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, খুলনা।

চৌধুরী মুনীর উদ্দীন মাহফুজ
(জেলা ও দায়রা জজ)
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, খুলনা।

শ্রম আদালত, খুলনা।

মামলা নং সি-২৪/২০০১

উপস্থিত ঃ জনাব চৌধুরী মুনীর উদ্দীন মাহফুজ,
(জেলা ও দায়রা জজ)
চেয়ারম্যান, শ্রম আদালত, খুলনা।

সদস্য ঃ ১। জনাব আবদুল হালিম।
২। জনাব লোকমান হাকিম।

১। মোঃ শাহাজাহান মোল্যা, ই, বি, নং ৬২১৬,
সাধারণ পালা, পিপলস্ জুট মিলস্ লিঃ,
সাং ও পোঃ শহর খালিশপুর,
জেলা খুলনা.....দরখাস্তকারী।

বনাম

১। পিপলস্ জুট মিলস্ লিঃ,
পক্ষে উপ-মহাব্যবস্থাপক,
সাং ও পোঃ শহর খালিশপুর,
জেলা খুলনা।
এবং
অন্য দুইজন.....প্রতিপক্ষগণ।

দরখাস্তকারী পক্ষের নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবী ঃ জনাব এস, এ, মহসীন।

প্রতিপক্ষের নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবী ঃ জনাব সৈয়দ শহীদুল আলম।

শুনানীর তারিখ ৫-৫-২০০৪ খ্রিঃ। / ২২-১-১৪১১ বংগাব্দ।

রায়ের তারিখ ২৮-৬-২০০৪ খ্রিঃ। / ১৪-৩-১৪১১ বংগাব্দ।

রায়

১। ইহা ১৯৬৫ সালের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(১)(খ) ধারাসহ ১৯৬৯ সালের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারা মতে একটি দরখাস্ত।

২। সংক্ষেপে দরখাস্তকারীর আরজির বক্তব্য হলো যে, দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষ মিলে একজন স্থায়ী শ্রমিক। ২নং প্রতিপক্ষ ১নং প্রতিপক্ষ কর্তৃক নির্মিত বাসা/কোয়ার্টার শ্রমিক/কর্মচারীদের মধ্যে বরাদ্দ প্রদানের জন্য গঠিত বাসা বরাদ্দ কমিটির সদস্য এবং বাসা বরাদ্দ প্রদান ও বাতিলের পত্র ইস্যু করার ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্মকর্তা। ৩নং প্রতিপক্ষ ১নং প্রতিপক্ষের অধীনে কর্মরত শ্রমিকদের প্রাপ্য মজুরী নির্ধারণ এবং সপ্তাহিক মজুরী হতে কর্তনযোগ্য অর্থ কর্তনের ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্মকর্তা। প্রতিপক্ষ প্রতিষ্ঠানটি একটি রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান। যা বাংলাদেশ জুট মিলস্ কর্পোরেশনের দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত। প্রতিপক্ষ প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক ও কর্মচারীদের বসবাসের জন্য কিছু সংখ্যক কোয়ার্টার আছে। বাসা বরাদ্দ পাইতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের দরখাস্ত বিবেচনান্তে কমিটি বাসা বরাদ্দ প্রদান, স্থানান্তর ও বাতিল করে থাকেন। দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষের নতুন কলোনীর টিন শেড ৭নং বাসায় বসবাস করতে থাকাবস্থায় ৪-৯-১৯৯৯ তারিখে পুরাতন কলোনীর পাকা ৩নং বাসা বরাদ্দের মাধ্যমে স্থানান্তরের জন্য আবেদন করেন। ২নং প্রতিপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে ৫-৯-১৯৯৯ তারিখে দরখাস্তকারীর বাসা স্থানান্তর করেন। কর্তৃপক্ষ ঐ তারিখ থেকে ১৯৮৫, ১৯৯১ ও ১৯৯৭-এর মজুরী স্কেলের বিধান মতে বাড়ী ভাড়া বাবদ মাসিক ১২০ টাকা হারে কর্তন করতে থাকেন। কর্তৃপক্ষ ২৪-৪-২০০১ ইং তারিখে এক পত্র ইস্যু করে বলেন যে, দরখাস্তকারী সি, বি, এ-এর নির্বাচিত সহ-সম্পাদক থাকা অবস্থায় কর্তৃপক্ষের উপর প্রভাব বিস্তার করে মিলের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য নির্ধারিত বাসা (পুরাতন কলোনীর পাকা ৩নং বাসা) নিজ নামে বরাদ্দ করিয়ে নেন। ঐ পত্রে বাণিজ্যিক নিরীক্ষা কর্তৃপক্ষের ১১নং নিরীক্ষা আপত্তি বর্ণনা করে বলেন যে, ঐ ধরণের বাসায় কর্মচারী/কর্মকর্তাগণ যে হারে মাসিক ভাড়া পরিশোধ করে আসছেন, দরখাস্তকারীকেও সেই হারে মাসিক ভাড়া প্রদান করতে হবে। নতুন কলোনীর ৭নং বাসায় বসবাস করা জীবনের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় দরখাস্তকারীর দাখিলকৃত ৪-৯-১৯৯৯ তারিখের দরখাস্তের বুনিয়াদে বাসা বরাদ্দ কমিটি যাচাই-বাছাই করে পুরাতন কলোনীর পাকা ৩নং কোয়ার্টারে দরখাস্তকারীর বাসা স্থানান্তরের আদেশ প্রদান করেন এবং মাসিক ভাড়া ১২০ টাকা নির্ধারণ করেন। প্রতিপক্ষের ২৪-৪-২০০১ তারিখের পত্রে উল্লিখিত অভিযোগ সত্য নয়। দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষের ২৪-৪-২০০১ তারিখের পত্রাদেশ দ্বারা ক্ষুব্দ ও ব্যথিত হয়ে ৯-৫-২০০১ তারিখে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে ১-৩- নং প্রতিপক্ষ বরাবর গ্রিভেন্স পিটিশন দাখিল করেন। প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীর গ্রিভেন্স পিটিশনের উপর ১৯-৫-২০০১ তারিখের পত্র দ্বারা সিদ্ধান্ত প্রদান করেন। উক্ত সিদ্ধান্তে দরখাস্তকারীর গ্রিভেন্স নিরসন না হওয়ায় তিনি ২৪-৪-২০০১ তারিখের পত্রাদেশ বাতিলসহ ঐ পত্রের মর্মানুযায়ী অতিরিক্ত হারে কর্তিত ঘর ভাড়ার টাকা ফেরতের আদেশের প্রার্থনা করে এ মোকদ্দমা দায়ের করেছেন।

৩। অপরদিকে ১নং প্রতিপক্ষ আদালতে হাজির হয়ে একটি লিখিত জবাব দাখিল করে মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। জবাবের বক্তব্য অনুযায়ী সংক্ষেপে ১নং প্রতিপক্ষের নিবেদন হলো যে, প্রতিপক্ষ মিলটি একটি রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান। যার ১০০% শেয়ারের মালিকানা সরকারের। প্রতিপক্ষ ও দরখাস্তকারী উক্ত মিলে চাকুরী করায় প্রচলিত আইন ও সরকারী আদেশ-নিষেধ, বিধি-নিষেধ উভয়ের উপর সমভাবে প্রযোজ্য। উক্ত মিলের নির্মিত শ্রমিক কলোনী ও কোয়ার্টারসমূহ শ্রমিক কর্মচারীগণের মধ্যে বসবাস করার জন্য বরাদ্দ দেয়া হয় এবং বাসার প্রকৃতি বা ধরণ অনুযায়ী ভাড়া নির্ধারণ করা হয়। উক্ত কোয়ার্টারের প্রকৃতি অনুযায়ী আদায়যোগ্য মাসিক ভাড়ার পরিবর্তে নিম্ন হারে ভাড়া দিয়ে এবং বকেয়া ভাড়া পরিশোধ না করে সরকারী নীতিমালা লংঘনপূর্বক কোয়ার্টারে বসবাস দীর্ঘায়িত করার অসৎ উদ্দেশ্যে '৯৬ সালে শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(১)(ক) ধারা মতে অমূলক পটভূমি সৃষ্টি করে উক্ত আইনের ২৫(১)(খ) ধারা মতে দরখাস্তকারীর দাখিলী এ

মোকদ্দমা চলতে পারে না। অপরদিকে দরখাস্তকারীর প্রার্থিত প্রতিকার কোন শিল্প বিরোধ নয় বা কোন আইন, এ্যাওয়ার্ড বা সেটেলমেন্ট দ্বারা অর্জিত অধিকার না হওয়ায় ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারা মতে দরখাস্তকারীর এ মোকদ্দমা রক্ষণীয় নয় বিধায় সংক্ষেপে খারিজযোগ্য।

৪। দরখাস্তকারী ১৯৭২ সন হতে প্রতিপক্ষ মিলের একজন শ্রমিক হওয়া সত্ত্বেও মাত্র ১৪-৪-১৯৯৬ তারিখ হতে শ্রমিক আবাসিক কলোনীর নতুন টিন শেডে ৭নং বাসায় বসবাস করতেন এবং উক্ত বাসার প্রকৃতি অনুযায়ী মাসিক মজুরী হতে ১২০ টাকা হারে ভাড়া কর্তন করা হতো। দরখাস্তকারী উক্ত বাসার বরাদ্দ বাতিলপূর্বক ৪-৯-১৯৯৯ তারিখে কর্মচারী/কর্মকর্তা আবাসিক কলোনীর পাতা ৩নং বাসার বরাদ্দ চেয়ে দরখাস্ত দাখিল করেন। ঐ সময় দরখাস্তকারী সি,বি,এ ইউনিয়নের সহ-সম্পাদক হওয়ার সুবাদে অন্যান্য সিবিএ ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ সমন্বয়ে অন্যায় প্রভাব বিস্তার করেন। শ্রমিক হওয়া সত্ত্বেও অফিসার্স কোয়ার্টারে বাসা বরাদ্দ প্রদানে এবং নিম্ন হারে শ্রমিক কলোনীর ঘর ভাড়া কর্তনে মিল কর্তপক্ষকে বাধ্য করেন। ১৯৯৯-২০০০ সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে এ সংক্রান্ত অডিট আপত্তি উত্থাপিত হয় এবং সরকারী নিরীক্ষা কর্তৃপক্ষ দরখাস্তকারীর নিকট হতে বকেয়া পাওনা আদায়সহ আইনানুগ ভাড়া কর্তনের জন্য মিল কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেন। দরখাস্তকারীর ব্যবহৃত কর্মকর্তা/কর্মচারী আবাসিক কলোনীর পাতা ৩নং বাসাটি জুনিয়র অফিসার শ্রেণীর কর্মচারীদের জন্য নির্ধারিত হওয়ায় জাতীয় বেতন স্কেল ১৯৯৭-এর ১৫(গ) অনুচ্ছেদ মতে দরখাস্তকারী একজন জুনিয়র কর্মকর্তার প্রারম্ভিক বেতন স্কেল অনুযায়ী ন্যূনতম মাসিক ১২৭৫ হারে ভাড়া প্রদানে বাধ্য ও আদায়যোগ্য। মিল কর্তৃপক্ষও উক্তরূপে দরখাস্তকারীর মজুরী হতে বাড়ী ভাড়া কর্তনে আইনতঃ বাধ্য ও অধিকারী। মিল ম্যানেজমেন্ট আইন ও বিধি বহির্ভূতভাবে কোন শ্রমিক/কর্মচারীকে কোনরূপ অবৈধ আর্থিক সুবিধা প্রদান করতে পারেন না। মিল কর্তৃপক্ষের ইস্যুকৃত ১৪-৪-২০০১ তারিখে শ্রম/৪৫৮/২০০১ নম্বর পত্র বৈধ, নিয়মতান্ত্রিক ও ন্যায় বিচারের পরিপূরক। তাঁর আর্জিতে উত্থাপিত দাবী মিথ্যা। তিনি প্রার্থিত বা আদৌ কোন প্রতিকার পেতে অধিকারী নন মর্মে এ মোকাদ্দমা খারিজের প্রার্থনা করা হয়েছে।

৫। বিচার্য বিষয়সমূহ ঃ—

(ক) দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষ মিলের শ্রমিক কিনা।

(খ) বর্তমান আকারে ও প্রকারে এ মামলা চলতে পারে কিনা।

(গ) দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষ মিলের যে বাসায় যে সময় থেকে বসবাস করেন সে সময় থেকে উহা বসবাসের উপযোগী আছে কিনা।

(ঘ) প্রতিপক্ষের ইস্যুকৃত ২৪-৪-২০০১ তারিখের শ্রম ৪৫৮/২০০১ নং পত্র বৈধ কিনা।

(ঙ) দরখাস্তকারী প্রার্থিত প্রতিকার পেতে অধিকারী কিনা।

৬। **আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ—**

এ মোকদ্দমায় কোন পক্ষ কোন মৌখিক সাক্ষ্য প্রদান করেন নি। উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীগণ একে অপরের দাখিলী কাগজপত্র স্বীকৃত মতে প্রদর্শিত হিসাবে গণ্য করে বিচার নিষ্পত্তিতে একমত পোষণ করেন এবং উভয় পক্ষ কেবলমাত্র নিজ নিজ মোকদ্দমার সমর্থনে আদালতের সামনে আইনী যুক্তি প্রদর্শন করেন। উভয় পক্ষ আদালতে ফিরিস্তিসহ কাগজপত্র দাখিল করেন যা নিম্নরূপ ঃ—

৭। **দরখাস্তকারী পক্ষের দাখিলী কাগজপত্র ঃ—**

১। ৪-৯-১৯৯৯ তারিখের নোট শীট।

২। ৫-৯-১৯৯৯ তারিখের বাসা স্থানান্তরের চিঠি।

৩। ২৪-৪-২০০১ ইং তারিখের অতিরিক্ত হারে বাসা ভাড়া কর্তনের চিঠি।

৪। দরখাস্তকারীর ইং ৯-৫-২০০১ তারিখের গ্রিভেন্স পিটিশন।

৫। দরখাস্তকারীর গ্রিভেন্স পিটিশনের প্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষের ইং ১৯-০৫-২০০১ তারিখে প্রদত্ত সিদ্ধান্ত।

৬। অডিট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অতিরিক্ত হারে বাসা ভাড়া কর্তনের নির্দেশ।

৭। প্রতিপক্ষ মিলের আবাসিক কলোনীর অবস্থা সম্পর্কে মিলের ইঞ্জিনিয়ারের বাস্তব প্রতিবেদন।

৮। প্রকল্প প্রধানের স্বাক্ষরিত ১৫-১০-২০০৩ তারিখের পত্র।

৮। **প্রতিপক্ষের দাখিলী কাগজপত্র ঃ—**

(ক) খুলনা জেল সুপার কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরান্তে প্রেরিত ছুটি মঞ্জুরের আবেদন পত্র।

(খ) খালিশপুর থানার মামলা নং ১৩ তারিখ ১১-১-১৯৯৯ এর আদেশ পত্র।

(গ) দরখাস্তকারীর ০৪-০৯-১৯৯৯ তারিখের নতুন কলোনীর টিন সেট-৭ নং বাসার পরিবর্তে পুরাতন কলোনীর পাকা-৩ নং বাসা বরাদ্দ প্রদানের আবেদন পত্র।

(ঘ) ২৪-০৪-২০০১ তারিখের অতিরিক্ত হারে বাসা ভাড়া কর্তনের চিঠি।

(ঙ) ১৯-০৫-২০০১ তারিখের গ্রিভেন্সের উপর প্রদত্ত সিদ্ধান্ত।

(চ) অডিট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অতিরিক্ত হারে বাসা ভাড়া কর্তনের নির্দেশ।

(ছ) ২৫ শে মে, ১৯৯৯ তারিখের বাংলাদেশ গেজেট প্রজ্ঞাপনের কপি।

(জ) অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত জাতীয় বেতন স্কেল, ১৯৯১।

৯। **ক-নং বিচার্য বিষয়** ঃ দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষ মিলের শ্রমিক কিনা।

দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষ মিলের একজন স্থায়ী শ্রমিক। প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীর পক্ষের উক্ত বক্তব্য অস্বীকার করেন নি বরং সর্বত্র স্বীকার করেছেন। অধিকন্তু উভয় পক্ষের দাখিলী কাগজপত্র থেকেও দরখাস্তকারী যে প্রতিপক্ষ মিলের একজন শ্রমিক ছিলেন তার নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায়। ক-নং বিচার্য বিষয় হ্যাঁ-বোধক বিধায় দরখাস্তকারীর অনুকূলে নিষ্পত্তি করা গেল।

১০। **খ-নং বিচার্য বিষয়** ঃ বর্তমান আকারে ও প্রকারে দরখাস্তকারীর এ মোকদ্দমা চলতে পারে কিনা।

দরখাস্তকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে দরখাস্তকারী প্রথমে নতুন কলোনীর টালি সেড-৭ নং বাসার বরাদ্দ প্রাপ্তে বসবাস করতে থাকেন। অতঃপর উক্ত বাসায় বসবাস করা ঝুঁকিপূর্ণ বিধায় ৪-৯-১৯৯৯ তারিখে তাঁর উক্ত বাসার পরিবর্তে পুরাতন কলোনীর পাকা ৩ নং পুনঃ বন্টনের আবেদন করেন। কর্তৃপক্ষ ৫-৯-১৯৯৯ তারিখের পত্র দ্বারা উক্ত বাসাটি দরখাস্তকারীর নামে পুনঃ বরাদ্দ প্রদান করেন এবং জাতীয় মঞ্জুরী স্কেল ১৯৮৫, ১৯৯১ ও ১৯৯৭ এর বিধান মতে বাসা ভাড়া বাবদ মাস প্রতি ১২০ হারে কর্তন করতে থাকেন। অতঃপর ২৪-০৪-২০০১ তারিখে মিল কর্তৃপক্ষ এক পত্র প্রেরণ করে দরখাস্তকারীকে অভিযুক্ত করেন যে, তিনি সিবিএ ইউনিয়নের সহ-সম্পাদক থাকাকালে কর্তৃপক্ষের উপর প্রভাব খাটাইয়া কর্মচারী/কর্মকর্তাদের জন্য নির্ধারিত বাসা নিজ নামে বরাদ্দ করিয়ে নেন। উক্ত পত্রের মধ্যে বাণিজ্যিক নিরীক্ষা আপত্তি নং ১১(১৯৯৯-২০০০) এর কথা উল্লেখ করে বলেন যে উক্ত বাসায় কর্মকর্তা/কর্মচারী থাকলে যে হারে বাসা ভাড়া আদায় করা হতো সেই হারে বাসা ভাড়া আদায় করা হবে। দরখাস্তকারী উক্ত পত্রাদেশে ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত হয়ে কর্তৃপক্ষের নিকট ৯-৫-২০০১ তারিখে গ্রিভেন্স পিটিশন প্রেরণ করেন। ১৯-৫-২০০১ তারিখে প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীর গ্রিভেন্স নাকোচ করায় তিনি ১৯৬৫ সালের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ আইনের ২৫(১)(খ) ধারাসহ ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারা মতে এ মোকদ্দমা আনয়ন করেন। দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলী নিবেদন করেন যে, প্রতিপক্ষ মিলে বাসা বরাদ্দ প্রদানের জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত কমিটি দরখাস্তকারীর আবেদনের প্রেক্ষিতে যাচাই-বাছাই করে পুরাতন কলোনীর পাকা ৩ নং বাসার পুনঃ বরাদ্দ প্রদান করেন এবং উক্ত কমিটি বিধি মোতাবেক বাসা ভাড়া মাস প্রতি ১২০ টাকা হারে নির্ধারণ করেন। ফলে কর্তৃপক্ষের সহিত দরখাস্তকারীর বাসা বরাদ্দ প্রদান এবং বাসা ভাড়া নির্ধারণ সংক্রান্তে বিধি মোতাবেক মীমাংসা হয়। প্রতিপক্ষ মিলটি কোম্পানী আইনের বিধান মতে প্রতিষ্ঠিত একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান। উহার নিজস্ব মেমোরান্ডাম ও আর্টিকেলস্ অব এ্যাসোসিয়েশন আছে। প্রতিপক্ষ মিলই দরখাস্তকারীর বাসা বরাদ্দ ও ভাড়া নির্ধারণের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ। কিন্তু প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীর গ্রিভেন্স নিরসন না করায় এবং দরখাস্তকারী কর্মে নিয়োজিত থাকায় ১৯৬৫ সালের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(১)(খ) ধারা এবং ১৯৬৯ সালের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারা মোতাবেক এ মামলা দাখিল করেন। ফলে মামলাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে এ আদালতে সচল।

১১। পক্ষান্তরে প্রতিপক্ষ নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবী দাবী করেন যে দরখাস্তকারী মোকদ্দমার কারণ সৃষ্টির অজুহাতে কল্পিত গ্রিভেন্স দাখিল করেন। দরখাস্তকারী উক্ত গ্রিভেন্স দাখিলের কোন আইনগত অধিকার নাই। ১৯৬৫ সালের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫ ধারা

সুনির্দিষ্টভাবে চাকুরী বরখাস্ত, ছাটাই, অব্যহতি সংক্রান্ত বিষয়ের সহিত জড়িত। তিনি আরো দাবী করেন যে, ১৯৬৯ সালের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারা শিল্প বিরোধের সাথে সম্পৃক্ত বিধায় উক্ত আইনেও দরখাস্তকারীর মোকদ্দমা অচল।

১২। উভয় পক্ষের উত্থাপিত যুক্তি পর্যালোচনা করা হল। ইহা উভয়পক্ষ কর্তৃক স্বীকৃত যে দরখাস্তকারীকে বাসা বরাদ্দ প্রদান কমিটি তর্কিত পুরাতন কলোনীর পাকা ৩ নং বাসাটি বরাদ্দ প্রদানপূর্বক মাস প্রতি ১২০ টাকা হারে বাসা ভাড়া নির্ধারণ করেন এবং দীর্ঘদিন উক্ত হারে বাসা ভাড়া কর্তন করা হয়। ২৪-৪-২০০১ তারিখের পত্রে উক্ত বাসার ভাড়া নতুন হারে পরিশোধের নির্দেশ দেয়া হলে দরখাস্তকারী ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে মিল কর্তৃপক্ষের নিকট গ্রিভেন্স পিটিশন দাখিল করেন। ১৯৬৫ সালের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইন শ্রমিকদের চাকুরীর শর্ত সম্পর্কীয়। মিল কর্তৃপক্ষ ২৪-৪-২০০১ তারিখের পত্রে ইতিপূর্বে প্রদত্ত সুবিধা কার্টেল করায় বাদীর গ্রিভেন্স যথার্থ ছিল বলে এ আদালত মনে করেন। অন্যদিকে স্বীকৃত মতেই তর্কিত ঘটনার সময় দরখাস্তকারী চাকুরীতে নিয়োজিত ছিল। কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত বাসা বরাদ্দ প্রদান কমিটি কর্তৃক দরখাস্তকারীকে বাসা বরাদ্দ দেয়া হয় এবং আইনানুগভাবে বাসায় মান অনুযায়ী ভাড়া নির্ধারণ ও কর্তন করা হয়। যা দরখাস্তকারীর চাকুরীর অবিচ্ছিন্ন শর্ত। অতএব, ১৯৬৫ সালের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(১)(খ) ধারা ও ১৯৬৯ সালের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারা মতে এ মামলার বিচার নিষ্পত্তিতে কোন বাধা নেই বলে এ আদালত মনে করেন। এভাবে বিচার্য বিষয় নং 'খ' দরখাস্তকারীর অনুকূলে নিষ্পত্তি করা গেল।

১৩। বিচার্য বিষয় নং (গ) দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষ মিলের যে বাসায় যে সময় থেকে বসবাস করেন সে সময় থেকে উহা বসবাসের উপযোগী কিনা।

(ঘ) প্রতিপক্ষের ইস্যুকৃত শ্রম/৪৫৮/২০০১ নং পত্র বৈধ কিনা।

(ঙ) দরখাস্তকারী প্রার্থিত প্রতিকার পেতে অধিকারী কিনা।

বিচার্য বিষয় নম্বর গ, ঘ ও ঙ আলোচনার সুবিধার্থে ও পুনরাবৃত্তি এড়ানোর লক্ষ্যে একত্রে গ্রহণ করা হলো। শুনানীকালে প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলী বলেন যে, দরখাস্তকারী একজন শ্রমিক। তাঁর নামে বরাদ্দকৃত বাসাটি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য নির্ধারিত। তিনি সি, বি, এ-এর সহ-সম্পাদক মিল কর্তৃপক্ষের উপর প্রভাব খাটাইয়া উক্ত বাসাটি তাঁর নিজ নামে বরাদ্দ করিয়ে নেন এবং নিম্ন হারে ভাড়া গ্রহণে বাধ্য করেন। বাণিজ্যিক অডিট কর্তৃক সংগত কারণেই আপত্তি উত্থাপিত হয় এবং যেহেতু কর্মচারী/কর্মকর্তাদের জন্য নির্ধারিত বাসা বরাদ্দ প্রদান করা হয়, সেইহেতু কর্মচারী/কর্মকর্তাদের জন্য নির্ধারিত বাসা ভাড়া তিনি পরিশোধ করতে আইনত বাধ্য। পক্ষান্তরে দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলী বলেন যে, প্রতিপক্ষ মিল কর্তৃক অনুমোদিত কমিটি যাচাই-বাছাই করে দরখাস্তকারীর নামে তর্কিত বাসাটি বরাদ্দ প্রদান করেন। উক্ত কমিটি আইনগত কর্তৃত্ব সম্পন্ন। এ প্রসঙ্গে তিনি প্রদর্শনী-৭ এর ৩ নং পাতার ৬নং অনুচ্ছেদের উপর আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন যে, দরখাস্তকারী শ্রমিক ছিলেন এবং তাঁর নামে বরাদ্দকৃত বাসাটি কর্মচারী/কর্মকর্তাদের বসবাসের জন্য উপযুক্ত মান সম্পন্ন ছিল না। এ কারণে কর্মচারী/কর্মকর্তাদের নামে বরাদ্দ প্রদান করা সত্ত্বেও তাঁরা কেউ উক্ত বাসাটির বরাদ্দ গ্রহণ করেন নাই। বাসাটির বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে বিজ্ঞ কৌশুলী প্রতিপক্ষ মিলের মহাব্যবস্থাপকের স্বাক্ষরিত ১৫-১০-২০০৩ তারিখের পত্র প্রদর্শনী-৮ এর প্রতি আদালতের দৃষ্টি আর্কষণ করে দাবী করেন যে, দরখাস্তকারীর নামে বরাদ্দকৃত বাসাটি কর্মচারী/কর্মকর্তাদের বসবাসের

জন্য মান-সম্মত ছিল না বিধায় তিনি একজন শ্রমিক হওয়া সত্ত্বেও বাসা বরাদ্দ কমিটি যাচাই-বাচাই করে তার নামে বাসাটি বরাদ্দ প্রদান করেন। যেহেতু বাসাটি কর্মচারী/কর্মকর্তাদের বসবাসের জন্য উপযুক্ত মান সম্পন্ন ছিলনা, সেহেতু কর্মচারী/কর্মকর্তাদের উপর প্রযোজ্য হারে দরখাস্তকারীর নিকট থেকে বাসা ভাড়া কর্তন করা বেআইনী। তিনি আরও বলেন যে সিবিএ নেতা হিসাবে প্রভাব বিস্তারের কাহিনী কল্পনা প্রসূত ও স্ববিরোধী।

১৪। উভয় পক্ষের বিজ্ঞ কৌঁশুলীর/উপস্থাপিত যুক্তি ও প্রদর্শিত কাগজ পত্র পর্যালোচনা করা হল। দরখাস্তকারীর পক্ষে প্রদর্শিত প্রদর্শনী-৭ এর ৩নং পাতায় ক্রমিক নং ৬ এর 'ঘ' অনুচ্ছেদ এরূপ ঃ "(ঘ) অফিসার্স কলোনী-বাসা বাড়ী/ফ্লাটসমূহের অবস্থা দারুনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় আছে। কোন কোনটিতে সিলিং এর প্লাষ্টার পড়িয়া রড বাহির হইয়া আছে। বাহিরের অংশের প্লাষ্টার চুনকাম ইত্যাদি দীর্ঘদিন না হওয়ার কারণে বিল্ডিংগুলি ধ্বংসের দিকে ধাবিত হইতেছে।" উক্ত প্রদর্শনী-৭ এর প্রতিপক্ষ মিলের মিলসমূহ, জুট গোডাউনসমূহ, মসজিদ, অফিসসমূহ, ওয়ার্সশপ, গ্যারেজ, ক্যান্টিন, অফিসার্স কলোনী, শ্রমিক কলোনী, মিলের রপ্তানী জেটি ও বয়লার হাউজ ইত্যাদির অবস্থা সম্পর্কে বাস্তব প্রতিবেদন। উক্ত প্রতিবেদন থেকে সুস্পষ্ট ভাবে প্রতিয়মান হয় যে, তর্কিত বাসাটি যদিও কর্মচারী/কর্মকতাদের জন্য নির্ধারীত ছিল তথাপিও উহা তাঁদের বসবাসের জন্য উপযুক্ত মান সম্পন্ন ছিল না। এ কারণে তাঁদের নামে বাসাটি বরাদ্দ প্রদান করা সত্ত্বেও কেহই তাহা গ্রহণ করেন নি। প্রদর্শনী-৮ পর্যালোচনায় পূর্বোক্ত ইঞ্জিনিয়ারের প্রতিবেদন প্রদর্শনী-৭ এর সুস্পষ্ট স্বীকৃতি আছে। প্রদর্শনী-৭ ও ৮-এর ভাষ্য বিবেচনায় প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ কৌঁশুলী কর্তৃক উত্থাপিত সিবিএ নেতা হিসাবে দরখাস্তকারী কর্তৃক প্রতিপক্ষের উপর অন্যায় প্রভাব বিস্তারের বক্তব্য পরস্পর বিরোধী। ফলে প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ কৌঁশুলীর বক্তব্য মতে দরখাস্তকারী কর্তৃক প্রতিপক্ষের উপর অন্যায় প্রভাব খাটানোর বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। বরং দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ কৌঁশুলীর বক্তব্য অনুযায়ী তাঁর নামে বরাদ্দকৃত বাসাটি কর্মচারী/কর্মকর্তাদের বসবাসের জন্য উপযুক্ত মান সম্পন্ন ছিল না মর্মে প্রদর্শিত যুক্তি সমর্থনযোগ্য। বাসা বরাদ্দ প্রদান কমিটি সর্বদিক বিবেচনা করেই তর্কিত বাসাটি দরখাস্তকারী একজন শ্রমিক হওয়া সত্ত্বেও তাঁর নামে বাসাটির বরাদ্দ প্রদান করেন এবং শ্রমিকদের বসবাসের উপযুক্ত মান সম্পন্ন বিবেচনায় তর্কিত বাসার ভাড়া শ্রমিকদের জন্য প্রযোজ্য হারে মাস প্রতি ১২০ টাকা নির্ধারণ করেন। এ কারণে বাণিজ্যিক অডিট কর্তৃপক্ষের আপত্তির ভিত্তিতে দরখাস্তকারীর নিকট থেকে বাসাটির ভাড়া কর্মচারী/কর্মকর্তাদের জন্য প্রযোজ্য হারে কর্তৃপক্ষের ২৪-৪-২০০১ তারিখে সূত্র শ্রম/৪৫৮/২০০১ নং পত্র দ্বারা ভাড়া কর্তনের আদেশ বিধি সম্মত নয়। উক্ত বাসা সম্পর্কে দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ কৌঁশুলীর উপস্থাপিত যুক্তির মোদ্দা কথা হলো যে, যে বাসার বাড়ী ভাড়া নিয়ে ভাড়া নিরূপণের তর্ক উত্থাপিত হয়েছে উক্ত "বাড়ী বসবাসের উপযুক্ত কিনা" মর্মে যথোপযুক্ত মতামত দিতে পারেন এমন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিধি মোতাবেক পরীক্ষা করে তর্কিত বাসা বাড়ীখানি বসবাসের অনুপযুক্ত (condemn) মর্মে মতামত প্রদান করা হয়েছে। এ কারণে এ আদালত মনে করেন, যে বাড়ী বসবাসের অনুপযুক্ত, সেই বাড়ীতে মানুষসহ কোন প্রাণীর বসবাস করা উচিত নয়। কারণ উহা ঝুকিপূর্ণ। সেই ঝুকিপূর্ণ বাড়ীতে শ্রমিক বা কর্মচারী যে-ই বসবাস করেন না কেন উহা বিধি সম্মত নয়। তারপরও ঐরূপ বসবাসের অনুপযুক্ত বাড়ীর ভাড়া নিয়ে এইরূপ বাড়াবাড়ি সমীচীন নয়। কাজেই দরখাস্তকারীর নিকট থেকে পূর্বে যে হারে ভাড়া কাটা হয়েছে উহাই যথেষ্টের যথেষ্ট। এক্ষেত্রে পূর্ব নির্ধারিত হারে কর্তিত ভাড়া ১২০ টাকার অধিক পরবর্তীতে পরিবর্তীত হারে অডিট আপত্তির প্রেক্ষিতে ধার্যকৃত মাসিক ১২৭৫ টাকা হারে ভাড়া কাটার প্রতিপক্ষের দাবী অযৌক্তিক, অমানবিক ও অবান্তর। বরং নিকট অতীতে দেশের রাজধানী ঢাকার পুরানো এলাকা শাখারী বাজারে

বসবাসের অনুপযুক্ত ইমারত নিজে নিজেই ভেঙ্গে পড়ে যে, ১৫ জনের প্রাণহানি ঘটেছে ঐরূপ দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য প্রতিপক্ষ মিলসহ সকল মিলের এইরূপ বসবাসের অনুপযুক্ত বাড়ীগুলি ভেঙ্গে ফেলা অথবা বিশেষজ্ঞ দ্বারা প্রয়োজনীয় সংস্কার করিয়ে বসবাসের উপযুক্ত করে শীঘ্র গড়ে তোলা সমীচীন। এ বিষয়ে প্রতিপক্ষ মিলসহ অন্যান্য মিল কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থা নেয়া সমীচীন বলে এ আদালত মনে করেন। অন্যথায় এরূপ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যর্থতার দায়-দায়িত্ব ভবিষ্যতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উপর বর্তাবে। উল্লেখ্য প্রত্যেক বিচারক তাঁর বিচারাধীন এখতিয়ারের বিষয় ও এলাকার সংশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অভিভাবক তুল্য বিধায় এ আদালত সংশিষ্ট সকলকে উপরোল্লিখিত পরামর্শ দেয়া ন্যায়ানুগ মনে করেন।

১৫। উপর্যুক্ত আলোচনা, উপস্থাপিত যুক্তিসমূহ ও প্রদর্শিত কাগজপত্র পর্যালোচনা করে এ আদালত এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, দরখাস্তকারীর উপর ইস্যুকৃত ও জারীকৃত প্রতিপক্ষের ২৪-৪-২০০১ তারিখের সূত্র শ্রম ৪৫৮/২০০১ নম্বর পত্র বিধি বহির্ভূত এবং বাতিলযোগ্য। দরখাস্তকারী তর্কিত বাসাটি বরাদ্দের তারিখ থেকে শ্রমিকদের জন্য প্রযোজ্য হারে বাসা ভাড়া প্রদানের অধিকারী এবং শ্রমিকদের জন্য প্রযোজ্য হারের অতিরিক্ত কর্তিত অর্থ ফেরতযোগ্য।

১৬। বিজ্ঞ সদস্যদের সাথে পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

১৭। **আদেশ হয় যে,**

অত্র মোকদ্দমাটি দোতরফা সূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর করা গেল। প্রতিপক্ষের ইস্যুকৃত ২৪-০৪-২০০১ তারিখের সূত্র শ্রম/৪৫৮/২০০১ নম্বর পত্র বাতিল করতঃ উক্ত পত্রাদেশ অনুযায়ী শ্রমিকদের জন্য প্রযোজ্য বাসা ভাড়া হারের অতিরিক্ত কর্তিত অর্থ দরখাস্তকারীকে ফেরৎ প্রদানের জন্য প্রতিপক্ষকে নির্দেশ দেয়া গেল। রায় প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে এ রায় কার্যকর করতে প্রতিপক্ষকে নির্দেশ দেয়া গেল। আরো উল্লেখ থাকে যে, এ রায়ের গর্ভে ১৪ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত আলোচনার আলোকে প্রতিপক্ষ মিল কর্তৃপক্ষকে যথাশীঘ্র প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে এবং এ রায়ের একটি করে অনুলিপি (১) সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা, (২) সচিব, পাট মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা এবং (৩) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোরেশন, আদমজীকোর্ট, মতিঝিল, ঢাকা-কে উল্লিখিত অংশ মার্কার দ্বারা বিশেষভাবে চিহ্নিত (হাইলাইট) করে শীঘ্র প্রেরণ করা হোক।

আমার কথা মত লেখা

(চৌধুরী মুনীর উদ্দীন মাহফুজ)
(জেলা ও দায়রা জজ)
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, খুলনা।

(চৌধুরী মুনীর উদ্দীন মাহফুজ)
(জেলা ও দায়রা জজ)
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, খুলনা।

শ্রম আদালত, খুলনা।

মামলা নং সি-২৫/২০০১

উপস্থিত ঃ জনাব চৌধুরী মুনীর উদ্দীন মাহফুজ,
(জেলা ও দায়রা জজ)
চেয়ারম্যান, শ্রম আদালত, খুলনা।

সদস্য ঃ ১। জনাব আবদুল হালিম।
২। জনাব লোকমান হাকিম।

১। মোঃ মোশারেফ হোসেন, ই, বি, নং ১৬৩৫৪,
বিভাগ স্পিনিং, পদ-টুইস্টার, পালা 'ক'
পিপলস্ জুট মিলস্ লিঃ,
সাং ও পোঃ শহর খালিশপুর,
জেলা খুলনা.....দরখাস্তকারী।

বনাম

১। পিপলস্ জুট মিলস্ লিঃ,
পক্ষে উপ-মহাব্যবস্থাপক,
সাং ও পোঃ শহর খালিশপুর,
জেলা খুলনা।
এবং
অন্যান্য দুইজন.....প্রতিপক্ষগণ।

দরখাস্তকারী পক্ষের নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবী ঃ জনাব এস, এ, মহসীন।

প্রতিপক্ষের নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবী ঃ জনাব সৈয়দ শহীদুল আলম।

শুনানীর তারিখ ৫-৫-২০০৪ খ্রিঃ। / ২২-১-১৪১১ বংগাব্দ।

রায়ের তারিখ ২৮-৬-২০০৪ খ্রিঃ। / ১৪-৩-১৪১১ বংগাব্দ।

রায়

১। ইহা ১৯৬৫ সালের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(১)(খ) ধারাসহ ১৯৬৯ সালের শিল্প সম্পর্কিত অধ্যাদেশের ৩৪ ধারা মতে দরখাস্ত।

২। সংক্ষেপে দরখাস্তকারীর বক্তব্য হলো যে, তিনি ১নং প্রতিপক্ষ প্রতিষ্ঠানে কর্মরত একজন স্থায়ী শ্রমিক। ২নং প্রতিপক্ষ ১নং প্রতিপক্ষ প্রতিষ্ঠানের বাসাসমূহ শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের মধ্যে বরাদ্দ প্রদান ও বাতিলের পত্র ইস্যু করার ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং ৩নং প্রতিপক্ষ শ্রমিক কর্মচারীদের সাপ্তাহিক মজুরী নির্ধারণ এবং মজুরী হতে কর্তনযোগ্য অর্থ কর্তনের ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্মকর্তা। প্রতিপক্ষ মিলটি একটি রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান। উহা বাংলাদেশ জুট মিলস্ কর্পোরেশনের দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত। দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষ প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক আবাসিক কলোনীর টালি সেডে ৩৪ নং বাসা বরাদ্দ নিয়ে বসবাস করতেন। দরখাস্তকারীর ২৪-১২-৯৯ তারিখের দাখিলী আবেদনের প্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ ২৭-০৩-২০০০ তারিখে পুরাতন কলোনীর পাকা ৯ নম্বর বাসাটি বরাদ্দ প্রদান করেন। মিল কর্তৃপক্ষ জাতীয় মজুরী স্কেল ১৯৮৫, ১৯৯১ ও ১৯৯৭ এর বিধান মতে বাসা ভাড়া বাবদ প্রতিমাসে ৯০ টাকা হারে সাপ্তাহিক মজুরী হতে ২২.৫০ টাকা কর্তন করতে থাকেন। হঠাৎ করে ২৪-০৪-২০০১ তারিখে ২নং প্রতিপক্ষ এক পত্র ইস্যু করে ০৯-০৫-২০০১ তারিখ হতে পার্শ্ববর্তী বসবাসকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিকট থেকে কর্তনকৃত ভাড়ার ন্যায় বকেয়াসহ ভাড়া উসুল করা হবে মর্মে দরখাস্তকারীকে অবহিত করেন। উপরি বর্ণিত পত্রাদেশ দ্বারা দরখাস্তকারী ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ হয়ে ০৯-০৫-২০০১ তারিখে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে ১-৩ নম্বর প্রতিপক্ষের নিকট গ্রিভেন্স পিটিশন প্রেরণ করেন। ২নং প্রতিপক্ষ ১৯-০৫-২০০১ তারিখের পত্র দ্বারা গ্রিভেন্স পিটিশনের সিদ্ধান্ত প্রদান করেন। উক্ত সিদ্ধান্তে দরখাস্তকারীর গ্রিভেন্স নিরসন না হওয়ায় জাতীয় মজুরী স্কেল ও গ্রেডের বিধান মতে মাস প্রতি ৯০ টাকা হারে ৪ কিস্তিতে সাপ্তাহিক ২২.৫০ টাকা করে কর্তনের আদেশসহ ১৯-৫-২০০১ তারিখে প্রতিপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২২.৫০ টাকার অতিরিক্ত ঘরভাড়া বাবদ কর্তিত টাকা ফেরৎ প্রদানের আদেশ দানের প্রার্থনা করেছেন।

৩। অপরদিকে ১নং প্রতিপক্ষ আদালতে হাজির হয়ে একটি লিখিত জবাব দাখিল করে মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। সংক্ষেপে জবাবের বক্তব্য হলো যে, প্রতিপক্ষ বিজেএমসি নিয়ন্ত্রিত একটি রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান। অত্র মিলে কর্মরত শ্রমিক/কর্মচারীদের জন্য মিলের আবাসিক কলোনীতে সীমিত সংখ্যক কোয়ার্টার রয়েছে। যে সকল শ্রমিক কর্মচারীদের কোয়ার্টার বরাদ্দ দেয়া হয় সে সকল কোয়ার্টারের ধরণ অনুযায়ী আইনানুগ ভাবে বাড়ী ভাড়া কর্তন করা হয়। দরখাস্তকারী ২নং মিলের স্পিনিং বিভাগের 'ক' পালায় টুইষ্টার পদে স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে কর্মরত থাকেন। তিনি ৬-১০-৯০ তারিখে শ্রমিক আবাসিক কলোনীর নতুন টালি সেডে ৩৪ নম্বর বাসার বরাদ্দ প্রাপ্তে পরিবার পরিজনসহ বসবাস করতেন। উক্ত বাসার প্রকৃতি অনুযায়ী মজুরী হতে মাসিক ৯০ টাকা হারে ঘর ভাড়া কর্তন করা হতো। ১৯৯৯ সালের প্রথম দিকে সি, বি, এ সাধারণ সম্পাদক ক, ম, সিরাজুল হক খুন হলে মিলের অভ্যন্তরীন আইন শৃংখলা ভেংগে পড়ে। দরখাস্তকারী ক, ম, সিরাজুল হক হত্যার বিজয়ী গ্রুপের সমর্থক ও অনুসারী হিসাবে চলাফেরা করতেন। এমতাবস্থায় তিনি শ্রমিক কলোনীর ৩৪ নম্বর টালিসেড বাসার বরাদ্দ বাতিলপূর্বক কর্মচারী/কর্মকর্তা আবাসিক এলাকার পাকা ৯ নম্বর পারিবারিক বাসার বরাদ্দ চেয়ে দরখাস্ত করেন। দরখাস্তকারী তৎকালীন সি, বি, এ ইউনিয়নের নির্বাহী সদস্য হওয়ায় ১৫-০১-২০০০ তারিখে অন্যায় প্রভাব বিস্তারে নিজ নামে কর্মচারী/কর্মকর্তা কোয়ার্টারের ৯নং বাসা বরাদ্দ প্রদানে কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করেন। কিন্তু দরখাস্তকারীর বিরোধীয় ইউনিয়ন

নেতৃবৃন্দের জোর আপত্তি ও চাপের মুখে কর্তৃপক্ষ ২৪-০৯-২০০০ তারিখের আদেশ দ্বারা উক্ত ৯ নম্বর বাসার বরাদ্দ আদেশ বাতিল করা হয়। উক্ত আদেশ চ্যালেঞ্জ করে দরখাস্তকারী অত্র আদালতে আই, আর, ও-২/২০০০ নম্বর মোকদ্দমা দায়ের করেন। ইত্যবসরে দরখাস্তকারী স্থানীয় প্রভাবশালী শ্রমিক নেতা জনাব খান ইবনে জামান ও ক্ষমতাসীন সি, বি, এ নেতৃবৃন্দের মাধ্যমে প্রভাব বিস্তার করে ২৭-৩-২০০০ তারিখে মিল কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে উক্ত ১ নম্বর বাসা বরাদ্দ আদেশ গণ্য হয়ে উক্ত আই, আর, ও-২/২০০০ নম্বর মোকদ্দমার দাবী প্রত্যাহার করেন। একইভাবে দরখাস্তকারী অফিসার্স কোয়ার্টারে বসবাস করা সত্ত্বেও বিধি সম্মত ঘর ভাড়া প্রদানের পরিবর্তে শ্রমিক কলোনীর ঘর ভাড়া কর্তনে কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করেন। এমতাবস্থায় ১৯৯৯-২০০০ সালের নিরীক্ষাকালে ঘর ভাড়া সংক্রান্তে আপত্তি উত্থাপিত হয় এবং সরকারী নিরীক্ষা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দরখাস্তকারীর নিকট হতে বকেয়া পাওনা আদায়সমূহ আইনানুগ ভাড়া কর্তনের জন্য মিল কর্তৃপক্ষকে আদেশ দেয়া হয়। কর্মকর্তা/কর্মচারী আবাসিক কলোনীর ৯ নম্বর বাসাটি জুনিয়র অফিসার শ্রেণীর কর্মচারীদের জন্য নির্ধারিত হওয়ায় জাতীয় বেতন স্কেল '৯৭ এর ১৫(গ) এর বিধান অনুযায়ী দরখাস্তকারী একজন জুনিয়র কর্মকর্তার প্রারম্ভিক বেতন স্কেল অনুযায়ী নুন্যতম ১,২৭৫ টাকা ঘর ভাড়া প্রদান করতে বাধ্য এবং মিল কর্তৃপক্ষ উহা কর্তন করতে আইনতঃ অধিকারী। আইন ও ঘটনার বিচারে দরখাস্তকারীর নিকট হতে বকেয়া ৩,৫৫৫ টাকা এবং প্রতি মাসে ১,২৭৫ টাকা হারে ঘর ভাড়া আদায়যোগ্য, যাহা মিল কর্তৃক দরখাস্তকারীর মজুরী হতে কর্তন করতে আইনতঃ বাধ্য ও অধিকারী। প্রতিপক্ষ মিলটির ১০০% শেয়ারের মালিক সরকার। মিল কর্তৃক ও দরখাস্তকারী অত্র মিলে চাকুরী করায় প্রচলিত আইন ও সরকারী আদেশ-নির্দেশ, বিধি-নিষেধ উভয়ের উপর সমভাবে প্রযোজ্য ও বাধ্যকর। মিল কর্তৃপক্ষ আইন ও বিধি বহির্ভূতভাবে শ্রমিককে কোনরূপ অবৈধ আর্থিক সুবিধা প্রদান করতে পারেন না। সরকারী বাণিজ্যিক নিরীক্ষা দল কর্তৃক মিলের ১৯৯৯-২০০০ সালের অডিট রিপোর্টে উত্থাপিত আপত্তি সংক্রান্ত প্রদত্ত নির্দেশ প্রতিপালন করতে মিল কর্তৃপক্ষ আইনতঃ বাধ্য। শ্রমিক কলোনীর বাসার হারে ঘর ভাড়া প্রদান করে দরখাস্তকারী মিলের কর্মকর্তাদের জন্য নির্ধারিত বাসায় বসবাসের সুবিধা ভোগ করতে পারেন না। তিনি সমস্ত বিষয় অবগত থাকা সত্ত্বেও অনিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নামমাত্র ঘর ভাড়া প্রদানে অফিসার্স কোয়ার্টারে তাঁর অবৈধ বসবাস দীর্ঘায়িত করার অসৎ উদ্দেশ্যে এ মোকদ্দমা দায়ের করেছেন। মিল কর্তৃপক্ষ দরখাস্তকারীকে প্রদত্ত ২৪-৪-২০০১ ও ১৯-৫-২০০৪ তারিখের পত্রাদেশ সম্পূর্ণ বৈধ, আইনানুগ ও নিয়মতান্ত্রিক।

বিচার্য বিষয় ঃ

(ক) দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষ মিলের শ্রমিক কিনা।

(খ) বর্তমান আকারে ও প্রকারে দরখাস্তকারীর এ মোকদ্দমা চলতে পারে কিনা।

(গ) দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষ মিলের যে বাসায় যে সময় থেকে বসবাস করেন সে সময় থেকে উহা বসবাসের উপযোগী আছে কিনা।

(ঘ) প্রতিপক্ষের ইস্যুকৃত ২৪-৪-২০০১ তারিখের সূত্র শ্রম/৪৫৮/২০০১ নম্বর পত্রটি বৈধ কিনা।

(ঙ) দরখাস্তকারী প্রার্থিত প্রতিকার পেতে অধিকারী কিনা।

৫। আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

এ মোকদ্দমায় কোন পক্ষ কোন মৌখিক স্বাক্ষ্য প্রদান করেনি। উভয়পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীগণ একে অপরের দাখিলী কাগজপত্র স্বীকৃত মতে প্রদর্শিত হিসাবে গণ্য করে বিচারে নিষ্পত্তিতে একমত পোষণ করেন এবং উভয় পক্ষ কেবলমাত্র নিজ নিজ মোকদ্দমার সমর্থনে আদালতের সামনে আইনী যুক্তি প্রদর্শন করেন।

৬। উভয় পক্ষ আদালতে ফিরিস্তিসহ কাগজাদী দাখিল করেন তা নিম্নরূপ ঃ

দরখাস্তকারী পক্ষের দাখিলী কাগজপত্র ঃ—

(১) বাসা বরাদ্দ প্রসংগে ১১-৩-২০০০ তারিখের নোট শীট।

(২) ২৭-৩-২০০০ তারিখের বাসা পুনঃ বরাদ্দ আদেশ।

(৩) অতিরিক্ত ঘরভাড়া আদায় প্রসংগে কর্তৃপক্ষের ২৪-৪-২০০১ তারিখের পত্র।

(৪) দরখাস্তকারীর গ্রিভেন্স পিটিশন তারিখ ১-৫-২০০১ খ্রিঃ।

(৫) দরখাস্তকারীর গ্রিভেন্সের পর উভয় কর্তৃপক্ষের ১৯-৫-২০০১ তারিখের সিদ্ধান্ত।

(৬) অডিট কর্তৃপক্ষের অতিরিক্ত ঘরভাড়া কর্তনের নির্দেশ।

(৭) ৪-১-২০০০ তারিখের নোট শীট।

(৮) ৬-১-২০০০ তারিখের বাসা স্থানান্তরের চিঠি।

(৯) ১৯৯৯-২০০০ সালের অডিট আপত্তি।

(১০) দরখাস্তকারীর ০১-০২-২০০০ তারিখের পাকা-৯ নম্বর বাসা বরাদ্দ প্রাপ্তির আবেদন পত্র।

(১১) প্রতিপক্ষ মিলের ইঞ্জিনিয়ারের ০৮-০৫-২০০১ তারিখের প্রতিবেদন।

(১২) প্রতিপক্ষ মিলের মহাব্যবস্থাপকের স্বাক্ষরিত ১৫-১০-২০০৩ তারিখের পিজেএম/হিসাব/নিরীক্ষা/১৬৫ নম্বর পত্র।

৭। প্রতিপক্ষের দাখিলী কাগজ পত্র ঃ—

(ক) ০১-০২-২০০০ তারিখের দরখাস্তকারীর বাসা বরাদ্দের আবেদনপত্র।

(খ) ১১-০৩-২০০০ তারিখের নোট শীট।

(গ) ইনফরমেশন স্লিপ।

(ঘ) ২৭-০৩-২০০০ তারিখের বাসা পুনঃ বরাদ্দ পত্র।

(ঙ) ২৪-০৪-২০০১ তারিখের অতিরিক্ত হারে ঘর ভাড়া আদায়ের চিঠি।

(চ) গ্রিভেন্স প্রাপ্তির পর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত ১৯-০৫-২০০১ তারিখের সিদ্ধান্ত।

(ছ) অডিট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অতিরিক্ত হারে ঘর ভাড়া কর্তনের নির্দেশ।

(জ) ২৭ মে ১৯৯৯ সালের গেজেট বিজ্ঞপ্তি।

(ঝ) ১৯ জুলাই ১৯৯৯ সালের গেজেট বিজ্ঞপ্তি।

(ঞ) ১৯৯১ সালের জাতীয় বেতন স্কেল।

৮। **ক নং বিচার্য বিষয় ঃ** দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষ মিলের শ্রমিক কিনা।

দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষ মিলের একজন স্থায়ী শ্রমিক। প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারী পক্ষের উক্ত বক্তব্য অস্বীকার করেন নি বরং সর্বত্র স্বীকার করেছেন। অধিকন্তু উভয় পক্ষের দাখিলী কাগজ পত্র থেকেও দরখাস্তকারী যে প্রতিপক্ষ মিলের একজন শ্রমিক তার নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায়। ক নং বিচার্য বিষয় হ্যাঁ-বোধক বিধায় দরখাস্তকারীর অনুকূলে নিষ্পত্তি করা গেল।

৯। **খ নং বিচার্য বিষয় ঃ** বর্তমান আকারে ও প্রকারে দরখাস্তকারীর এ মোকদ্দমা চলতে পারে কিনা।

দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, দরখাস্তকারীকে প্রথমে নতুন কলোনীর টালি সেড ৩৪ নং বাসা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। অতঃপর উক্ত বাসায় বসবাস করা ঝুঁকিপূর্ণ বিধায় তিনি তাঁর বাসা পুরাতন কলোনীর ৭নং বাসায় স্থানান্তর করার প্রার্থনা করেন। পরে কর্তৃপক্ষের নির্দেশে '৭' সংখ্যাটি পরিবর্তন করে '২২' করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ ৬-১-২০০১ তারিখে পত্রে দরখাস্তকারীকে পুরাতন কলোনীর ৯নং বাসাটি পুনঃ বন্টন করেন। ২৪-২-২০০১ তারিখে উক্ত পত্র বাতিল করেন। দরখাস্তকারী উক্ত বাতিল আদেশের বিরুদ্ধে এ আদালতে আই,আর,ও-২/২০০০ মোকদ্দমা দায়ের করেন এবং পরবর্তীতে মোকদ্দমার দাবী তুলে নিয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে পুনরায় ৯নং বাসা দাবী করেন। কর্তৃপক্ষ ২৭-৩-২০০০ তারিখের পত্র দ্বারা উক্ত বাসাটি দরখাস্তকারীকে পুনঃ বরাদ্দ প্রদান করেন এবং জাতীয় মজুরী স্কেল ১৯৮৫, ১৯৯৯ ও ১৯৯৭ এর বিধান মতে বাসা ভাড়া বাবদ মাস প্রতি ৯০ টাকা হারে কর্তন করতে থাকেন। অতঃপর ২৪-৪-২০০১ তারিখে মিল কর্তৃপক্ষ এক পত্র প্রেরণ করে দরখাস্তকারীকে অভিযুক্ত করেন যে, তিনি সি, বি, এ ইউনিয়নের নির্বাহী সদস্য থাকাকালে কর্তৃপক্ষের উপর প্রভাব খাটাইয়া কর্মচারী/কর্মকর্তাদের জন্য নির্ধারিত বাসা নিজ নামে বরাদ্দ করিয়ে নেন। উক্ত বাসায় কর্মচারী/কর্মকর্তা থাকলে যে হারে বাসা ভাড়া আদায় করা হতো সেই হারে ভাড়া আদায় করা হবে। উক্ত পত্রের মধ্যে বাণিজ্যিক নিরীক্ষা আপত্তি নং ১১ (১৯৯৯-২০০০)-এর কথা উল্লেখ করেন। দরখাস্তকারী উক্ত পত্রাদেশে ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত হয়ে কর্তৃপক্ষের নিকট ৯-৫-২০০১ তারিখে কর্তৃপক্ষের নিকট গ্রিভেন্স পিটিশন প্রেরণ করেন। ১৯-৫-২০০১ তারিখে প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীর গ্রিভেন্স নাকোচ করায় ১৯৬৫ সালের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(১)(খ) ধারাসহ ১৯৬৯ সালের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারা মতে এ মোকদ্দমা আনয়ন করেন। দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলী আরো নিবেদন করেন যে, প্রতিপক্ষ মিলে বাসা বরাদ্দের নিমিত্ত উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত কমিটি থাকে। দরখাস্তকারীর আবেদনের প্রেক্ষিতে মিল কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত কমিটি যাচাই-বাছাই করে দরখাস্তকারীর নামে বাসা বরাদ্দ প্রদান করেন এবং উক্ত কমিটি বিধি মোতাবেক তাঁর বাসা ভাড়া মাস প্রতি ৯০ টাকা হারে নির্ধারণ করেন। ফলে কর্তৃপক্ষের সহিত দরখাস্তকারীর বাসা বরাদ্দ এবং বাসা ভাড়া সংক্রান্ত প্রচলিত বিধি মোতাবেক মীমাংসা হয়। প্রতিপক্ষ মিলটি কোম্পানী আইনের বিধান মতে প্রতিষ্ঠিত একটি বাণিজ্যিক শিল্প প্রতিষ্ঠান। যার নিজস্ব মেমোরেন্ডাম ও আর্টিকেলস্ অব এ্যাসোসিয়েশন আছে। প্রতিপক্ষ মিলই দরখাস্তকারীর বাসা বরাদ্দ ও ভাড়া নির্ধারণের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ। কিন্তু প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীর গ্রিভেন্স নিরসন না করায় এবং দরখাস্তকারী কর্মে নিয়োজিত থাকায় ১৯৬৫ সালের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(১)(খ) ধারা এবং ১৯৬৫ সালের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারা মোতাবেক এ মামলা দাখিল করেন। ফলে মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে এ আদালতে সচল।

পক্ষান্তরে প্রতিপক্ষ নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবী দাবী করেন যে, দরখাস্তকারীর মামলার কারণ সৃষ্টির অজুহাতে কল্পিত গ্রিভেন্স দাখিল করেন। দরখাস্তকারীর উক্ত গ্রিভেন্স দাখিলের কোন আইনগত অধিকার নাই। ১৯৬৫ সালের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫ ধারা সুনির্দিষ্টভাবে চাকুরী বরখাস্ত, ছাটাই, অব্যাহতি সংক্রান্ত বিষয়ের সহিত জড়িত। তিনি আরো দাবী করেন যে, ১৯৬৯ সালের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারা শিল্প বিরোধের সাথে সম্পৃক্ত বিধায় উক্ত আইনেও দরখাস্তকারীর মোকদ্দমা অচল।

উভয় পক্ষের উত্থাপিত যুক্তি পর্যালোচনা করা হল। ইহা উভয়পক্ষ কর্তৃক স্বীকৃত যে দরখাস্তকারীকে তর্কিত ৯নং বাসা বরাদ্দপূর্বক বরাদ্দ কমিটি মাস প্রতি ৯০ টাকার ভাড়া নির্ধারিত করেন এবং দীর্ঘদিন উক্ত হারে ভাড়া কর্তন করা হয়। ২৪-৪-২০০১ তারিখে পত্রে উক্ত বাসার ভাড়া নতুন হারে পরিশোধের নির্দেশ দেয়া হলে দরখাস্তকারী ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে কর্তৃপক্ষের নিকট গ্রিভেন্স পিটিশন দাখিল করেন। ১৯৬৫ সালের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইন শ্রমিকদের চাকুরীর শর্ত সম্পর্কীয়। ২৪-৪-২০০১ তারিখে পত্রে ইতিপূর্বে প্রদত্ত সুবিধা কার্টেল করায় বাদীর গ্রিভেন্স যথার্থ ছিল বলে এ আদালতের মনে করেন। অন্যদিকে স্বীকৃত মতেই তর্কিত ঘটনার সময়ও দরখাস্তকারী চাকুরীতে নিয়োজিত ছিল। কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত কমিটি কর্তৃক দরখাস্তকারীকে বাসা বরাদ্দ দেয়া হয় এবং আইনানুগভাবে বাসার মান অনুযায়ী ভাড়া নির্ধারণ ও কর্তন করা হয়। যা চাকুরীর অবিচ্ছিন্ন শর্ত। অতএব, ১৯৬৫ সালের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(১)(খ) ধারা ও ১৯৬৯ সালের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশ-এর ৩৪ ধারা মতে এ মামলার বিচার নিষ্পত্তিতে কোন বাধা নেই বলে এ আদালত মনে করেন। এ ভাবে বিচার্য বিষয় নং 'খ' দরখাস্তকারীর অনুকূলে নিষ্পত্তি করা গেল।

১০। বিচার্য বিষয় নং (গ) দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষ মিলের যে বাসায় যে সময় থেকে বসবাস করেন সে সময় থেকে উহা বসবাসের উপযোগী কিনা।

(ঘ) প্রতিপক্ষের ইস্যুকৃত ২৪-৪-২০০১ তারিখে শ্রম/৪৫৮/২০০১ নম্বর পত্র বৈধ কিনা। এবং

(ঙ) দরখাস্তকারী প্রার্থিত প্রতিকার পেতে অধিকারী কিনা।

বিচার্য বিষয় নং গ, ঘ ও ঙ আলোচনার সুবিধার্থে ও পুনরাবৃত্তি এড়াতে একত্রে গ্রহণ করা হলো। শুনানীকালে প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলী বলেন যে, দরখাস্তকারী একজন শ্রমিক। তাঁর নামে বরাদ্দকৃত বাসাটি কর্মচারী/কর্মকর্তাদের জন্য নির্ধারিত। তিনি সি বি এ-এর একজন নির্বাচিত নেতা এবং সিবিএ নেতা হিসাবে মিল কর্তৃপক্ষের উপর প্রভাব খাটাইয়া কর্মচারী/কর্মকর্তাদের জন্য নির্ধারিত বাসা তাঁর নামে বরাদ্দ করিয়ে নেন। বাণিজ্যিক অডিট কর্তৃক সংগত কারণেই আপত্তি উত্থাপিত হয় এবং যেহেতু কর্মচারী/কর্মকর্তাদের জন্য নির্ধারিত বাসা দরকাস্তকারীকে বরাদ্দ প্রদান করা হয়, সেহেতু কর্মচারী/কর্মকর্তাদের জন্য নির্ধারিত বাসা ভাড়া তিনি পরিশোধ করতে আইনতঃ বাধ্য। পক্ষান্তরে দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলী বলেন যে, প্রতিপক্ষ মিল কর্তৃক অনুমোদিত কমিটি যাচাই-বাছাই করে দরখাস্তকারীর নামে তর্কিত বাসাটি বরাদ্দ প্রদান করেন। উক্ত কমিটি আইনগত কর্তৃত্ব সম্পন্ন। এ প্রসংগে তিনি প্রদর্শনী ১১-এর ৩নং পাতার ৬নং অনুচ্ছেদের উপর আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন যে, দরখাস্তকারী একজন শ্রমিক ছিলেন এবং তাঁর নামে বরাদ্দকৃত বাসাটি বসবাসের অনুপযোগী ছিল। উক্ত বাসাটি কর্মচারী/কর্মকর্তাদের জন্য উপযুক্ত মান সম্পন্ন ছিল না। এ কারণে কর্মচারী/কর্মকর্তাদের নামে বরাদ্দ প্রদান করা সত্ত্বেও তাঁরা কেহই উক্ত বাসাটির বরাদ্দ গ্রহণ করেন নাই। বাসাটি বাস্তব অবস্থা প্রসংগে বিজ্ঞ কৌশুলী প্রতিপক্ষ মিলের মহাব্যবস্থাপকের স্বাক্ষরিত

১৫-১০-২০০৩ তারিখে ১৬৫ নং পত্রের প্রতি আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে দাবী করেন যে, যেহেতু দরকাস্তকারীর নামে বরাদ্দকৃত বাসাটি কর্মচারী/কর্মকর্তাদের বসবাসের জন্য মানসম্পন্ন ছিল না বিধায় দরখাস্তকারী একজন শ্রমিক হওয়া সত্ত্বেও প্রতিপক্ষ যাচাইবাছাই করে তাঁর নামে বাসাটি বরাদ্দ প্রদান করেন। যেহেতু তর্কিত বাসাটি কর্মচারী/কর্মকর্তাদের জন্য উপযুক্ত মানসম্পন্ন নয়, সেহেতু কর্মচারী/কর্মকর্তাদের উপর প্রযোজ্য হারে দরখাস্তকারীর বাসা ভাড়া কর্তন করা বেআইনী। তিনি আরও বলেন যে, সিবিএ নেতা হিসাবে প্রভাব বিস্তারের কাহিনী কল্পনা প্রসূত ও স্ববিরোধী।

১৩। উভয় পক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলীর উপস্থাপিত যুক্তি ও প্রদর্শিত কাগজপত্র পর্যালোচনা করা হল। দরখাস্তকারী পক্ষের প্রদর্শিত প্রদর্শনী-১১ এর ৬নং ক্রমিকের ৩ নং পাতার 'ঘ' অনুচ্ছেদ নিম্নরূপ ঃ "ঘ অফিসার্স কলোনী ঃ বাসা/বাড়ী/ফ্লাটসমূহের অবস্থা দারুনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় আছে। কোন কোনটির সিলিং এর প্লাস্টার পড়িয়া রড বাহির হইয়া আছে। বাহিরের অংশের প্লাস্টার চুনকাম ইত্যাদি দীর্ঘদিন না হওয়ার কারণে বিল্ডিংগুলি ধ্বংসের দিকে ধাবিত হইতেছে।" উক্ত প্রদর্শনী-১১ প্রতিপক্ষ মিলের মিলসমূহ, জুট গোডাউনসমূহ, মসজিদ, অফিসসমুহ, ওয়ার্কসপ গ্যারেজ, ক্যান্টিন, অফিসার্স কলোনী, শ্রমিক কলোনী, মিলের রপ্তানী জেটি ও বয়লার হাউজ ইত্যাদির অবস্থা সম্পর্কে বাস্তব প্রতিবেদন। প্রতিপক্ষ কর্তৃক উক্ত প্রতিবেদনকে অস্বীকার করা হয়নি। উক্ত প্রতিবেদন থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, তর্কিত বাসাটি যদিও কর্মচারী/কর্মকর্তাদের জন্য নির্ধারিত তথাপিও উহা তাঁদের বসবাসের জন্য উপযুক্ত মান সম্পন্ন ছিল না। এ কারণে তাঁদের নামে বাসাটি বরাদ্দ প্রদান করা সত্ত্বেও কেউ উহা গ্রহণ করেন নি। দরখাস্তকারী পক্ষে মিলের মহাব্যবস্থাপকের স্বাক্ষরিত ১৫-১০-২০০৩ তারিখের পত্র (প্রদঃ-১২) পর্যালোচনায় পূর্বোক্ত ইঞ্জিনিয়ারের বাস্তব প্রতিবেদন (প্রদঃ ১১) এর সুস্পষ্ট স্বীকৃতি আছে। প্রদঃ ১১ ও ১২ এর ভাষ্য বিবেচনার শুনানীকালে প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলী কর্তৃক উত্থাপিত সিবিএ নেতা হিসাবে দরখাস্তকারী কর্তৃক প্রতিপক্ষের উপর অন্যায় প্রভাব বিস্তারের বক্তব্য পরস্পর বিরোধী। ফলে প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলীর দরখাস্তকারী কর্তৃক প্রতিপক্ষের উপর অন্যায় প্রবাব খাটানো সংক্রান্ত বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। বরং দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলীর বক্তব্য অনুযায়ী তাঁর নামে বরাদ্দকৃত বাসাটি কর্মচারী/কর্মকর্তাদের জন্য উপযুক্ত মান সম্পন্ন নয় মর্মে উত্থাপিত যুক্তি সমর্থনযোগ্য। বাসা বরাদ্দ কমিটি সর্বদিক বিবেচনা করেই তর্কিত বাসাটি দরখাস্তকারী একজন শ্রমিক হওয়া সত্ত্বেও তাঁর নামে বরাদ্দ প্রদান করেন এবং শ্রমিকদের জন্য উপযুক্ত মান সম্পন্ন বিবেচনায় তর্কিত বাসার ভাড়া শ্রমিকদের জন্য প্রযোজ্য হারে মাস প্রতি ৯০ টাকা নির্ধারণ করেন। এ কারণে বাণিজ্যিক অডিট কর্তৃপক্ষের আপত্তির ভিত্তিতে দরখাস্তকারীর নিকট থেকে তর্কিত বাসাটির ভাড়া কর্মচারী/কর্মকর্তাদের জন্য প্রযোজ্য হারে কর্তৃপক্ষের ২৪-৪-২০০১ তারিখের সূত্র শ্রম/৪৫৭/২০০১ নং পত্র দ্বারা কর্তনের আদেশ বিধি সম্মত নয়। উক্ত বাসা প্রসংগে দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলীর উপস্থাপিত যুক্তির মোদ্দা কথা হচ্ছে যে, যে বাসা বাড়ী ভাড়া নিয়ে ভাড়া নিরূপণের তর্ক উত্থাপিত হয়েছে উক্ত " বাড়ী বসবাসের উপযুক্ত কিনা" মর্মে যথোপযুক্ত মতামত দিতে পারেনএমন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিধি মোতাবেক পরীক্ষা করে তর্কিত বাসা বাড়ীখানি বসবাসের অনপযুক্ত (comdemn) মর্মে মতামত প্রদান করা হয়। এ কারণে এ আদালত মনে করেন যে বাড়ী বসবাসের অনপযুক্ত সেই বাড়ীতে মানুষসহ কোন প্রাণীর বসবাস করা উচিৎ নয়। কারণ উহা ঝুঁকিপূর্ণ। সেই ঝুঁকিপূর্ণ বাড়ীতে শ্রমিক বা কর্মচারী যে-ই বসবাস করেন না কেন উহা বিধিসম্মত নয়। তারপরও ঐরূপ বসবাসের অনুপযুক্ত বাড়ীর ভাড়া নিয়ে এইরূপ বাড়াবাড়ি সমীচীন নয়। কাজেই দরখাস্তকারীর নিকট থেকে ইতমধ্যে যে হারে ভাড়া কাটা হয়েছে উহাই যথেষ্টের যথেষ্ট। এক্ষেত্রে পূর্ব নির্ধারিত হারে কর্তিত ভাড়া মাসিক ৯০ টাকার অধিক পরবর্তীতে পরিবর্তিত হারে অডিট আপত্তির

প্রেক্ষিতে ধার্যকৃত মাসিক ১,২৭৫ টাকা হারে ভাড়া টাকার বিবাদীর দাবী অযৌক্তিক, অমানবিক ও অবান্তর। বরং নিকট অতীতে দেশের রাজধানী ঢাকার পুরানো এলাকা শাখারী বাজারে বসবাসের অনুপযুক্ত ইমারত নিজে নিজেই ভেংগে পড়ে যে ১৫ জনের প্রানহানি ঘটেছে ঐরূপ দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য বিবাদী মিলসহ সকল মিলের এইরূপ বসবাসের অনপযুক্ত বাড়ীগুলি ভেংগে ফেলা অথবা বিশেষজ্ঞ দ্বারা প্রয়োজনীয় সংস্কার করিয়ে বসবাসের উপযুক্ত করে শীঘ্র গড়ে তোলা সমীচীন। এ বিষয়ে প্রতিপক্ষ মিলসহ অন্যান্য মিল কর্তৃপক্ষের যথাশীঘ্র ব্যবস্থা নেয়া সমীচীন বলে এ আদালত মনে করেন। অন্যথায় এরূপ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যর্থতার দায়-দায়িত্ব ভবিষ্যতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উপর বর্তাবে। উল্লেখ্য প্রত্যেক বিচারক তার বিচারাধীন এখতিয়ারের বিষয় ও এলাকার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অভিভাবক তুল্য বিধায় এ আদালত সংশ্লিষ্ট সকলকে উপরোল্লিখিত পরামর্শ দেয়া ন্যায়ানুগ মনে করেন।

উপর্যুক্ত আলোচনা, যুক্তিসমূহ, প্রদর্শিত কাগজপত্র পর্যালোচনা করে এ আদালত এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, দরখাস্তকারীর উপর ইস্যুকৃত এবং জারিকৃত ২৪-৪-২০০১ তারিখের সূত্র শ্রম/৪৫৭/২০০১ নং পত্র বিধি বহির্ভূত এবং বাতিলযোগ্য। দরখাস্তকারী তর্কিত বাসাটি বরাদ্দের তারিখ থেকে শ্রমিকদের জন্য প্রযোজ্য হারে বাসা ভাড়া প্রদানের অধিকারী এবং শ্রমিকদের জন্য প্রযোজ্য হারের অতিরিক্ত কর্তিত অর্থ ফেরৎযোগ্য।

১১। বিজ্ঞ সদস্যদের সাথে আলোচনা করা হয়েছে। অতএব, আদেশ হয় যে, অত্র মোকদ্দমাটি দু'তরফা সূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর করা গেল। প্রতিপক্ষের ইস্যুকৃত ২৪-৪-২০০১ তারিখের সূত্র শ্রম/৪৫৭/২০০১ নং পত্র বাতিল করতঃ উক্ত পত্রাদেশ অনুযায়ী শ্রমিকদের জন্য প্রযোজ্য বাসা ভাড়া হারের অতিরিক্ত কর্তিত অর্থ দরখাস্তকারীকে ফেরৎ প্রদানের জন্য প্রতিপক্ষকে নির্দেশ দেয়া গেল। রায় প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে রায় কার্যকর করতে প্রতিপক্ষকে নির্দেশ দেয়া গেল। আলো উল্লেখ থাকে যে, এ রায়ের গর্ভে ১৩নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত আলোচনার আলোকে বিবাদী মিল কর্তৃপক্ষ যথাশীঘ্র প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে এবং এ রায়ের একটি করে অনুলিপি (১) সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা, (২) সচিব, পাট মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা, এবং (৩) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ জুট মিলস্ কর্পোরেশন, আদমজী কোর্ট, মতিঝিল, ঢাকাকে উল্লিখিত অংশ মার্কার দ্বারা বিশেষভাবে চিহ্নিত (হাইলাইট) করে শীঘ্র প্রেরণ করা হোক।

আমার কথা মত লেখা।

চৌধুরী মুনীর উদ্দীন মাহফুজ
(জেলা ও দায়রা জজ)
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, খুলনা।

চৌধুরী মুনীর উদ্দীন মাহফুজ
(জেলা ও দায়রা জজ)
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, খুলনা।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়

শ্রম আদালত, খুলনা।

মোকদ্দমা নং সি-৩৮/২০০১

উপস্থিত ঃ জনাব চৌধুরী মুনীর উদ্দীন মাহফুজ,
(জেলা ও দায়রা জজ)
চেয়ারম্যান, শ্রম আদালত, খুলনা।

সদস্য ঃ ১। জনাব ভূইয়া ওলিউর রহমান।
২। জনাব হাফিজুর রহমান।

১। মোঃ নান্ট্রু শিকদার,
পিতা আঃ সালাম শিকদার,
সাকিন বাড়ৈখালি, পোঃ কালি বাড়ীর হাট, থানা ইন্দুরকানি,
জেলা পিরোজুর.....দরখাস্তকারী।

বনাম

১। প্লাটিনাম জুবিলী জুট মিলস্ লিঃ,
পক্ষে মাহব্যবস্থাপক,
সাকিন+পোঃ শহর খালিশপুর,
জেলা খুলনা.....প্রতিপক্ষগণ।

১। দরখাস্তকারী পক্ষের নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবীর নাম ঃ জনাব এস, এ, মহসীন।

২। প্রতিপক্ষের নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবীর নাম ঃ জনাব মোঃ মোফাক্কার হোসেন।

শুনানীর তারিখ ২৪-৫-২০০৪ খ্রিঃ। / ১০-২-১৪১১ বংগাব্দ।

রায়ের তারিখ ৮-৬-২০০৪ খ্রিঃ। / ২৫-২-১৪১১ বংগাব্দ।

রায়

১। ইহা ১৯৬৫ সালের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(১)(খ) ধারাসহ ১৯৬৯ সালের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারা মতে একটি দরখাস্ত।

দরখাস্তের বক্তব্য অনুযায়ী তাঁর নিবেদন হলো যে, তিনি প্রতিপক্ষ মিলের তাঁত বিভাগে বদলী শ্রমিক হিসাবে নিয়োগ প্রাপ্ত হয়ে কাজ করতে থাকেন। প্রতিপক্ষ তাঁর কাজে সন্তুষ্ট হয়ে দরখাস্তকারীকে বড় তাঁতী পদে স্থায়ী নিয়োগ দান করেন। তিনি ইংরেজী ২৬-৫-২০০১ তারিখ হতে ৩০-৫-২০০১ তারিখ পর্যন্ত ছুটি নিয়ে পিরোজপুর জেলায় অবস্থিত গ্রামের বাড়ীতে যান এবং ছুটি শেষ হওয়ার আগে জন্ডিসে আক্রান্ত হন। ২-৬-২০০১ তারিখে দরখাস্তকারী পিরোজপুর শহরে ডাঃ এস, এ, সালাম সাহেবের চিকিৎসাধীন হলে তিনি ব্যবস্থা পত্রসহ ১ (এক) মাসের বিশ্রাম গ্রহণের পরামর্শসহ সনদপত্র প্রদান করেন। ৩-৬-২০০১ তারিখে দরখাস্তকারী ডাক্তারী সনদ পত্রসহ ১ (এক) মাসের ছুটির দরখাস্ত রেজিস্ট্রি ডাকযোগে প্রতিপক্ষের লেবার অফিসার বরাবরে প্রেরণ করেন। দরখাস্তকারী তাঁর এক আত্মীয়ের মারফত চাকুরীচ্যুতির খবর পেয়ে ১৩-৬-২০০১ তারিখে মিলে হাজির হয়ে ১৩-৬-২০০১ তারিখে ইস্যুকৃত চাকুরীর লস-অব-লিয়নের চিঠি গ্রহণ করেন। দরখাস্তকারীর বক্তব্য হলো ২০০১ সালের জুন মাসের ১, ২ ও ৫ তারিখ সরকারী ছুটি থাকায় তাঁর ১০ (দশ) দিন কর্মে অনুপস্থিতি ঘটে নাই বিধায় প্রতিপক্ষ তাঁর চাকুরীর লস-অব-নিয়েন ঘটাতে পারেন না। প্রকৃত ঘটনা হলো এ ঘটনার কিছু দিন পূর্বে মিলে অনুষ্ঠিত সি,বি,এ নির্বাচনে তিনি পরাজিত প্রতিদ্বন্দ্বীদের পক্ষে কাজ করার প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে বিজয় সি,বি,এ কর্মকর্তাগণ প্রতিপক্ষ মিলের কর্মকর্তাদের বাধ্যগত করে দরখাস্তকারীর চাকুরীর লস-অব-লিয়েন এর ব্যবস্থা করেন। দরখাস্তকারী চাকুরী ফেরৎ পাওয়ার আশায় একজন সি,বি,এ কর্মকর্তার স্মরণাপন্ন হলে তিনি একখানি সাদা কাগজে দরখাস্তকারীর স্বাক্ষর নিয়ে মিল কর্তৃপক্ষের নিকট একটি দরখাস্ত দাখিল করেন। চাকুরী ফেরৎ না পেয়ে তিনি ২৬-৬-২০০১ তারিখ রেজিস্ট্রি ডাকযোগে প্রতিপক্ষের নিকট একটি গ্রিভেন্স পিটিশন প্রেরণ করেন। প্রতিপক্ষ গ্রিভেন্স নিরসন না করায় ৯-৮-২০০১ তারিখে এ মামলা দায়ের করে লস-অব-লিয়েনের আদেশ অবৈধ সাব্যস্তে পূর্ণ বকেয়া বেতন-ভাতাসহ চাকুরীতে পুনর্বহালের জন্য প্রতিপক্ষকে আদেশ দানের প্রার্থনা করেছেন।

অপরদিকে প্রতিপক্ষ আদালতে হাজির হয়ে এ মামলায় একটি লিখিত জবাব দাখিল করে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করেছেন। প্রতিপক্ষ লিখিত জবাবে দরখাস্তকারীর আরজির সমুদয় অভিযোগ অস্বীকার করেন। জবাবের বক্তব্য অনুযায়ী সংক্ষেপে প্রতিপক্ষের নিবেদন হলো যে, প্রতিপক্ষ মিলটি একটি রাষ্ট্রায়াত্ব শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং বি, জে, এম, সি'র মাধ্যমে ইহার কর্মকান্ড পরিচালিত হয়। সেকারণে বি, জে, এম, সি'র পক্ষে চেয়ারম্যানকে পক্ষভুক্ত না করে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা দায়ের করতে পারেন না। দরখাস্তকারী যদি এ মোকদ্দমায় রায় পান উক্ত রায় স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কার্যকর করতে পারবে না। প্রচলিত ও বিদ্যমান আইন অনুযায়ী এ মোকদ্দমা এ আদালতের আঞ্চলিক এখতিয়ার বহির্ভূত।

দরখাস্তকারীর ইংরেজী ২৬-০৫-২০০১ হতে ৩০-০৫-২০০১ তারিখ পর্যন্ত ছুটি মঞ্জুর হলে নিয়মতান্ত্রিকভাবে ৩১-০৫-২০০১ তারিখ কাজে যোগদানের কথা। কিন্তু তিনি কাজেও যোগদান করেন নাই বা কথিত ডাক্তারী সনদপত্রসহ ছুটির আবেদন পত্রও প্রেরণ করেন নাই। ফলে দরখাস্তকারী ইংরেজী ৩১-০৫-২০০১ তারিখ হতে কাজে অনুপস্থিত হয়ে আসছেন। অনুমোদিত ছুটি শেষে ১০ (দশ) দিনের অধিক অনুপস্থিতির জন্য ১৯৬৫ সালের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ৫(৩) ধারা মতে চাকুরীর পূর্ব স্বত্ব হারাইয়াছেন এবং ১০-০৬-২০০১ তারিখের এল, বি/৮১/২০০১/২৭৬২ নং পত্র দ্বারা চাকুরীর লস-অব-লিয়েনের আদেশ প্রদান করা হয়েছে যা সঠিক। দরখাস্তকারী চাকুরী জীবনের শুরু হতেই অনিয়মিত ছিলেন।

১৮-৯-৯৯ তারিখে চাকুরীতে স্থায়ীভাবে নিয়োগের পর হতে এ ঘটনার পূর্ব পর্যন্ত কর্মস্থলে অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিত থাকার কারণে মোট ৫(পাঁচ) বার সতর্ক পত্র প্রদান করা সত্ত্বেও তিনি সতর্ক হননি। যার কারণে বর্তমান ঘটনায় বাধ্য হয়ে ১০-০৬-২০০১ তারিখে চাকুরীর লস-অব-লিয়েনের আদেশ প্রদান করা হয়েছে। তার সহিত প্রতিপক্ষের কোন শত্রুতা ছিলনা। তিনি কখনও কোন ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকান্ডে জড়িত ছিলেন না। কিছুদিন পূর্বে প্রতিপক্ষ মিলের সি, বি, এ ট্রেড ইউনিয়ন নির্বাচনে পরাজিত গ্রুপের চাপে প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীর চাকুরীর লস-অব-লিয়েনের আদেশ প্রদানে বাধ্য হয়েছেন মর্মে দরখাস্তকারীর বক্তব্য সঠিক নয়। আসলে তার চাকুরীর অতীত রেকর্ড পরিচ্ছন্ন নয়। তিনি ১৯৬৫ সালের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(১)(ক) ধারার বিধান মোতাবেক মেয়াদের মধ্যে কোন গ্রিভেন্স প্রেরণ করেন নাই। দরখাস্তকারীর মোকদ্দমা মিথ্যা, ভিত্তিহীন, ষড়যন্ত্রমূলক ও হয়রানিমূলক দাবী করে খরচসহ খারিজের প্রার্থনা করা হয়েছে।

বিচার্য বিষয়সমূহ ঃ

(১) দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষ মিলের শ্রমিক কিনা।

(২) দরখাস্তকারীর মোকদ্দমা অত্র আদালতে সচল কিনা।

(৩) দরখাস্তকারীর মোকদ্দমা তামাদি বারিত কিনা।

(৪) দরখাস্তকারীর চাকুরীর লস-অব-লিয়েনের আদেশ বৈধ কিনা।

(৫) দরখাস্তকারী প্রার্থিত প্রতিকার পেতে হকদার কিনা।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

এ মোকদ্দমায় কোন পক্ষই কোন মৌখিত সাক্ষ্য প্রদান করেননি। উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবিগণ একে অপরের দাখিলী কাগজপত্র স্বীকৃত মতে প্রদর্শিত হিসাবে গণ্য করে বিচার নিষ্পত্তিতে একমত পোষণ করেন এবং উভয় পক্ষ কেবলমাত্র নিজ নিজ মোকদ্দমার সমর্থনে আদালতের সামনে আইনী যুক্তি প্রদর্শন করেন। উভয় পক্ষ আদালতে ফিরিস্তিসহ কাগজপত্র দাখিল করেন যাহা নিম্নরূপ ঃ—

দরখাস্তকারীর দাখিলী কাগজপত্রের বিবরণ ঃ

১। প্রতিপক্ষ বরাবর দরখাস্তকারীর প্রেরিত ২-৬-২০০১ তারিখের ছুটির দরখাস্ত।

২। পোস্টাল রশিদ।

৩। ডাক্তারী সদনপত্রের ফটোস্ট্যাট কপি।

৪। লস-অব-লিয়েন আদেশপত্র, তারিখ ইংরেজী ১০-৬-২০০১।

৫। ইংরেজী ২৬-০৬-২০০১ তারিখে প্রতিপক্ষের বরাবর দরখাস্তকারীর প্রেরিত গ্রিভেন্স পিটিশন।

৬। পোস্টাল রশিদ।

প্রতিপক্ষের দাখিলী কাগজ পত্রের বিবরণ ঃ

(ক) দরখাস্তকারীর স্থায়ী নিয়োগ পত্র তারিখ ১৮-৯-৯৯ ইংরেজী।

(খ) দরখাস্তকারীকে দেয় রেজিষ্ট্রি চিঠি।

(গ) দরখাস্তকারীর ছুটির দরখাস্ত।

(ঘ) ১০-০৬-২০০১ তারিখের লস-অব-লিয়েনের আদেশ পত্র।

(ঙ) ১০-০৬-২০০১ তারিখের নোট শীট।

(চ) দরখাস্তকারীকে প্রদত্ত ১০-০২-২০০১ তারিখের সতর্ক পত্র।

(ছ) দরখাস্তকারীকে প্রদত্ত ১৫-১২-৯৯ তারিখের সতর্ক পত্র।

(জ) দরখাস্তকারীকে প্রদত্ত ইংরেজী ১৬-১১-৯৯ তারিখের চুরান্ত সর্তক পত্র।

(ঝ) দরখাস্তকারীকে প্রদত্ত ইংরেজী ১৯-১২-২০০০ তারিখের চূড়ান্ত সর্তক পত্র।

(ঞ) দরখাস্তকারীকে প্রদত্ত ইংরেজী ১৯-৯-২০০০ তারিখে চুরান্ত সর্তক পত্র।

(ট) দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে ইংরেজী ২০-১-২০০১ তারিখের কারণ দর্শানো বিজ্ঞপ্তি।

(ঠ) দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে ইংরেজী ১২-৭-২০০০ তারিখের কারণ দর্শানো বিজ্ঞপ্তি।

(ড) দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে ইংরেজী ১৪-৯-২০০০ তারিখের কারণ দর্শানো বিজ্ঞপ্তি।

(ঢ) দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে ইংরেজী ১৩-১১-২০০০ তারিখের কারণ দর্শানো বিজ্ঞপ্তি।

(ণ) দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে ইংরেজী ৯-১২-২০০০ তারিখের কারণ দর্শানো বিজ্ঞপ্তি।

(ত) দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে ইংরেজী ৯-১-২০০১ তারিখের কারণ দর্শানো বিজ্ঞপ্তি।

(থ) প্রতিপক্ষ মিলের আক্তার সাহেবের সম্মুখে হাজির হওয়া বা কাজে যোগদানের জন্য ইংরেজী ১৬-৭-২০০০ তারিখের তাগিদ পত্র।

(দ) দরখাস্তকারী কর্তৃক প্রদত্ত ইংরেজী ১৫-১২-৯৯ তারিখের অংগীকারনামা।

(ধ) দরখাস্তকারীর ২৩-৬-২০০১ তারিখের চাকুরীতে পুনর্বহালের আবেদনপত্র।

(ন) দরখাস্তকারীর প্রদত্ত ইংরেজী ১৮-১২-২০০০ তারিখের অংগীকারনামা।

১নং বিচার্য বিষয় ঃ দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষ মিলের শ্রমিক কিনা।

দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষ মিলে তাঁত বিভাগে মোট তাঁতী পদে স্থায়ীভাবে নিয়োগ প্রাপ্ত হন এবং 'খ' পালায় কর্মরত থাকেন। প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীর এ দাবী কোথাও অস্বীকার করেন নাই বরং সর্বত্র স্বীকার করেছেন। ফলে ১নং বিচার্য বিষয়টি দরখাস্তকারীর অনুকূলে নিস্পত্তি হল।

২নং বিচার্য বিষয় ঃ দরখাস্তকারীর মোকদ্দমা অত্র আদালতে সচল কিনা।

প্রতিপক্ষ কর্তৃক নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, প্রতিপক্ষ প্রতিষ্ঠান একটি রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান। ইহা বাংলাদেশ জুট মিলস্ কর্পোরেশনের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীন। কর্পোরেশনের অনুমোদন ব্যতীত আদালতের রায় কার্যকর করার ক্ষমতা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নাই। বি,জে,এম,সি-র চেয়ারম্যান এ মামলা আবশ্যকীয় পক্ষ এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানটি ঢাকায় অবস্থিত। ফলে এ মামলাটি অত্র আদালতের বিচার এখতিয়ার বহির্ভূত এবং ঢাকাস্থ দ্বিতীয় শ্রম আদালতে বিচার্য। পক্ষান্তরে দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী দাবী করেন যে, প্রতিপক্ষ প্লাটিনাম জুবিলী জুট মিল একটি লিমিটেড কোম্পানী। কোম্পানী আইন অনুযায়ী নিবন্ধনকৃত। ইহা একটি স্বতন্ত্র ইউনিট। প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীকে নিয়োগ দেন এবং চাকুরীচ্যুতির পূর্ব পর্যন্ত দরখাস্তকারী একই প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ছিলেন। প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীর নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ। বাংলাদেশ জুট মিলস্ কর্পোরেশন আবশ্যকীয় পক্ষ নয়। প্লাটিনাম জুবিলী জুট মিলস্ লিঃ অত্র আদালতের স্থানীয় সীমার মধ্যে অবস্থিত বিধায় মামলাটি অত্র আদালতে বিচার্য।

দাখিলী কাগজপত্র পর্যালোচনায় দেখা যে, দরখাস্তকারীর চাকুরী সংক্রান্ত প্রতিপক্ষের দাখিলী প্রদঃ ক, ঘ হতে থ পর্যন্ত সকল কাগজপত্র প্লাটিনাম জুবিলী জুট মিলস্ লিঃ-এর কর্মকর্তাগণের স্বাক্ষরিত, কোন কাগজেই বি,জে,এম,সি-র অনুমোদিত বা স্বাক্ষর বা বি,জে,এম,সি-র কোন অস্তিত্ব নাই। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, দরখাস্তকারীর চাকুরী প্রতিপক্ষ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ঃ বি,জে,এম,সি অত্র মামলায় কোন আবশ্যকীয় পক্ষ নহে বিধায় বিচার্য বিষয় নং ২ দরখাস্তকারীর অনুকূলে নিষ্পত্তি করা হলো।

বিচার্য বিষয় নং ৩ ঃ দরখাস্তকারীর মোকদ্দমা তামাদি বারিত কিনা।

প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী দাবী করেন যে, দরখাস্তকারীকে চাকুরীচ্যুতির পর ১৯৬৫ সালের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(১)(ক) ধারার বিধান প্রতিপালন না করে দরখাস্তকারী উক্ত আইনের ২৫(১)(খ) ধারার বিধানমতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মামলা দায়ের করায় এ মামলা তামাদি বারিত। পক্ষান্তরে দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষ কর্তৃক ১০-৬-২০০১ তারিখে ইস্যুকৃত লস-অব-লিয়েন পত্র ১৩-৬-২০০১ তারিখে মিলে হাজির হয়ে গ্রহণ করেন এবং ২৬-৬-২০০১ তারিখে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে প্রতিপক্ষ বরাবরে গ্রিভেন্স পিটিশন প্রেরণ করেন। উক্ত গ্রিভেন্স নিরসন না করায় ৯-৮-২০০১ তারিখে এ মোকদ্দমা দাখিল করেন। ১৯৬৫ সালের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের বিধানমতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গ্রিভেন্স পিটিশন প্রেরণ ও মোকদ্দমা দায়ের করা হয়েছে বিধায় এ মোকদ্দমা তামাদি বারিত নহে।

কাগজপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, দরখাস্তকারী তার বক্তব্যের সমর্থনে গ্রিভেন্সের কপি প্রদঃ ৫ ও উক্ত গ্রিভেন্স পিটিশন প্রতিপক্ষ বরাবর রেজিস্ট্রি ডাকযোগে প্রেরণের পোস্টাল রশিদ প্রদঃ ৬ আদালতে দাখিল করেছেন। দরখাস্তকারীর প্রেরিত গ্রিভেন্স পিটিশন প্রাপ্তি সম্পর্কে প্রতিপক্ষ অস্বীকার করলেও পোস্টাল রেজিস্ট্রি রশিদ একটি পাবলিক ডকুমেন্ট, ইহা অস্বীকার করার কোন যুক্তি নাই। অতএব, ৩নং বিচার্য বিষয়টি দরখাস্তকারীর অনুকূলে নিষ্পত্তি করা হলো।

বিচার্য বিষয় নং ৪ ঃ দরখাস্তখারীর চাকুরীর লস-অব-লিয়েনের আদেশ বৈধ কিনা।

এবং

বিচার্য বিষয় নং ৫ ঃ দরখাস্তকারী প্রার্থিত প্রতিকার পেতে হকদার কিনা।

আলোচনার সুবিধার্থে ও পুনরাবৃত্তি এড়ানোর মধ্যে ৪ ও ৫ নং বিচার্য বিষয় দু'টি একত্রে গ্রহণ করা হলো।

যুক্তিতর্ক শুনানীকালে প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, দরখাস্তকারী ইংরেজী ২৬-৫-২০০১ তারিখ হতে ৩০-৫-২০০১ তারিখ পর্যন্ত ছুটি গ্রহণ করেন এবং ৩১-৫-২০০১ তারিখে তার কাজে যোগদান করার কথা। কিন্তু তিনি উক্ত তারিখে কাজে যোগদানও করেন নাই বা ছুটির আবেদনও করেন নাই। ফলে ৩১-৫-২০০১ তারিখ হতে ১০-৬-২০০১ তারিখ পর্যন্ত ১০ (দশ) দিনের বেশী অননুমোদিতভাবে কাজে অনুপস্থিত থাকায় ১৯৬৫ সালের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ৫(৩) ধারার বিধান মোতাবেক তিনি চাকুরীর স্বত্ব হারিয়েছেন। এ কারণে প্রতিপক্ষ বিধি মোতাবেক ইংরেজী ১০-৬-২০০১ তারিখে এল,বি/৮১/২০০১/২৭৬২ নম্বর পত্র দরখাস্তকারীর চাকুরী লস-অব-লিয়েনের আদেশ প্রদান করেন। বিজ্ঞ কৌশলী আরও বলেন যে, তিনি ইতোপূর্বে বহুবার অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকেন। এ কারণে তাঁকে একাধিকবার সতর্ক পত্র, চূড়ান্ত সতর্ক পত্র প্রদান করা হয়। তথাপিও তিনি কর্মে মনোযোগী হন নাই। অননুমোদিতভাবে কর্মে অনুপস্থিত থাকা দরখাস্তকারীর অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল যা ১৯৬৫ সালের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ১৭(২) ধারা মোতাবেক অসদাচারণের শামিল।

পক্ষান্তরে দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী বলেন যে, দরখাস্তকারী ২৬-৫-২০০১ তারিখ হতে ৩০-৫-২০০১ তারিখ পর্যন্ত অনুমোদিত ছুটিতে পিরোজপুরে গ্রামের বাড়ীতে যান এবং ছুটি শেষ না হতেই অসুস্থ হয়ে পড়ায় দিনাজপুর শহরে ডাঃ এস, এ, সালাম সাহেবের চিকিৎসাধীন হন। দরখাস্তকারী জন্ডিসে আক্রান্ত হয়েছেন মর্মে ব্যবস্থাপত্র, ১ (এক) মাসের জন্য বিশ্রাম গ্রহণের পরামর্শসহ সনদপত্র প্রদান করেন। দরখাস্তকারী তাঁর অসুস্থতার বিষয় বর্ণনা করে ডাক্তারী সনদপত্রসহ এক মাসের ছুটির আবেদনপত্র ৩-৬-২০০১ তারিখে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে প্রতিপক্ষের লেবার অফিসার বরাবর প্রেরণ করেন। ইতোমধ্যে দরখাস্তকারী তাঁর এক আত্মীয় মারফত চাকুরীচ্যুতির সংবাদ অবগত হয়ে মিলে হাজির হন এবং ১৩-৬-২০০১ তারিখে লস-অব-লিয়েনের আদেশপত্র গ্রহণ করেন। বিজ্ঞআইনজীবী দাবী করেন যে, অসুস্থতার বিষয়ে দরখাস্তকারীর কোন হাত ছিল না। তিনি ৩০-৫-২০০১ তারিখ পর্যন্ত অনুমোদিত ছুটিতে ছিলেন এবং ৩-৬-২০০১ তারিখে ডাক্তারী সনদপত্রসহ রেজিস্ট্রি ডাকযোগে ছুটির দরখাস্ত প্রেরণ করেছেন। অতএব তিনি চাকুরীর পূর্ব স্বত্ব হারাননি। তিনি আরও দাবী করেন যে, প্রতিপক্ষের উত্থাপিত অভ্যাসগত অনুপস্থিতির অভিযোগ সত্য নয়। এক্ষেত্রে প্রতিপক্ষ ১৯৬৫ সালের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ১৭ ধারায় অভিযোগ আমলে নিয়ে ১৮ ধারার বিধান মোতাবেক কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারতেন, তাতে দরখাস্তকারী আত্মপক্ষ সমর্থনের পূর্ণ সুযোগ পেতেন। তা না করে দরখাস্তকারীকে প্রতিপক্ষ সরাসরি চাকুরী থেকে লস-অব-লিয়েন করেছেন বিধায় উক্ত লস-অব-লিয়েন আদেশ অবৈধ ও রদ ও রহিতযোগ্য দাবী করে দরখাস্তকারীকে বকেয়া বেতন ভাতাসহ চাকুরীতে পুনর্বহালের আদেশ দানের প্রার্থনা করেন।

উভয়পক্ষের উত্থাপিত যুক্তি ও দাখিলী কাগজপত্র পর্যালোচনা করা হলো। দরখাস্তকারী ৩১-৫-২০০১ তারিখে অনুমোদিত ছুটি শেষ হওয়ার পর ৩-৬-২০০১ তারিখে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে যে ছুটির দরখাস্ত প্রেরণ করেছেন তার সমর্থনে উক্ত দরখাস্তের কপি, পোস্টাল রশিদ ও ডাক্তারী সনদপত্রের ফটোকপি আদালতে দাখিল করেছেন যা প্রদর্শনী ১, ২ ও ৩ চিহ্নিত হয়েছে। প্রদর্শনী-২ (পোস্টাল রশিদ) একটি পাবলিক ডকুমেন্ট যার বিপক্ষে প্রতিপক্ষ কোন সাক্ষ্য উপস্থাপন করতে পারেননি এবং উভয়পক্ষের দাখিলী কাগজাদি পারস্পরিক সম্মতিতে প্রদর্শিত হয়। প্রতিপক্ষ উল্লিখিত

কাগজাদি অস্বীকার করেননি। স্বীকৃত মতে দরখাস্তকারী ৩০-৫-২০০১ তারিখ পর্যন্ত অনুমোদিত ছুটিতে ছিলেন এবং ৩-৬-২০০১ তারিখে ডাক্তারী সনদ পত্রসহ ছুটির দরখাস্ত প্রেরণ করেছেন। অপরদিকে প্রতিপক্ষের উথাপিত অভ্যাসগত অনুপস্থিতির অভিযোগের সপক্ষে দাখিলী কাগজাদি দরখাস্তকারী পক্ষ অস্বীকার করেন নাই। প্রতিপক্ষ কর্তৃক দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে গৃহীত শৃংখলামূলক কার্যক্রম অভ্যাসগত অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইনগত প্রক্রিয়া বহির্ভূত। তথাপিও অভ্যাসগত অনুপস্থিতির পক্ষে প্রতিপক্ষ কর্তৃক দাখিলী সতর্ক পত্র বা অন্যান্য কাগজপত্র দরখাস্তকারীর অনিয়মিত উপস্থিতি প্রমাণ বহন করে যা প্রতিষ্ঠানের সার্বিক শৃংখলা বা সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য ক্ষতিকর। এ কারণে তার অভ্যাসগত অনুপস্থিতি আমলযোগ্য এবং উল্লিখিত অভ্যাসগত অনুপস্থিতি থেকে সংশোধনের জন্য তার প্রতিবিধান করা সমীচীন।

উপর্যুক্ত আলোচনা ও দালিলিক সাক্ষ্য প্রমাণাদি বিচার বিবেচনা করে আদালত এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, দরখাস্তকারীকে প্রতিপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত লস-অব-লিয়েনের আদেশ আইনগত কর্তৃত্ব বহির্ভূত এবং উহা রদ ও রহিতযোগ্য। তবে দরখাস্তকারীর চাকুরীর রেকর্ড সন্তোষজনক বলে আদালতের নিকট বিবেচিত না হওয়ায় তাকে সংশোধনের জন্য তার লস-অব-লিয়েনের তারিখ থেকে চাকুরীতে অনুপস্থিতকালের বকেয়া বেতন ভাতা প্রদান করা সমীচীন নহে। এভাবে বিচার্য বিষয় নং ৪ ও ৫ আংশিকভাবে দরখাস্তকারীর পক্ষে নিষ্পত্তি করা হলো।

বিজ্ঞ সদস্যদের সাথে পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

এ মোকদ্দমা দু'তরফা সূত্রে খরচের আদেশ ব্যতিরেকে দরখাস্তকারীর প্রার্থিত প্রতিকার আংশিক মঞ্জুর করা হলো। দরখাস্তকারীর ৩১-৫-২০০১ তারিখ হতে যোগদানের তারিখ পর্যন্ত অনুপস্থিতকাল বিনা বেতনে ছুটি গণ্যে প্রতিপক্ষ কর্তৃক দরখাস্তকারীকে প্রদত্ত ১০-৬-২০০১ ইংরেজী তারিখের এল,বি/৮১/২০০১/২৭৬২ নং লস-অব-লিয়েন এর আদেশ বাতিল করা হলো। তবে চাকুরীর ধারাবাহিকতা বজায় রেখে বাদীর বকেয়া বেতন ও ভাতাদি ব্যতিরেকে দরখাস্তকারীকে চাকুরীতে পুনর্বহালের জন্য প্রতিপক্ষকে নির্দেশ দেয়া গেল। এ আদেশের তারিখ হতে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে এ রায় কার্যকর করার জন্য প্রতিপক্ষকে নির্দেশ দেয়া গেল।

আমার বলামতে লেখা।

চৌধুরী মুনীর উদ্দীন মাহফুজ
(জেলা ও দায়রা জজ)
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, খুলনা।

চৌধুরী মুনীর উদ্দীন মাহফুজ
(জেলা ও দায়রা জজ)
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, খুলনা।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, শ্রম আদালত, খুলনা।

মামলা নং আই, আর, ও-১৭/২০০২

উপস্থিত ঃ জনাব চৌধুরী মুনীর উদ্দীন মাহফুজ,
(জেলা ও দায়রা জজ)
চেয়ারম্যান, শ্রম আদালত, খুলনা।

সদস্য ঃ ১। জনাব মোঃ রবিউল ইসলাম।
২। জনাব লোকমান হাকিম।

১। সভাপতি,
কুষ্টিয়া জেলা ট্রাক ও ট্যাংকলরী সড়ক পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়ন,
রেজিঃ নং ১১১৮, খুলনা।

২। সাধারণ সম্পাদক,
কুষ্টিয়া জেলা ট্রাক ও ট্যাংকলরী সড়ক পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়ন,
রেজিঃ নং ১১১৮, খুলনা.....দরখাস্তকারী।

বনাম

১। সভাপতি, কুষ্টিয়া জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়ন,
রেজিঃ নং ৭২, খুলনা এবং আরো ৯ জন.....প্রতিপক্ষ।

২। যুগ্ম-শ্রম পরিচালক, খুলনা বিভাগ, বয়রা, খুলনা.....মোকাবেলা প্রতিপক্ষ।

১। দরখাস্তকারী পক্ষের নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবীর নাম ঃ জনাব সুব্রত চক্রবর্তী।

২। প্রতিপক্ষের নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবীর নাম ঃ জনাব আ, ফ, ম, মহসীন।

শুনানীর তারিখ ঃ ২৩-৫-২০০৪ খ্রিঃ / ৯-২-১৪১১ বংগাব্দ

রায়ের তারিখ ঃ ৩১-৫-২০০৪ খ্রিঃ / ১৭-২-১৪১১ বংগাব্দ।

রায়

ইহা ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারা মতে একটি মামলা।

দরখাস্তকারীগণের দরখাস্তের বক্তব্য অনুসারে সংক্ষেপে নিবেদন করেন যে, ১৯৯৩ সনের গেজেট প্রজ্ঞাপনের ২২নং শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের সংশোধিত আইনসহ শিল্প সম্পর্কিত অধ্যাদেশের ৩৪ ধারা মতে প্রতিপক্ষগণ দরখাস্তকারীগণের ট্রাক ও ট্যাংকলরী শিল্পে কোনরূপ প্রতিনিধিত্বমূলক কর্মকান্ড সম্পাদনে এখতিয়ারসম্পন্ন নহে বরং তা বেআইনী মর্মে আদেশ দানের প্রার্থনা করে এ মোকদ্দমা দায়ের করা হয়েছে।

দরখাস্তকারী পক্ষ ট্যাংকলরী ও ট্রাকে কর্মরত শ্রমিকদের জন্য প্রতিনিধিত্বকারী একটি ট্রেড ইউনিয়ন। এ ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশনের পূর্বে সকল শ্রেণীর যানবাহনে কর্মরত শ্রমিকগণকে একটি শিল্পে কর্মরত গণ্যে রেজিস্ট্রেশন দেয়া হয়। কিন্তু ১৯৯৩ সনে সরকার ইহাতে নানা রকম অসুবিধার বিষয় বিবেচনা করে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ২২নং বিধি মতে সমগ্র পরিবহন শিল্পকে চারটি পৃথক সেক্টরে ভাগ করে পৃথক শিল্পের মর্যাদা প্রদান করেন এবং এর নাম দেয়া হয় "বাস ও মিনিবাস", "ট্রাক ও ট্যাংকলরী", "ট্যাক্সি-বেবীট্যাক্সি এবং টেম্পু"। উক্ত ঘোষণা গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে। পক্ষান্তরে প্রতিপক্ষগণের কুষ্টিয়া জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজিঃ নং ৭২ খুলনা সমগ্র যানবাহন শিল্প একটি শিল্প হিসেবে থাকাকালীন সকল যানবাহনের শ্রমিক সমন্বয়ে তাদের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন হিসেবে বহু পূর্বে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত হয়। যে কারণে উক্ত সংগঠনের গঠনতন্ত্রের ৯নং ধারায় অন্যান্য যানবাহনের সাথে "ট্রাক" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হয়। কিন্তু ১৯৯৩ সনের শিল্প সম্পর্কিত অধ্যাদেশের সংশোধনী জারী হবার পর ট্রাক ও ট্যাংকলরীকে পৃথক শিল্পের মর্যাদা দিয়ে তাতে নিয়োজিত শ্রমিকদের জন্য প্রতিনিধিত্বমূলক সংগঠন হিসেবে দরখাস্তকারীগণের ইউনিয়নকে রেজিস্ট্রেশন দেয়ায় প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের গঠনতন্ত্রের ৯নং ধারায় প্রতিস্থাপিত 'ট্রাক' শব্দটি বিলুপ্ত হবে এবং ট্রাক শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের যাবতীয় প্রতিনিধিত্বমূলক কর্মকান্ডের দায়িত্ব দরখাস্তকারীগণের ১১১৮ নং ট্রেড ইউনিয়নের উপর আইনানুগভাবে অর্পিত হয়। সে অনুসারে প্রতিপক্ষগণ দ্বারা সৃষ্ট নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও দায়িত্ব পালন করে আসছে। কিন্তু দরখাস্তকারীগণের ১১১৮ নং সংগঠন নিবন্ধন লাভের পর হতেই প্রতিপক্ষ ৭২ নং ইউনিয়ন তাদের গঠনতন্ত্রের ৯নং ধারায় 'ট্রাক' শব্দটি পূর্ব হতেই প্রতিস্থাপিত থাকার সুযোগে ১১১৮ নং সংগঠনের প্রতিনিধিত্বমূলক যাবতীয় কর্মকান্ডে অন্যায়ভাবে ও গায়ের জোরে হস্তক্ষেপ শুরু করে যে কারণে দরখাস্তকারীগণের সাংগঠনিক কর্মকান্ড বিঘ্নিত হওয়ায় এবং সদস্যদের আইনানুগ অধিকার খর্ব হওয়ায় এর বিরুদ্ধে রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন তথা যুগ্ম শ্রম পরিচালকের নিকট প্রতিকার প্রার্থনা করে দরখাস্ত করলে যুগ্ম শ্রম পরিচালক প্রতিপক্ষ কুষ্টিয়া জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়নকে তাদের গঠনতন্ত্র সংশোধন করে 'ট্রাক' শব্দটি বাদ দেওয়ার নির্দেশ দেন। কিন্তু প্রতিপক্ষগণ তা করে নাই। যুগ্ম শ্রম পরিচালকের নির্দেশে উপ-শ্রম পরিচালক সরেজমিনে তদন্ত করেন এবং প্রতিপক্ষগণের অন্যায় ও বেআইনী কর্মকান্ড প্রকাশিত হয়। এ কারণে প্রতিপক্ষ কুষ্টিয়া জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়নকে তাদের গঠনতন্ত্র হতে ট্রাক শব্দটি বাদ দেয়ার জন্য ৭ (সাত) দিনের সময় দেন। কিন্তু তারা গঠনতন্ত্র সংশোধন করেন নাই। কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারকে জানিয়েও কোন প্রতিকার পাওয়া যায়নি। প্রতিপক্ষ কুষ্টিয়া জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়ন গায়ের জোরে অন্যায়ভাবে ট্রাক বন্দোবস্ত কর্মকান্ড অব্যাহত রাখে এবং চাঁদা আদায় করতে থাকে এবং উক্ত অন্যায় ও বেআইনী কর্মকান্ড চালিয়ে যাবেন মর্মে প্রকাশ করতে থাকেন। যে কারণে প্রতিপক্ষগণের বিরুদ্ধে এরূপ মামলা করার কারণ উদ্ভব হয়েছে যা এ আদালতের বিচার এখতিয়ারাধীন। প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের গঠনতন্ত্র থেকে "ট্রাক ও ট্যাংকলরী" শব্দটি

বাদ যাবে এবং দরখাস্তকারীগণের সাংগঠনিক কর্মকান্ডে তাদের হস্তক্ষেপ করারও কোন অধিকার নাই বিধায় দরখাস্তকারীগণ এ মোকদ্দমা করে ১—১০ নং প্রতিপক্ষগণ যাতে অন্যায়, বেআইনীভাবে দরখাস্তকারীগণের সাংগঠনিক কর্মকান্ডে হস্তক্ষেপ করতে বা ট্রাক বন্দোবস্ত প্রদানকারী কর্মকান্ড পরিচালনা করতে ও জেলা ট্রাক শ্রমিকদের নিকট হতে চাঁদা আদায় করতে না পারে সে মর্মে প্রতিপক্ষগণকে আদেশ দিয়ে দরখাস্তকারীগণের গ্রান্টেড রাইটস্ বলবৎ করার এবং প্রতিপক্ষগণের ইউনিয়নের গঠনতন্ত্র হতে "ট্রাক" শব্দটি বাদ দিয়ে গঠনতন্ত্র সংশোধন করার নির্দেশ দানের প্রার্থনা করেছেন।

প্রতিপক্ষ আদালতে হাজির হয়ে ১—১০ নং প্রতিপক্ষগণের পক্ষে একখানা লিখিত জবাব দাখিল করেছেন এবং দরখাস্তকারীগণের যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করে মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। লিখিত জবাব এর বক্তব্য অনুযায়ী সংক্ষেপে তাদের নিবেদন হলো যে, প্রতিপক্ষগণ প্রচলিত আইন বিধান মতে ১৯৭০ সালে কুষ্টিয়া জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজিঃ নং ৭২ খুলনা ১১নং মোকাবেলা প্রতিপক্ষের দপ্তর হতে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত হয়ে প্রতি বছর নিয়মিতভাবে রিটার্ণ দাখিল করে সুনামের সাথে দায়-দায়িত্ব প্রতিপালন করে আসছেন। দরখাস্তকারীগণ ব্যক্তি স্বার্থ বশীভূত হয়ে অবৈধ কর্মকান্ডে লিপ্ত হবার উদ্দেশ্যে ও অধিকতর আর্থিক ও অন্যান্য সুবিধা লাভের অভিপ্রায়ে কিছু স্বার্থান্বেষী মহলের ছত্রছায়ায় ১১নং মোকাবিলা প্রতিপক্ষের কিছু কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সাথে যোগাযোগে বিধি বহির্ভূতভাবে কুষ্টিয়া জেলা ট্রাক ও ট্যাংকলরী সড়ক পরিবহন রেজিঃ নং ১১১৮ খুলনা এর রেজিস্ট্রেশন লাভ করে বিভিন্ন ট্রাক ও ট্যাংকলরী শ্রমিক ও সদস্যদের নিকট থেকে এবং মালিকদের নিকট থেকে অন্যায়ভাবে চাঁদা আদায়, দালালি ও সন্ত্রাসী কর্মকান্ড ও প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের শান্তিপূর্ণ কর্মকান্ডে বাধাদানসহ নানাবিধ অবৈধ কর্মকান্ড করছেন। প্রকৃতপক্ষে ১৯৯৩ সালের গেজেট প্রজ্ঞাপনের ২২নং শিল্প সংক্রান্ত অধ্যাদেশ মতে প্রতিপক্ষ কুষ্টিয়া জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজিঃ নং ৭২-খুলনা এর সংশোধনের কোন প্রয়োজন নাই, কেননা উক্ত আইন বলবৎ হবার পূর্বের রেজিস্ট্রেশন বাতিল বা সংশোধন সম্পর্কিত কোন নির্দেশ বা নীতিমালা বা কার্যকর কোন পদক্ষেপ সম্পর্কে কিছু বলা হয় নাই। সে কারণে প্রতিপক্ষের গঠনতন্ত্রের কোন সংশোধন প্রয়োজন হয় না। তদুপরি দরখাস্তকারীগণের চাপে ১১নং মোকাবেলা প্রতিপক্ষের গঠনতন্ত্র সংশোধনের পত্রের প্রেক্ষিতে চুয়াডাংগা জেলা বাস ট্রাক সড়ক পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়নের (রেজিঃ নং ৫৩৫)-এর প্রতি দেয় উক্ত ১৯৯৩ সালের শিল্প সম্পর্ক গেজেটের আলোকে সংশোধনী পত্রের বিরুদ্ধে মহামান্য হাইকোর্ট-এ দায়েরকৃত ৫২২৭/১৯৯৭ নং রীট পিটিশন দাখিল করেন এবং এ বিষয়ে ১১নং মোকাবেলা প্রতিপক্ষকে অবহিত করেন। এ অবস্থায় ১১নং প্রতিপক্ষ কোন উচ্চবাচ্য করেন নাই। যে কারণে প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন শান্তিপূর্ণভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করে আসছেন। প্রতিপক্ষগণ ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশ মতে ও গঠনতন্ত্র মতে বৈধ কর্মকান্ডের আওতায় দায়িত্ব পালন করে আসছেন। দরখাস্তকারীগণ কিছু অশ্রমিক দ্বারা অবৈধ সদস্য তালিকা প্রকাশ করেন। দরখাস্তকারীগণের ইউনিয়নের কর্মকর্তাগণের অবৈধ কর্মকান্ডের জন্য তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ফৌজদারী মামলা দায়ের হয়েছে। কাজেই প্রতিপক্ষগণের ইউনিয়ন বৈধভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং যে-কোন শ্রমিক বিধি সম্মতভাবে যে-কোন ইউনিয়নের সদস্য পদ পেতে অধিকারী। ১৯৯৩ সনের পূর্বে বিধি সম্মতভাবে প্রতিপক্ষের অর্জিত রেজিস্ট্রিকৃত ইউনিয়নের সংশোধন বিষয় কোন নির্দেশ পরিলক্ষিত হয় না। পরবর্তীতে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত হয়ে দরখাস্তকারীগণ প্রতিপক্ষগণের সাথে শত্রুতা পোষণ করছেন। কাজেই দরখাস্তকারীগণ এ মামলায় কোন প্রতিকার পেতে পারেন না। পরিশেষে এ মামলা খারিজের প্রার্থনা করেন।

এ মামলাটিতে আইনের প্রশ্ন জড়িত থাকায় দরখাস্তকারী পক্ষে পি, ডব্লিউ-১ মোঃ শফিউদ্দিন, প্রতিপক্ষ পক্ষে ও, পি, ডব্লিউ-১ মোঃ আফজাল হোসেন এবং মোকাবেলা প্রতিপক্ষ পক্ষে সহকারী শ্রম পরিচালক জনাব রুহুল আমিন আদালতে জবানবন্দি প্রদান করেছেন। এ ছাড়া দরখাস্তকারী, প্রতিপক্ষ এবং মোকাবেলা প্রতিপক্ষ পক্ষে নিজ নিজ মোকদ্দমার সমর্থনে ফিরিস্তি সহকারে কাগজপত্র দাখিল করেছেন।

বিচার্য বিষয় ঃ

১। এ মামলাটি এ আদালতে রক্ষণীয় কি না।

২। ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী নিবন্ধিত কুষ্টিয়া জেলা সড়ক পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিস্ট্রেশন নং ৭২ খুলনা)-এর সদস্য হওয়ায় যোগ্যতা সম্পন্ন সদস্যদের মধ্যে হতে উক্ত ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশ সংশোধিত হয়ে ১৯৯৩ সালে ২২নং আইনের মাধ্যমে তা মূল আইনের সাথে যুক্ত হয়ে একটির স্থলে উহা চারটি পৃথক যানবাহন শিল্প পণ্যে উক্ত পৃথক শিল্পসমূহে নিয়োজিত শ্রমিকরা পৃথক পৃথকভাবে (আইনে উল্লিখিত যোগ্যতা অনুসারে) ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করার যে বিধান দেয়া হয়েছে উক্ত বিধান অনুযায়ী বিনন্ধিত "কুষ্টিয়া জেলা ট্রাক ও ট্যাংকলরী সড়ক পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজিস্ট্রেশন নং ১১১৮ খুলনা আইন সিদ্ধ কি না এবং উহা আইন সিদ্ধ হলে ৭২-খুলনা নম্বরে নিবন্ধিত "কুষ্টিয়া জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়ন"-এর সাথে সম্পৃক্ত ট্রাক ও ট্যাংকলরী যানবাহন শিল্পে নিয়োজিত উক্ত শ্রমিকদের সদস্য পদ/সদস্য ভুক্তি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিলুপ্ত হবে কি না।

৩। কুষ্টিয়া জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়নের গঠনতন্ত্র থেকে 'ট্রাক' শব্দটি বাদ বলে গণ্য হবে কি না এবং 'কুষ্টিয়া জেলা ট্রাক ও ট্যাংকলরী সড়ক পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজিস্ট্রেশন নং ১১১৮ খুলনা এর গঠনতন্ত্র অনুযায়ী কার্যক্রমে 'কুষ্টিয়া জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়ন', রেজিস্ট্রেশন নং ৭২ খুলনা কোনরূপ বাধা দিতে বা কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করতে পারবে কি না।

৪। দরখাস্তকারী প্রার্থিত প্রতিকার পেতে অধিকারী কিনা।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

১নং বিচার্য বিষয় ঃ দরখাস্তকারী এ মামলাটি শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারা মতে দাখিল করা হয়েছে। শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারা নিম্নরূপ ঃ

"কোন রোয়েদাদ বা মীমাংসার দ্বারা অর্জিত অধিকার প্রয়োগের জন্য যে কোন যৌথ দরকষাকষি এজেন্ট বা যে কোন মালিক বা যে কোন শ্রমিক শ্রম আদালতে আবেদন পেশ করতে পারেন।"

দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী তার যুক্তি উপস্থাপনকালে বলেন যে, দরখাস্তকারী পক্ষ আইন দ্বারা অর্জিত অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ায় তা প্রতিকারের প্রার্থনায় এ মামলা দায়ের করা হয়েছে যা এ আদালতে রক্ষণীয় এবং চলতে পারে।

প্রতিপক্ষ মহামান্য হাইকোর্টে বিচারাধীন ৫২২৭/১৯৯৭ নং রীট মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত এ মামলার বিচার স্থগিত রাখার নিবেদন করেন। দরখাস্তকারী পক্ষ তাতে ঘোর আপত্তি উত্থাপন করে

বলেন যে, মহামান্য হাইকোর্টের উক্ত ৫২২৭/১৯৯৭ নং রীট মামলার সাথে এ আদালতে এ মামলার কোন সম্পর্ক নেই। মহামান্য হাইকোর্ট উক্ত নম্বর রীট মামলায় এ আদালতের এ মামলা নিষ্পত্তিতে কোনরূপ বাধা নিষেধ বা কোনরূপ স্থগিতাদেশ বা কোন প্রকার দিক নির্দেশনা প্রদান করেন নাই বিধায় এ আদালতে এ মামলা নিষ্পত্তিতে কোন বাধা নাই। এ পর্যায়ে এ আদালত প্রতিপক্ষগণকে বিগত ২০-০৫-২০০৪ তারিখ পর্যন্ত সময় দিয়ে এ মামলা সংক্রান্ত মহামান্য হাইকোর্টের কোন প্রকার দিক নির্দেশনা বা কোন প্রকার আদেশ নির্দেশ আছে কিনা তা দাখিলের জন্য নির্দেশ দেয়া হয় কিন্তু প্রতিপক্ষ তা আদালতে প্রদর্শন করতে কিংবা দাখিল করতে ব্যর্থ হন। কাজেই এ মামলা স্বাভাবিক ন্যায় বিচারের স্বার্থে নিজস্ব গতিতে বিচার নিষ্পত্তিতে কোন বাধা নাই বলে আদালত মনে করেন বিধায় ১নং বিচার্য বিষয়টি দরখাস্তকারীর পক্ষে গৃহীত হলো।

২নং বিচার্য বিষয় ঃ

দরখাস্তকারী পক্ষের মামলা উপস্থাপনকালে বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, পূর্বে সকল শ্রেণীর যানবাহন শিল্পকে একটি শিল্প হিসাবে চলমান থাকায় শ্রমিকদের নানারূপ সুবিধা-অসুবিধার কথা বিবেচনা করে সরকার ১৯৯৩ সনে ২২নং আইনের মাধ্যমে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের সংশোধনীর মধ্য দিয়ে সকল যানবাহনকে একটির স্থলে চারটি শিল্পে যথাক্রমে (১) বাস ও মিনিবাস, (২) ট্রাক ও ট্যাংকলরী, (৩) ট্যাক্সি-বেবীটেক্সী এবং (৪) টেম্পু। এভাবে প্রত্যেকটিকে পৃথক শিল্পের মর্যাদা দেয়া হয়। ইহারই প্রেক্ষাপটে কুষ্টিয়া জেলার ট্রাক ও ট্যাংকলরী শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকগণ সমন্বয়ে 'কুষ্টিয়া জেলা ট্রাক ও ট্যাংকলরী সড়ক পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়ন' খুলনাস্থ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নস্-এর নিকট থেকে রেজিস্ট্রেশন লাভ করে এবং উক্ত ট্রেড ইউনিয়ন যথানিয়মে সংশ্লিষ্ট সেক্টরে কর্মরত শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্বমূলক কর্মকান্ড সুষ্ঠুভাবে শুরু করেন। দরখাস্তকারী পক্ষ কুষ্টিয়া জেলা ট্রাক ও ট্যাংকলরী সড়ক পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মোঃ শফি উদ্দিন পি, ডব্লিউ-১ হিসাবে আদালতে জবানবন্দী প্রদানকালে নিজ পরিচয় দিয়ে বলেন যে, তিনি এ মামলার দরখাস্তকারী বাদী। তিনি কুষ্টিয়া জেলার ট্রাক ও ট্যাংকলরী যানবাহন শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন (ট্রেড ইউনিয়ন) হিসাবে ১১১৮ নং রেজিস্ট্রেশন পান এবং রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির পর তারা ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকান্ড শুরু করেন। কিন্তু তাদের সংগঠন কুষ্টিয়া জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজিস্ট্রেশন নং ৭২-খুলনা দ্বারা নানাভাবে বাধা প্রাপ্ত হন। কেননা উক্ত ইউনিয়নের গঠনতন্ত্রের ৯নং ধারায় ট্রাক শব্দটির উল্লেখ আছে। দরখাস্তকারী ইউনিয়ন প্রতিনিয়ত প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন দ্বারা গঠনতন্ত্র অনুযায়ী সাংগঠনিক কর্মকান্ডে বাধা প্রাপ্ত হওয়ায় খুলনা বিভাগীয় শ্রম দফতরে রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন এর নিকট এতদসম্পর্কে অভিযোগ দাখিল করেন। উক্ত রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন্স প্রতিপক্ষ ইউনিয়নকে তাদের গঠনতন্ত্র থেকে 'ট্রাক' শব্দটি বাদ দেয়ার জন্য কয়েকবার জানিয়ে দেন (প্রদর্শনী-১ সিরিজ হিসাবে তা চিহ্নিত করেন)। কিন্তু প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন তাদের সংগঠন ও গঠনতন্ত্র থেকে 'ট্রাক' শব্দ বাদ না দেয়ায় তারা বার বার অভিযোগ করেন এবং জরুরী ভিত্তিতে প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের গঠনতন্ত্র থেকে 'ট্রাক' শব্দটি বাদ দেয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হয় এবং এক পর্যায়ে শ্রম কার্যালয় থেকে এস, এম, আজাদ মোস্তফা সরেজমিনে তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিল করেন যা প্রদর্শনী-২ হিসাবে পি, ডব্লিউ-১ চিহ্নিত করেন। তারপরও প্রতিপক্ষ তাদের গঠনতন্ত্র থেকে 'ট্রাক' নাম বাদ দেয়নি এবং এখনও পর্যন্ত সকল আদেশ অমান্য করে প্রতিনিয়ত দরখাস্তকারী ইউনিয়নকে বাধা প্রদান করে আসছেন। যে কারণে দরখাস্তকারী পক্ষ এ মামলা দাখিল করেছেন।

পি, ডব্লিউ-১ জবানবন্দিতে আরও বলেন যে, জেলার ট্রাক শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের জন্য প্রতিনিধিত্বকারী ট্রেড ইউনিয়ন হিসাবে ১১১৮ নং সংগঠন আইন সম্মতভাবে এখতিয়ারবান মর্মে ঘোষণা, তাদের আইনানুগ কর্মকান্ডে প্রতিপক্ষগণ বাধা দিতে না পারে মর্মে এবং কুষ্টিয়া জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়নের গঠনতন্ত্রে ট্রাক শব্দটি রাখার আর আইনানুগ যৌক্তিকতা নাই মর্মে ঘোষণা ও অন্য কোন প্রতিকার যা আদালত মনে করেন তাও চেয়ে জবানবন্দি প্রদান করেছেন। দরখাস্তকারী পক্ষের গঠনতন্ত্র প্রদর্শনী-৩ হিসাবে চিহ্নিত করেন।

দরখাস্তকারী ইউনিয়ন অযোগ্য শ্রমিকদের তালিকা দেখিয়ে পেশী শক্তির জোরে এবং জেডিএল অফিসের কিছু কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরসহ ১১ নং মোকাবেলা প্রতিপক্ষকে ভুল বুঝিয়ে দরখাস্তকারীগণ রেজিষ্ট্রেশন হাসিল করে ট্রাক শ্রমিকদের নিকট থেকে জোরপূর্বক চাঁদা আদায় ও শ্রমিকদের মধ্যে বিভেদ ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছেন মর্মে দেয়া প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর প্রস্তাবনা পি, ডব্লিউ-১ অস্বীকার করেন। এছাড়া ১৯৯৩ সনে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশ মতে ৭২ নং সংগঠনের গঠনতন্ত্র সংশোধন বা শ্রমিক শ্রেণী বিশ্লেষণে বা উক্ত আইন প্রণীত হওয়ার পূর্বে রেজিষ্ট্রেশন বাতিল বা সংশোধন সম্পর্কিত কোন নির্দেশনা বা নীতিমালা বা কার্যকর পদক্ষেপ সম্বন্ধে বলা হয়নি মর্মে দেয়া প্রতিপক্ষের এ প্রস্তাবনাও পি, ডব্লিউ-১ অস্বীকার করেন। প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর জেরার উত্তরে পি, ডব্লিউ-১ মোঃ শফিউদ্দিন বলেন যে, তাদের চাপের মুখে ১১ নং মোকাবেলা প্রতিপক্ষ কর্তৃক দেয়া পত্রের আলোকে বর্তমান প্রতিপক্ষগণ লিখিতভাবে উক্ত সংশোধনী, আইনে জটিলতা এবং ১১ নং প্রতিপক্ষ কর্তৃক চুয়াডাংগা জেলা বাস ট্রাক সড়ক পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়নের গঠনতন্ত্র সংশোধনী সংক্রান্ত পত্র প্রকাশের বিরুদ্ধে মহামান্য হাইকোর্টে ৫২২৭/১৯৯৭ নং রীট মোকদ্দমার বিষয় উক্ত সংগঠনের কার্যকলাপে অন্তর্ভুক্ত হবে না। তিনি আরও বলেন যে, প্রতিপক্ষগণ দ্বারা তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি তা সত্য নহে, তবে প্রতিপক্ষগণের লোকজন কবে কবে দরখাস্তকারীদের কাজে বাধা দিয়েছেন তা নির্দিষ্ট করে বলতে পারবেন না বলে জানান। প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন তাদের কাজে বাধা দেয়নি এবং ১৯৯৩ সালের আইনে ৭২ নং ইউনিয়নের গঠনতন্ত্রে থাকা 'ট্রাক' শব্দটি বাতিল হয়নি এ মর্মে দেয়া প্রতিপক্ষের প্রস্তাবনা পি, ডব্লিউ-১ অস্বীকার করেন।

১১নং মোকাবেলা প্রতিপক্ষ তথা রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন আদালতে হাজির হয়ে একখানা লিখিত জবাব দাখিল করেছেন এবং রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নস্-এর পক্ষে আদালতে সাক্ষ্য প্রদানকালে সহকারী শ্রম পরিচালক জনাব রুহুল আমিন বলেন যে, ১৯৯৩ সালের রাষ্ট্রপতি ঘোষিত শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশ, ১৯৬৯-এর সংশোধনী অনুযায়ী মটর শ্রমিক ইউনিয়ন হতে 'ট্রাক' শব্দটি বাদ দিয়ে গঠনতন্ত্র সংশোধনের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়। তিনি বলেন যে, শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের সংশোধনী মতে 'ট্রাক' শিল্পকে একটি পৃথক শিল্প গণ্যে ট্রাক শ্রমিক ইউনিয়নকে ১১১৮ নং রেজিষ্ট্রেশন প্রদান করা হয় যা বিধি মতে করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন যে, কুষ্টিয়া জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়নকে 'ট্রাক' শব্দ বাদ দিয়ে গঠনতন্ত্র সংশোধনের জন্য যে সকল পত্র দেয়া হয় তার বিরুদ্ধে জানা মতে তারা কোন মামলা করেননি।

১১ নং মোকাবেলা শ্রমিক সাক্ষ্য প্রদানকালে সহকারী শ্রম পরিচালক জনাব রুহুল আমিন আরও বলেন যে, দরখাস্তকারী ইউনিয়ন এর রেজিষ্ট্রেশন প্রদানে সকল বিধি বিধান মানা হয়েছে এবং কুষ্টিয়া জেলার ট্রাক ও ট্যাংকলরী সড়ক পরিবহনের শ্রমিকগণ এ ইউনিয়নের সদস্য হবেন। তিনি আরও বলেন গঠনতন্ত্রে উল্লিখিত আদর্শ উদ্দেশ্য নিয়ে বাদী রেজিষ্ট্রেশনের আবেদন করেনি। তিনি বলেন যে, তাদের প্রদত্ত চিঠি অনুযায়ী কুষ্টিয়া জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়ন তাদের গঠনতন্ত্র সংশোধন করেনি।১৯৯৩ সনের সংশোধনীয় পূর্বে রেজিষ্ট্রিকৃত ট্রেড ইউনিয়নের সদস্যদের থাকা , বাদ দেয়া

ইত্যাদি সম্পর্কে কোন নির্দেশনা ছিলনা এবং এখনও নাই। এ সাক্ষী আরও বলেন যে, চুয়াডাংগা জেলা বাস ট্রাক সড়ক পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজিষ্ট্রেশন নং খুলনা-৫৯৫- কেও অনুরূপভাবে পত্র দেয়া হয়। তারা রীট দরখাস্ত করে যার নম্বর ৫২২৭/১৯৯৭ ইহা বিচারাধীন আছে। ফলে এ বিষয়ে অত্র দপ্তর হতে আইনানুগ কোন পদক্ষেপ নেয়া সম্ভব হয়নি। বিবাদী ইউনিয়নকে গঠনতন্ত্র সংশোধনের নির্দেশনা দেয়ার প্রেক্ষিতে তারা ২-১২-৯৭ তারিখে স্মারক নং ইউ-১/১২৫(২)৯৮ দ্বারা জানায় যে, চুয়াডাংগার একই বিষয়ক ইউনিয়নের মহামান্য হাইকোর্টে যে রীট দায়ের হয়েছে উহা নিষ্পত্তির আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। উক্ত চিঠি তিনি প্রদর্শনী-৪ হিসাবে চিহ্নিত করেন।

প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের পক্ষে কুষ্টিয়া জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মোঃ আফজাল হোসেন আদালতে জবানবন্দী প্রদান করেছেন। তিনি বলেন যে, ১৯৭২ সালে ১১ নং মোকাবেল প্রতিপক্ষের নিকট থেকে তারা বিধি মতে রেজিষ্ট্রেশন লাভ করেন। তাদের ইউনিয়নের অনুমোদিত গঠনতন্ত্র রয়েছে যা তারা অনুসরণ করেন। বিধি মতে তারা প্রতিবছর ১১ নং প্রতিপক্ষের নিকট রিটার্ন ও নির্বাচনের ফলাফল অবগত করান। তাদের কর্মকান্ড সম্পর্কে ১১ নং প্রতিপক্ষ কখনও কোন আপত্তি দেন নাই। দরখাস্তকারী পক্ষ ১১ নং প্রতিপক্ষের নিকট থেকে ১৯৯৫ সালে রেজিষ্ট্রেশন পায়। তিনি বলেন যে, দরখাস্তকারী ইউনিয়ন বাস, ট্রাক, ট্যাংকলরী, মিনিবাস, মাইক্রোবাস ও কার চালক ও কর্মচারীদের সমন্বয়ে গঠিত ও প্রতিষ্ঠিত। দরখাস্তকারীদের ইউনিয়ন ট্যাংকলরী ও ড্রাইভার ও কর্মচারীদের নিয়ে গঠিত ও প্রতিষ্ঠিত তা তিনি স্বীকার করেননি। দরখাস্তকারী ইউনিয়ন গঠনতন্ত্র অনুযায়ী চলে না এবং ১১ নং প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীর গঠনতন্ত্র অনুযায়ী রেজিষ্ট্রেশন দেয়নি। ১১ নং প্রতিপক্ষ তাদের ইউনিয়নের গঠনতন্ত্র থেকে ট্রাক শব্দ বাদ দেয়ার জন্য পত্র দেয়। উক্ত পত্র তিনি প্রর্দশনী হিসাবে চিহ্নিত করেন এবং তার স্বাক্ষরিত জবাবকে তিনি প্রদর্শনী 'খ' হিসাবে চিহ্নিত করেন। তিনি বলেন যে, ১১ নং প্রতিপক্ষের পত্রের জবাবে তারা জানান যে, চুয়াডাংগা জেলার বাস ট্রাক সড়ক পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়ন হাইকোর্টে রীট মামলা করেছেন। উক্ত মামলার রায় তারা মেনে নিবেন। একই বিষয়ে মামলা থাকায় তারা অন্যভাবে মহামান্য হাইকোর্টে যায়নি। চুয়াডাংগা ইউনিয়ন যে রীট করেছে উহা এখনও বিচারাধীন আছে এবং ১১ নং মোকাবেলা প্রতিপক্ষ উক্ত রীট মামলায় প্রতিপক্ষ হিসাবে জবাব দিয়েছে। উক্ত জবাবের সত্যায়িত কপি প্রদর্শনী-গ হিসাবে তিনি চিহ্নিত করেন। এসাক্ষী দরখাস্তকারী ইউনিয়নের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার এজাহারের অনুলিপি আদালতে দাখিল করেন যা যথাক্রমে প্রদর্শনী-ঘ ও প্রদর্শনী-চ হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। তিনি ২-৮-২০০২ তারিখের কুষ্টিয়া জেলা ট্রাক মালিক গ্রুপের সভায় সিদ্ধান্তের অনুলিপি দাখিল করেন এবং তা প্রদর্শনী-ঙ হিসাবে চিহ্নিত করেন। প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের গঠনতন্ত্র, রাজশাহী শ্রম আদালতের আই, আর, ও-৭/৯৮ নং মামলার রায়ের অনুলিপি দাখিল করে তিনি তা যথাক্রমে প্রদর্শনী-ছ এবং প্রদর্শনী-জ হিসাবে চিহ্নিত করেন। তিনি দরখাস্তকারী ইউনিয়ন কর্তৃক আনিত অভিযোগ অস্বীকার করেন। ১১ নং প্রতিপক্ষের চিঠির জবাব দেয়ার পর তিনি আর কোন উচ্চবাচ্য করেননি। তারা তাদের গঠনতন্ত্র সংশোধন করার প্রয়োজন মনে করেন না বলে জবানবন্দিতে জানান। দরখাস্তকারী এ মামলায় কোন প্রতিকার পাবেন না বলে নিবেদন করেন।

দরখাস্তকারী পক্ষের নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবী যুক্তি উপস্থাপনকালে বলেন যে, ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১৯৯৩ সনে ২২নং আইনের মাধ্যমে সংশোধন করে সমগ্র যানবাহন শিল্পকে একটির স্থলে চারটি ইউনিটে বিভক্ত করে প্রত্যেক ইউনিটকে পৃথক পৃথক শিল্প হিসাবে গণ্য করা হয় এবং এই সংশোধিত আইনের মাধ্যমে কুষ্টিয়া জেলার ট্রাক ও ট্যাংকলরী শিল্প ইউনিটে নিয়োজিত

শ্রমিকগণ সমন্বয়ে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত গঠনতন্ত্রের মাধ্যমে 'কুষ্টিয়া জেলা ট্রাক ও ট্যাংকলরী সড়ক পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়ন' ১১১৮ রেজিস্ট্রেশনের মধ্য দিয়ে বৈধ ও আইন সম্মতভাবে জন্মলাভ করে যা কুষ্টিয়া জেলার সকল ট্রাক ও ট্যাংকলরী শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকগণের একমাত্র বৈধ প্রতিনিধিত্বকারী ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন। তিনি দরখাস্তকারী পক্ষের মামলার সমর্থনে নিম্নে বর্ণিত কাগজাদি দাখিল করেন ঃ—

(১) কুষ্টিয়া মটর শ্রমিক ইউনিয়নের গঠনতন্ত্র সংশোধন পত্র তারিখ ৪-৩-২০০৩।

(২) কুষ্টিয়া মটর শ্রমিক ইউনিয়নের গঠনতন্ত্র সংশোধন পত্র তারিখ ১৪-৭-২০০৩।

(৩) কুষ্টিয়া মটর শ্রমিক ইউনিয়নের গঠনতন্ত্র সংশোধন পত্র তারিখ ১৪-৭-২০০৩।

(৪) কুষ্টিয়া মটর শ্রমিক ইউনিয়নের গঠনতন্ত্র সংশোধনের ব্যাপারে তদন্ত প্রতিবেদন।

(৫) কুষ্টিয়া ইউনিয়নের সংশোধিত গঠনতন্ত্র তারিখ ১৪-৭-২০০৩।

(৬) কুষ্টিয়া জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়নের গঠনতন্ত্র প্রসংগে সাধারণ সম্পাদকের পত্র।

দরখাস্তকারীর মামলার বক্তব্যের সমর্থনে ১১নং প্রতিপক্ষ তথা রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নস্ আদালতে একখানা লিখিত জবাব দাখিল করে নিয়োজিত প্রতিনিধির মাধ্যমে শপথপূর্বক জবানবন্দী প্রদান করেছেন এবং দরখাস্তকারী ইউনিয়ন একটি বৈধ ও আইনসিদ্ধ শ্রমিক সংগঠন বলে স্বীকার করেছেন। ১১নং প্রতিপক্ষ তাদের বক্তব্যের সমর্থনে নিম্নবর্ণিত কাগজাদি দাখিল করেছেন ঃ—

(১) রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন্স কর্তৃক গঠনতন্ত্র সংশোধনের পত্র তারিখ ১৭-১০-৯৬ ইং।

(২) যুগ্ম শ্রম পরিচালকের ৯-৬-৯৭ তারিখের পত্র।

(৩) যুগ্ম শ্রম পরিচালকের ১৭-১১-৯৭ তারিখের পত্র।

(৪) যুগ্ম শ্রম পরিচালকের যুশ্রপ/টিইউ-৭২/৪৪৬/১(২) নং পত্র।

(৫) কুষ্টিয়া মটর শ্রমিক ইউনিয়নের গঠনতন্ত্র।

(৬) ১০-১১-৯৭ তারিখের তদন্ত প্রতিবেদন।

অপরদিকে ১—১০ নং প্রতিপক্ষ কর্তৃক নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবীগণ বলেন যে, ১৯৭২ সালে প্রতিপক্ষ শ্রমিক সংগঠন "কুষ্টিয়া জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়ন" সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বৈধ গঠনতন্ত্রের মাধ্যমে কুষ্টিয়া জেলার সকল প্রকার যানবাহনে নিয়োজিত শ্রমিকগণের ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন। ১৯৯৩ সনে ২২নং আইনের মাধ্যমে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশ সংশোধিত হলেও এর পূর্বে অনুমোদিত গঠনতন্ত্রের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত 'কুষ্টিয়া জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়নে'র গঠনতন্ত্রকে এ

সংশোধনের মাধ্যমে বিলুপ্ত করা হয় নাই, বরং তা এখন বৈধভাবে বহাল আছে। প্রতিপক্ষ মামলার সমর্থনে নিম্নবর্ণিত কাগজাদি দাখিল করেছেন ঃ—

(১) ১৭-১১-৯৭ তারিখে পত্র মোতাবেক গঠনতন্ত্র সংশোধন প্রসংগে পত্র।

(২) কুষ্টিয়া জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়ন এর ২-১২-৯৭ তারিখে প্রদত্ত গঠনতন্ত্র সংশোধন পত্র।

(৩) সংশোধন পত্রে সাধারণ সম্পাদকের স্বাক্ষর।

(৪) রীট মামলায় দাখিলী রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের জবাবের কপি।

(৫) কুমারখালী থানায় দায়েরকৃত এজহারের কপি।

(৬) কুমিল্লা থানায় দাখিলী এজাহারের কপি।

(৭) কুষ্টিয়া জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়নের গঠনতন্ত্র।

(৮) রাজশাহী আদালতের আই, আর, ও ৭/৯৮ নং মামলার রায়ের কপি।

প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী যুক্তি প্রদর্শনকালে জোর দিয়ে বলেন যে, পরবর্তীতে ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশ ১৯৯৩ সনে ২২ নং আইনের মাধ্যমে সংশোধনের পূর্বে মূল আইনানুযায়ী গঠিত কুষ্টিয়া জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়নের ক্ষেত্রে গঠনতন্ত্র হতে 'ট্রাক' শব্দটি বাদ দিলে পরবর্তী আইনটিকে ভূতাপেক্ষ কার্যকর (Retrospective effect) করা হয় যা আইনের মৌলিক নীতির পরিপন্থী বলে দাবী করেন। এ কারণে তিনি মূল আইনানুযায়ী নিবন্ধিত কুষ্টিয়া জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়নের গঠনতন্ত্র থেকে ট্রাক শব্দটি বাদ না দেয়ার জন্য আদালতের নিকট জোর আবেদন করেন। এ প্রসংগে দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, আইন প্রয়োগের বিষয়ে ভূতাপেক্ষ কার্যকর নীতি (Retrospective effect) ১৯৯৩ সনের ২২নং আইনের মাধ্যমে সংশোধিত ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ক্ষেত্রে কোনভাবেই প্রযোজ্য নহে। এতদসংক্রান্তে আইনের ক্ষেত্রে তিনি আরও বলেন যে, এরূপ আইনের (২২নং আইন) ক্ষেত্রে জেনারেল ক্লজেজ এ্যাক্ট-এর বিধানাবলী যথোপযুক্ত এবং বিশেষভাবে প্রযোজ্য। তিনি জেনারেল ক্লজেজ এ্যাক্ট-এর ৬ ধারার যে উদ্ধৃতি দেন তা নিম্নরূপ ঃ—

"Sec. 6 : Where this Act, or any (Act of Parliament) or regulation made after the commencement of this Act, repeals any enactment higher to made or hereafter to be made, then unless a different intention appears, the repeal shall not—

(a) revive anything not in ofrce or existing at the time at which the repeal takes affect; or

(b) after the previous operation of enactment so repealed or anything duly done or suffered thereunder; or

(c) affect any right, previlege, obligation or liability acquired, accurred or incurred under any enactment so repealed; or

(d) affect any penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of any offence committed against any enactment so repealed; or

(e) Affect any investigation, legal proceeding or remedy in respect of any such right, privilege, obligation, liability, penalty, forfeiture or punishment as aforesaid and any such investigation, legal proceeding or remedy may be instituted continued or enforced and any such penalty, forfeiture or punishment may be imposed as if the repealing Act or Regulation has not been passed."

এ মামলায় উপস্থিত উভয় পক্ষের যুক্তি শ্রবণান্তে দেখা যায় যে, আইন প্রণেতাগণ ১৯৯৩ সনে ২২নং আইনের মাধ্যমে ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশ সংশোধনের প্রাক্কালে 'অন্য কো-আইনে যাই থাকুক না কেন' (Notwithstanding anything repugnant of any law) এই বাক্যটি সংশোধিত আইনের প্রারম্ভে সংযুক্ত করে সংশোধনীটি প্রণয়ন করলে আইনটি প্রয়োগের ক্ষেত্রে স্ব-ব্যাখ্যায়িত ধারণা পোষণ করা যেত, তাহলে আইনটির প্রয়োগ নিয়ে এরূপ সংশয়, বিরোধ, বিবাদ বা জটিলতা দেখা দিত না। কিন্তু আইন প্রণেতাদের সম্পর্কে কোন মন্তব্য করা বা আলোচনা করা এ আদালতের এখতিয়ার নাই। তবে এ ধরণের সমস্যা অথবা জটিলতা উদ্ভব হতে পারে মর্মে আগাম চিন্তা করেই সকল আইনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য 'জেনারেল ক্লজেজ এ্যাক্ট' প্রণীত হয়ে তা এখন পর্যন্ত বলবৎ ও চালু রয়েছে। উক্ত আইনের যে ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী আইনের পরিবর্তে প্রণীত পরবর্তী আইনের পূর্ববর্তী আইনের সম্পূর্ণ বা অংশ বিশেষ বহাল অথবা চালু থাকবে কি থাকবে না মর্মে সুস্পষ্টভাবে নির্দেশনা যে-কোন কারণেই উল্লেখ না থাকলে সে ক্ষেত্রে পরবর্তী আইন প্রতিষ্ঠা বা কার্যকরণের ক্ষেত্রে কোন্ নীতি অবলম্বন করতে সে সম্বন্ধে দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর উপরোক্ত আইনের ধারাটি গ্রহণযোগ্য। উপর্যুক্ত আইনের এ ধারাটি পর্যালোচনায় এ আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত ৬নং ধারা সেই ক্ষেত্রগুলিতে সীমাবদ্ধ নহে যে ক্ষেত্রগুলিতে বিধান মন্ডলী ব্যক্তভাবে প্রণীত আইন বাতিল করেন। ধারাটি এমনকি সেই ক্ষেত্রগুলিতেও প্রযোজ্য যে ক্ষেত্রগুলিতে পরবর্তী আইন পূর্ববর্তী আইনকে নিষ্ফল করে। কোন অব্যক্ত বাতিলকে স্বীকার করে প্রদত্ত সূত্রের ভিত্তি হলো প্রাক প্রত্যয় যে, দিধাদ্বন্দ্ব সৃষ্টি করা বিধানমন্ডলীর উদ্দেশ্য ছিল না। প্রশ্ন এই যে, কোন বিশেষ অবস্থায় অব্যক্ত বাতিল আছে কিনা তা উদ্দেশ্যের প্রশ্ন হিসাবে নির্ধারণ করতে হবে। পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী বিধিবদ্ধ আইনের আওতা এবং উদ্দেশ্য স্বাভাবিক পন্থায় তদন্ত করে এরূপ উদ্দেশ্য পরীক্ষা করতে হবে। বাতিলের বিরুদ্ধে প্রাক প্রত্যয় আছে। যদি নতুন আইনের বিধানাবলী পুরাতন আইনের বিধানাবলীর সাথে একই সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় যে, আইন দু'টি চলতে পারে না তাহালে প্রাক প্রত্যয় খন্ডন করা যাবে। কাজেই এ প্রসংগে আদালত মনে করেন যে, দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর আলোচ্য মামলার মূল আইন তথা ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশ পরবর্তীতে ১৯৯৩ সনে ২২নং আইনের মাধ্যমে সংশোধিত শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশ প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী কর্তৃক উপস্থাপিত ও প্রদর্শিত যুক্তি আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে ভূতাপেক্ষ নীতি সম্বন্ধে যুক্তি গ্রহণযোগ্য নহে বরং প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী কর্তৃক এ সম্পর্ক প্রদর্শিত যুক্তি গ্রহণযোগ্য।

উপর্যুক্ত আলোচনা হতে দেখা যায় যে, ট্রাক ও ট্যাংকলরী সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে বাতিল বলে গণ্য আইনে উল্লেখ করা না থাকলেও এ আদালত মনে করেন যে, ১৯৯৯ সনে প্রণীত শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশ, ১৯৬৯-এর সংশোধনী আওতায় 'কুষ্টিয়া জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়নের গঠনতন্ত্রের ৯নং ধারায় উল্লেখিত 'ট্রাক' শব্দটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অব্যক্ত বাতিল বলে বিবেচিত হবে। কিন্তু এ বিষয়ে

মহামান্য হাইকোর্টে ৫২২৭/১৯৯৭ নং রীট মামলা বিচারাধীন থাকায় এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত প্রদানে আদালত বিরত থাকাই সমীচীন বলে মনে করেন।

উভয়পক্ষের উপস্থাপিত উপর্যুক্ত যুক্তিতর্ক, দাখিলী কাগজপত্র, সংশ্লিষ্ট আইন এবং নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী নিবন্ধিত 'কুষ্টিয়া জেলা সড়ক পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়ন' (রেজিঃ নং ৭২ খুলনা)-এর সদস্য হওয়ার যোগ্যতা সম্পন্ন সদস্যদের মধ্যে হতে উক্ত ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশ সংশোধিত হয়ে ১৯৯৩ সনে ২২নং আইনের মাধ্যমে তা মূল আইনের সাথে যুক্ত হয়ে একটির স্থলে উহা চারটি পৃথক যানবাহন শিল্প গণ্যে উক্ত পৃথক শিল্পসমূহে নিয়োজিত শ্রমিকগণ পৃথক পৃথকভাবে (আইনে উল্লেখিত যোগ্যতা অনুসারে) ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করার যে বিধান দেয়া হয়েছে উক্ত বিধান অনুযায়ী নিবন্ধিত 'কুষ্টিয়া জেলা ট্রাক ও ট্যাংকলরী সড়ক পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজিস্ট্রেশন নং ১১১৮ খুলনা আইন সিদ্ধ এবং ইহা আইন সিদ্ধ বিধায় ৭২-খুলনা নম্বরে নিবন্ধিত 'কুষ্টিয়া জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়ন'-এর সাথে সম্ভুক্ত ট্রাক ও ট্যাংকলরী শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের সদস্যপদ/সদস্যভুক্তি স্বয়ংক্রিয়ভাবে উক্ত সংগঠন হতে বিলুপ্ত হবে। কিন্তু এ আদালত পূর্বেই এ ব্যাপারে মহামান্য হাইকোর্টে রীট মামলা বিচারাধীন রয়েছে মর্মে কোন সিদ্ধান্ত প্রদানে আগ্রহী নহেন। সে কারণে ২নং বিচার্য বিষয়টি আংশিক দরখাস্তকারীর অনুকূলে গৃহীত হলো।

৩নং বিচার্য বিষয় ঃ উপর্যুক্ত আলোচনা ও পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ২নং বিচার্য বিষয়টি যেহেতু আংশিক দরখাস্তকারীর অনুকূলে গৃহীত হয়েছে, সেইহেতু কুষ্টিয়া জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়নের (রেজিস্ট্রেশন নং ৭২-খুলনা)-এর গঠনতন্ত্রের ৯নং ধারায় সন্নিবেশিত 'ট্রাক' শব্দটি বাদ দেয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত প্রদানে মহামান্য হাইকোর্টের রীট মামলা থানায় ইহা একটি স্পর্শকাতর বিষয় গণ্যে আপাততঃ বিরত থাকাই শ্রেয় বলে আদালত মনে করেন। তবে কুষ্টিয়া জেলা ট্রাক ও ট্যাংকলরী সড়ক পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিস্ট্রেশন নং ১১১৮ খুলনা)-এর গঠনতন্ত্র অনুযায়ী ইউনিয়নের সাংগঠনিক কার্যক্রমে ১—১০ নং প্রতিপক্ষগণ কোনরূপ বাধা দিতে বা কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না মর্মে সিদ্ধান্ত দেয় যেতে পারে বলে আদালত মনে করেন। কাজেই ৩নং বিচার্য বিষয়টিও আংশিক দরখাস্তকারীর পক্ষে গৃহীত হলো।

৪নং বিচার্য বিষয় ঃ দরখাস্তকারী প্রার্থিত প্রতিকার পেতে অধিকারী কিনা।

এ মামলায় উপস্থাপিত সকল পক্ষগণের বক্তব্য, যুক্তি-তর্ক, দাখিলী যাবতীয় কাগজপত্র, সংশ্লিষ্ট আইন, নথিপত্র আলোচনা ও পর্যালোচনা করে এবং বিদ্যমান পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে দেখা যায় যে, মামলায় গঠিত ১নং বিচার্য বিষয়টি পরিপূর্ণভাবে, ২ ও ৩নং বিচার্য বিষয় দু'টি আংশিকভাবে দরখাস্তকারীর অনুকূলে গৃহীত হয়েছে। এ কারণে দরখাস্তকারী এ মামলায় প্রার্থিত প্রতিকার পেতে অধিকারী। তবে প্রতিপক্ষ কুষ্টিয়া জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজিস্ট্রেশন নং ৭২ খুলনা-এর অনুমোদিত গঠনতন্ত্রের ৯নং ধারায় সন্নিবেশিত শব্দটি বাদ দিয়ে গঠনতন্ত্র সংশোধনের কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য প্রতিপক্ষ কুষ্টিয়া জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়নকে এ পর্যায়ে নির্দেশ প্রদান করা সমীচীন নহে বলে এ আদালত মনে করেন। কেননা পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে, শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশ, ১৯৬৯ বিগত ১৯৯৩ সালে আলোচ্য ২২নং আইনের মাধ্যমে সংশোধিত হয। উক্ত সংশোধিত আইনের আলোকে এ মামলার ১১নং মোকাবেলা প্রতিপক্ষ তথা রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন এ মামলার মূল প্রতিপক্ষ কুষ্টিয়া জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়নসহ চুয়াডাংগা জেলা বাস, ট্রাক সড়ক পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়নকে তাদের স্ব স্ব সংগঠনের অনুমোদিত গঠনতন্ত্র সংশোধন করার নির্দেশ

দিয়ে পত্র জারী করেন। চুয়াডাংগা জেলা বাস, ট্রাক সড়ক পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়ন উক্ত ১১নং মোকাবেলা প্রতিপক্ষের উক্ত নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে মহামান্য হাইকোর্টে ৫২২৭/১৯৯৭ নং রীট মামলা দাখিল করেন। ১১নং প্রতিপক্ষ মহামান্য হাইকোর্টের উক্ত রীট মামলায় বিবাদী শ্রেণীভুক্ত থাকায় বিজ্ঞ এটর্নী জেনারেলের মাধ্যমে জবাব দাখিল করে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। ১নং মোকাবেলা প্রতিপক্ষ উক্ত মামলা বিচারধীন থাকায় ২২নং আইনের মাধ্যমে সংশোধিত ১৯৬৯ সালের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশ কার্যকরী করতে দ্বিধাদ্বন্দ্বে আছেন বলে জানান। মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে বিচারাধীন উক্ত ৫২২৭/১৯৯৭ নং রীট মামলা নিষ্পত্তির পূর্বে এ আদালত থেকে এ মামলায় প্রতিপক্ষ পক্ষকে সংশোধিত আইনের আলোকে গঠনতন্ত্র সংশোধন করার কার্যক্রম গ্রহণ করার নির্দেশ প্রদান করলে তা কার্যকর করতে ১১নং প্রতিপক্ষের পক্ষে জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে। এ কারণে এ পর্যায়ে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে বিচারাধীন উক্ত রীট মামলা নিষ্পত্তির পূর্বে এরূপ একটি স্পর্শকাতর বিষয়ে কোন প্রকার আদেশ-নির্দেশ প্রদান করা থেকে বিরত থাকাই সমীচীন বলে আদালত মনে করেন। এ বিষয়টি মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের উক্ত বিচারাধীন রীট মামলায় প্রদত্ত আদেশ-নির্দেশের আলোকে ভবিষ্যতে রেজিস্ট্রার অত্র ট্রেড ইউনিয়নকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে বিধায় মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক গৃহীত কোন সিদ্ধান্তের সাথে এ আদালত কর্তৃক গৃহীত কোন সিদ্ধান্ত যেন বিরোধপূর্ণ বা অসংগত না হয় উহা বিবেচনায় এ ধরণের স্পর্শকাতর বিষয়ে এ আদালত সিদ্ধান্ত প্রদান করা থেকে বিরত থাকাই সমীচীন বলে মনে করেন। কাজেই এ মামলায় দরখাস্তকারীকে এ বিষয়টি ব্যতীত অন্যান্য প্রার্থিত প্রতিকার প্রদান করা যেতে পারে বিধায় দরখাস্তকারীর প্রার্থনা আংশিক মঞ্জুর করাই সময়োচিত, ন্যায়ানুগ ও অধিকতর শ্রেয় বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো।

বিজ্ঞ সদস্যদের সাথে পরামর্শ করা হয়েছে। অতএব, আদেশ হয় যে, ইতোমধ্যে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে বিচারাধীন ৫২২৭/১৯৯৭ নং রীট মামলায় বা অন্য কোন মামলায় (যে সম্বন্ধে এখনও পর্যন্ত এ আদালত অবগত নন) নিম্নে প্রদত্ত আদেশের সাথে সংগতপূর্ণ নয় এমন কোন আদেশ-নির্দেশ বা সিদ্ধান্ত যদি হয়ে থাকে বা ভবিষ্যতে হয় তা'হলে নিম্নে প্রদত্ত আদেশের কোনরূপ কার্যকারিতা থাকবে না শর্তে দরখাস্তকারী তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যেতে পারবেন মর্মে এ মোকদ্দমার ১—১০ নং প্রতিপক্ষের নিরুদ্ধে দু'তরফা সূত্রে কোন খরচের আদেশ ব্যতিরেকে আংশিক মঞ্জুর করা হলো এবং ১—১০ নং প্রতিপক্ষগণকে এ মামলায় দরখাস্তকারী 'কুষ্টিয়া জেলা ট্রাক ও ট্যাংকলরী সড়ক পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়ন', রেজিস্ট্রেশন নং ১১১৮ খুলনা-এর অনুমোদিত গঠনতন্ত্র অনুযায়ী তাদের সাংগঠনিক কর্মকান্ডে কোনরূপ বাধা প্রদান ও কোন প্রকার হস্তক্ষেপ না করার জন্য নির্দেশ দেয়া গেল এবং কুষ্টিয়া জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজিস্ট্রেশন নং ৭২ খুলনা-এর গঠনতন্ত্র হতে 'ট্রাক' শব্দটি ৫২২৭/১৯৯৭ নং রীট মামলা বিচরাধীন থাকায় বাদ দেয়ার আদেশ দান হতে এ আদালত বিরত হলেন।

আমার কথা মত লেখা।

চৌধুরী মুনীর উদ্দীন মাহফুজ
(জেলা ও দায়রা জজ)
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, খুলনা।

চৌধুরী মুনীর উদ্দীন মাহফুজ
(জেলা ও দায়রা জজ)
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, খুলনা।

শ্রম আদালত, খুলনা।

মামলা নং আই, আর, ও ৫/২০০৩

উপস্থিত ঃ জনাব চৌধুরী মুনীর উদ্দীন মাহফুজ,
(জেলা ও দায়রা জজ)
চেয়ারম্যান, শ্রম আদালত, খুলনা।

সদস্য ঃ ১। জনাব রবিউল ইসলাম।
২। জনাব মতিয়ার রহমান ফারাজী।

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন,
খুলনা বিভাগ, বয়রা, খুলনা.....১ম পক্ষ।

বনাম

সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক,
মাগুরা মটর শ্রমিক ইউনিয়ন,
রেজিস্ট্রেশন নং খুলনা-৫৪৮
পশু হাসপাতাল রোড, মাগুরা.....২য় পক্ষ।

১ম পক্ষের নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবীর নাম ঃ জনাব মোঃ নাসির উদ্দিন, সহকারী শ্রম পরিচালক, খুলনা বিভাগ, খুলনা।

২য় পক্ষের নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবীর নাম ঃ জনাব আ, ব, ম, নূরুল আলম।

শুনানীর তারিখ ঃ ২৬-৪-২০০৪খ্রিঃ/১৩ বৈশাখ, ১৪১১ বংগাব্দ।

রায়ের তারিখ ঃ ১০-৫-২০০৪ খ্রিঃ/২৭ বৈশাখ, ১৪১১ বংগাব্দ।

রায়

ইহা শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশ (অদ্যাবধি সংশোধিত)-এর ১০(গ) ধারার বিধান মোতাবেক ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন বাতিলের অনুমতির প্রার্থনা সংক্রান্ত একটি মামলা।

১ম পক্ষের দরখাস্তের বক্তব্য অনুসারে সংক্ষেপে নিবেদন হলো যে, ১ম পক্ষ ২য় পক্ষ ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন প্রদান, তত্ত্বাবধান এবং শ্রম আদালতের অনুমতি লাভের পর ২য় পক্ষের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করার ক্ষমতার অধিকারী। ২য় পক্ষ ইউনিয়নের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক তাদের ইউনিয়নের নিজস্ব প্যাডে যৌথ স্বাক্ষরে ইউনিয়নের পংগু ও দুঃস্থ কল্যাণ তহবিল গঠনের নিমিত্ত ইউনিয়নভুক্ত সদস্যদের নিকট থেকে ১০ (দশ) টাকা হারে চাঁদা আদায়ের অনুমতি চেয়ে মাগুরার জেলা প্রশাসকের নিকট দরখাস্ত করেন। জেলা প্রশাসক উক্ত দরখাস্তটি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে উক্ত মন্ত্রণালয় হতে একটি দিক নির্দেশনার প্রার্থনা করেন। ২য় পক্ষ ইউনিয়ন উক্ত চাঁদা

সংগ্রহের কোন অনুমতি লাভ করতে পারেন না। পরবর্তীতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে ২য় পক্ষ ইউনিয়নের পংগু ও দুঃস্থদের চিকিৎসার জন্য সাময়িকভাবে অনুমতি প্রদানের আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত জেলা প্রশাসক, মাগুরাকে অনুরোধ করেন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উক্ত পত্রদ্বয়ে পরস্পর বিরোধী নির্দেশনা থাকায় মাগুরা জেলা প্রশাসক-এর অফিস হতে উহা পরীক্ষা করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইস্যুকৃত পত্র দু'টিতে স্বাক্ষরের গরমিল পাওয়া যায়। এ বিষয়ে মাগুরার জেলা প্রশাসক ২য় পক্ষ ইউনিয়নের পংগু ও দুঃস্থ কল্যাণ তহবিল গঠনের অনুমতির বিষয়ে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত প্রদানের জন্য পুনরায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করে সমগ্র বিষয়টি অবহিত করেন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে জানানো হয় যে, ২য় পক্ষ ইউনিয়ন কর্তৃক স্বাক্ষর জাল ও ভূয়া ইস্যু নম্বর ব্যবহার করে সরকারী আদেশ জাল করা হয়েছে এবং এজন্য ২য় পক্ষ ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিলসহ সংগঠনের পক্ষ থেকে যারা আবেদন করেছিল তাদেরসহ সংগঠনের অন্যান্য কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মাগুরা জেলা প্রশাসককে নির্দেশ দেয়া হয়। পরিবহন সেক্টরে যে কোন চাঁদাবাজী সরকারের সুস্পষ্ট নীতির পরিপন্থী। ২য় পক্ষ ইউনিয়ন কর্তৃক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তার স্বাক্ষর জালও তদ্বারা ভূয়া ইস্যু ব্যবহার করে সরকারী আদেশ জাল করা আইন গর্হিত ও প্রতারণামূলক অপরাধ ও তা শাস্তিযোগ্য।

২য় পক্ষ ইউনিয়ন পংগু ও দুঃস্থ কল্যাণ তহবিল গঠনের নামে ট্রেড ইউনিয়নভুক্ত মটর শ্রমিকদের নিকট হতে চাঁদা আদায় তাদের ইউনিয়নের অনুমোদিত গঠনতন্ত্রের সম্পূর্ণ পরিপন্থি এবং আইন অনুযায়ী ২য় পক্ষ ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিলযোগ্য হয়ে পড়েছে। সে কারণে ১ম পক্ষ ২য় পক্ষ ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের অনুমতি প্রদানের জন্য প্রার্থনা জানান।

২য় পক্ষ ইউনিয়ন মামলায় হাজির হয়ে একখানা লিখিত আপত্তি দাখিল করে ১ম পক্ষের সমুদয় অভিযোগ অস্বীকার করেন এবং মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ২য় পক্ষের লিখিত জবাবের বক্তব্য অনুযায়ী সংক্ষেপে তাদের নিবেদন হলো যে, ২য় পক্ষ সংগঠনের শতাধিক সদস্য পংগু ও দুঃস্থ অবস্থায় চরম দারিদ্র্যের মধ্যে দিয়ে মানবেতর জীবনযাপন করতে থাকায় ২য় পক্ষ ইউনিয়নের সিদ্ধান্ত মোতাবেক একটি দুঃস্থ কল্যাণ তহবিল গঠনকল্পে ইউনিয়নের সদস্যদের নিকট থেকে ১০ টাকা করে চাঁদা আদায়ের অনুমতি চেয়ে জেলা প্রশাসক, মাগুরা বরাবর অনুমতি প্রার্থনা করা হয়। জেলা প্রশাসক, মাগুরা ২য় পক্ষ ইউনিয়নের আবেদন পত্র খানার উপর সঠিক দিক নির্দেশনা চেয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করেন এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে চাঁদা আদায়ের অনুমতি দেয়ার কোন অবকাশ নেই বলে জানান হয়। এ কারণে মাগুরা জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়ন পংগু ও দুঃস্থ কল্যাণ তহবিল গঠন করতে পারে নাই এবং ঐ উদ্দেশ্যে চাঁদা সংগ্রহ করে নাই। উক্ত তহবিল গঠনের অনুমতি সংক্রান্ত বিষয়সহ অন্যান্য কারণে মাগুরার জেলা প্রশাসক ২য় পক্ষ ইউনিয়নের কর্মকর্তাগণের উপর ক্ষিপ্ত থাকেন ও তাদেরকে হয়রানী ও জব্দ করার হুমকি প্রদান করেন। পরবর্তীতে ২য় পক্ষ ইউনিয়ন দেখেন যে, মাগুরা জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়নের তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ইউসুফ খান, সাধারণ সম্পাদক মোঃ ইনজাল হোসেন ও সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ খলিলুর রহমানকে আসামী শ্রেণীভুক্ত করে মাগুরা জেলার সদর ও শালিখা ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে সি,আর মামলা নং ১৬৪/২০০৩ এবং এ শ্রম আদালতে রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন কর্তৃক এ মামলা দায়ের করা হয়। সি, আর মামলা নং ১৬৪/২০০৩ এর নালিশী দরখাস্তে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ২৮-৭-২০০২ তারিখের এবং ১৪-১০-২০০২ তারিখের পত্রদ্বয়ে একই বিষয়ে পরস্পর বিপরীত ধর্মী নির্দেশনা থাকায় মাগুরা জেলা প্রশাসক বিষয়টি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তাদের কর্মকর্তাদের স্বাক্ষর জাল ও ভূয়া ইস্যু নম্বর ব্যবহার করে সরকারী আদেশ জাল করা এবং প্রতারণামূলক অপরাধের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ

প্রদান করা হয়। যে কারণে মাগুরা মটর শ্রমিক ইউনিয়ন কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে সি, আর-১৬৪/২০০৩ নং মামলা দায়ের করা হয়। ২য় পক্ষ ইউনিয়নের কর্মকর্তাদের জব্দ ও হয়রানী করার জন্য এ মামলা সৃষ্টির উপাদান হিসাবে উক্ত ১৪-১০-২০০২ তারিখের পত্র সৃজনের ব্যবস্থা করা হয়েছে মর্মে ২য় পক্ষের বিশ্বাস। কারণ উক্ত পত্র সম্পর্কে ২য় পক্ষ ইউনিয়ন কিছুই জানেন না। কাজেই ১৪-১০-২০০২ তারিখের পত্রের দায় অযৌক্তিকভাবে আরোপ করে ২য় পক্ষের বিরুদ্ধে উক্ত মাগুরা সি, আর-১৬৪/২০০৩ নং মামলা এবং এ মামলা দায়ের করা হয়েছে। উক্ত মামলা দুইটি দায়ের হবার পর ২য় পক্ষ ইউনিয়নের সাংগঠনিক সম্পাদক যিনি সি, আর-১৬৪/২০০৩ নং মামলার আসামী মোঃ খলিলুর রহমান ২৯-৪-২০০৩ তারিখে একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে অস্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেন। যে কারণে ২য় পক্ষ ইউনিয়নের শ্রমিকবৃন্দসহ খুলনা, বরিশাল ও ঢাকা বিভাগের একাংশের মোট ২১টি জেলার পরিবহন শ্রমিক সংগঠন উক্ত খলিলুর রহমানের মৃত্যুর জন্য মাগুরার জেলা প্রশাসককে দায়ী করে তাকে অপসারণসহ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবীসহ ২য় পক্ষ ইউনিয়নের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত সকল মামলা মোকদ্দমা প্রত্যাহার দাবীসহ ৪ দফা দাবীতে ৫-৫-২০০৩ তারিখ থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য পরিবহন ধর্মঘটের ডাক দেয়া হয়। উদ্ভূত পরিস্থিতি নিরসনকল্পে খুলনা বিভাগীয় কমিশনার এর সভাপতিত্বে ৪-৫-২০০৩ তারিখে পরিবহন শ্রমিক নেতৃবৃন্দসহ জাতীয় সংসদ সদস্য জনাব সাজাহান খান, বি, আই, ডব্লিউ, টি, সি-এর চেয়ারম্যান, খুলনা রেঞ্জের ডি, আই, জি, কে, এম, পি-এর পুলিশ কমিশনারসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে খুলনার বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে এক সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং উক্ত সভায় ২য় পক্ষ ইউনিয়নের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত সকল মামলা মোকদ্দমা প্রত্যাহারের জন্য প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্তসহ ৪-দফা সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং এ সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা হয়। সে অনুসারে সি, আর-১৬৪/২০০৩ নং মামলাটি গত ১৩-৫-২০০৩ তারিখে খারিজ হয় এবং আসামীরা খালাস পায়। কিন্তু ২য় পক্ষ ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের এ মোকদ্দমাটি প্রত্যাহৃত হয়নি। এ মোকদ্দমাটি জাল-জালিয়াতির মাধ্যমে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে যে কারণে ইহা খারিজের প্রার্থনা করেছেন। লিখিত জবাবে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, পংগু ও দুঃস্থ শ্রমিকদের কল্যাণে তহবিল গঠনের চেষ্টা ইউনিয়নের অনুমোদিত গঠনতন্ত্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে পরিপূর্ণভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ কারণে সংগঠনের কোন ধারা লংঘন হয়নি এবং বিষয়টি প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট সকল মহলে অবহিত করা হয়। কিন্তু অনুমতি না পাওয়ায় উক্ত তহবিল গঠন করা হয়নি এবং চাঁদাও আদায় বা সংগ্রহ করা হয়নি। এ কারণে এ মামলাটি খারিজের প্রার্থনা করা হয়েছে।

বিচার্য বিষয় ঃ

(১) ২য় পক্ষ ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আনীত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের চিঠি জাল করা এবং প্রতারণার অভিযোগে সংগঠনটির রেজিস্ট্রেশন বাতিলযোগ্য হয়ে পড়েছে কিনা।

(২) ২য় পক্ষ ইউনিয়নের পংগু ও দুঃস্থ সদস্যদের কল্যাণে তহবিল গঠনের নিমিত্ত চাঁদা সংগ্রহের অনুমতি চাওয়া ইউনিয়নের গঠনতন্ত্রের পরিপন্থী কাজ কিনা।

(৩) ১ম পক্ষ ২য় পক্ষ ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের অনুমতি পেতে অধিকারী কিনা।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

এ মোকদ্দমায় কোন পক্ষই কোন মৌখিক সাক্ষ্য প্রদান করেননি। উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীগণ একে অপরের দাখিলী কাগজপত্র স্বীকৃত মতে প্রদর্শিত হিসাবে গণ্য করে বিচার

নিষ্পত্তিতে একমত পোষণ করেন এবং উভয় পক্ষ কেবলমাত্র নিজ নিজ মোকদ্দমার সমর্থনে আদালতের সামনে আইনী যুক্তি প্রদর্শন করেন।

আলোচনার সুবিধার্থে ও পুনরাবৃত্তি এড়াতে ১ ও ২ নং বিচার্য বিষয় দু'টি একত্রে আলোচনা ও পর্যালোচনার জন্য গ্রহণ করা হলো।

১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন-এর পক্ষে জনাব মোঃ নাসিরউদ্দিন, সহকারী শ্রম পরিচালক, খুলনা বিভাগ, খুলনা মামলার সমর্থনে যুক্তি উপস্থাপনকালে বলেন যে, ২য় পক্ষ মাগুরা মটর শ্রমিক ইউনিয়ন পংগু ও দুঃস্থ হয়ে পড়া শ্রমিক সদস্যগণের কল্যাণে তহবিল গঠনের উদ্দেশ্যে সংগঠনের সদস্যগণের নিকট থেকে ১০ (দশ) টাকা করে চাঁদা সংগ্রহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং সংগঠনের পক্ষ থেকে এতদুদ্দেশ্যে মাগুরা জেলা প্রশাসকের বরাবর একটি দরখাস্ত দ্বারা চাঁদা সংগ্রহের অনুমতির আবেদন করেন। জেলা প্রশাসক, মাগুরা বিষয়টিতে সিদ্ধান্ত প্রদান ও একটি সঠিক দিক নির্দেশনার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নিকট পত্র লেখেন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পরিবহন সেক্টরে কোন প্রকার চাঁদাবাজি করার অবকাশ নেই মর্মে স্মারক নং সঃমঃ(রাজ-২)/শৃংখলা-২৩/২০০০/৬৪৪ তারিখ ২৮-৭-২০০২ দ্বারা সংশ্লিষ্টদেরকে অবহিত করেন। পরবর্তীতে ২য় পক্ষ কর্তৃক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তার স্বাক্ষর জাল করে এবং ভূয়া ইস্যু নম্বর ব্যবহারে সাময়িকভাবে চাঁদা তোলার পক্ষে মতামত প্রদান করে পত্র তৈরী করেন এবং পরিবহন সেক্টরে অবৈধভাবে চাঁদাবাজির পথ সুগম করেন। একই মন্ত্রণালয়ের দেয়া দুইখানা পত্রে দু'রকম দিক নির্দেশনা থাকায় জেলা প্রশাসন, মাগুরার সন্দেহ হয় এবং বিষয়টি তদন্তে ও পরীক্ষা নিরীক্ষায় ২য় পক্ষের কর্মকর্তাদের এরূপ পত্র জাল করার বিষয়টি প্রমাণিত হলে জেলা প্রশাসক, মাগুরা বিষয়টি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে অবগত করেন এবং মন্ত্রণালয় থেকে ২য় পক্ষ ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিলসহ ইউনিয়নের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। এ কারণে ১ম পক্ষ ২য় পক্ষ ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের অনুমতি প্রার্থনা করে এ মামলা আনয়ন করেন। ২য় পক্ষ ইউনিয়নের এরূপ অনৈতিক এবং দুরভিসন্ধিমূলক কর্মকান্ডের জন্য তাদের সংগঠনের রেজিস্ট্রেশন বাতিলযোগ্য হয়ে পড়েছে বিধায় রেজিস্ট্রেশন বাতিলের অনুমতি প্রার্থনা জানান।

অপরদিকে ২য় পক্ষ মাগুরা জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়নের পক্ষে নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবী ১ম পক্ষের উপস্থাপিত উপর্যুক্ত বক্তব্যাদি অস্বীকার করে বলেন যে, ২য় পক্ষ ইউনিয়নের পংগু ও দুঃস্থ হয়ে পড়া শ্রমিক সদস্যদের কল্যাণ তহবিল গঠনে ইউনিয়নের সদস্যদের নিকট থেকে চাঁদা সংগ্রহ করার অনুমতি গ্রহণ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে জেলা মাগুরা জেলা প্রশাসকের সাথে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয় এবং জেলা প্রশাসকের সাথে একটি অবনতিশীল সম্পর্কের সৃষ্টি হয় এবং ২য় পক্ষ ইউনিয়নের কর্মকর্তাগণকে নানাভাবে হয়রাণী ও জব্দ করার প্রয়াস পান। ইহারই ধারাবাহিকতায় মাগুরা জেলা প্রশাসকের নির্দেশে ২য় পক্ষ ইউনিয়নের কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে মন্ত্রণালয়ের পত্র জাল করাসহ অন্যান্য অভিযোগে সি, আর-১৬৪/২০০৩ নং ফৌজদারী মামলা দায়ের করা হয় এবং রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন্স, খুলনা বিভাগ, খুলনাকে এ মামলা করার জন্য বলা হয়। যার ফলশ্রুতিতে রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন্স, খুলনা বিভাগ, খুলনা ২য় পক্ষ ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করার অনুমতি চেয়ে এ মামলা দায়ের করেন। এভাবে এ মামলার উদ্ভব হয়। জেলা প্রশাসকের এরূপ হয়রানী, নির্যাতনমূলক ব্যবস্থার ফলশ্রুতিতে ২য় পক্ষ ইউনিয়নের সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব মোঃ খলিলুর রহমান যিনি

উল্লেখিত ফৌজদারী মামলার আসামী তিনি এহেন একটি বিশেষ অবস্থার শিকার হয়ে অস্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেন এবং এ মৃত্যুকে কেন্দ্র করে খুলনা, ঢাকা ও বরিশাল বিভাগের ২১টি জেলায় জেলা প্রশাসকসহ প্রশাসনের অন্যান্য কর্মকর্তাদের অপসারণসহ ৪-দফা দাবীতে পরিবহন ধর্মঘট শুরু হয়। এ কারণে সরকারের উচ্চ পর্যায়ের নির্দেশে শীর্ষ শ্রমিক ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সমন্বয় খুলনা বিভাগীয় কমিশনারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় ২য় পক্ষ ইউনিয়নের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত সকল মামলা-মোকদ্দমা প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে অনুযায়ী কেবলমাত্র রেজিস্ট্রেশন বাতিল করার অনুমতির এ মামলা ছাড়া ২য় পক্ষ ইউনিয়নের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে আনীত সকল অভিযোগ ও দায়েরকৃত সকল মোকদ্দমা প্রত্যাহার করা হয়েছে। ২য় পক্ষ ইউনিয়ন আপদকালীন জরুরী পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য এবং ইউনিয়নের পংগু ও দুঃস্থ অসহায় সদস্যদের কল্যাণে তহবিল গঠনের অনুমতির জন্য ৩০-৬-২০০২ তারিখে মাগুরা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে যে দরখাস্ত দাখিল করেন তা মাগুরা মটর শ্রমিক ইউনিয়নের অনুমোদিত গঠনতন্ত্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে পরিপূর্ণভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সে কারণে ২য় পক্ষ ইউনিয়নের উক্ত তহবিল গঠনের উদ্দেশ্যে চাঁদা সংগ্রহের অনুমতি প্রার্থনা করায় সংগঠনের গঠনতন্ত্রের কোন ধারা লংঘিত হয়নি বা তাদের এমন কোন অপরাধ হতে পারে না যে কারণে তাদের ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিল হতে পারে। বিজ্ঞ আইনজীবী আরও বলেন যে, ২য় পক্ষ ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আনীত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের চিঠি জাল করার অভিযোগ সর্বৈব মিথ্যা ও ষড়যন্ত্রমূলক। তিনি বলেন যে, যদি ২য় পক্ষ ইউনিয়ন চাঁদাবাজি করার উদ্দেশ্যে উক্ত চিঠি জাল করতো তবে তারা এ চিঠি জাল করে তৈরীর যে উদ্দেশ্য চাঁদা আদায় করা তা তারা আদায় করতো। কিন্তু ২য় পক্ষ ইউনিয়ন এরূপ কোন চাঁদা আদায় করেছেন তা ১ম পক্ষ কোনভাবেই প্রমাণ করতে পারেননি। উপরন্তু চাঁদা সংগ্রহের অনুমতি না পেয়ে কোন চাঁদা সংগ্রহ করেনি এবং প্রস্তাবিত শ্রমিক কল্যাণ তহবিল গঠিত হয়নি তা প্রমাণিত হয়েছে। কাজেই ২য় পক্ষ ইউনিয়নের চাঁদাবাজির ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পত্র জাল করার অভিযোগ আদৌ সত্য নহে বিধায় ১ম পক্ষের দায়েরকৃত এ মামলা খারিজের প্রার্থনা করেছেন।

উভয়পক্ষের উপস্থাপিত উপর্যুক্ত যুক্তিসমূহ, আনুষংগিক দাখিলী কাগজপত্র এবং নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ২য় পক্ষ ইউনিয়ন মন্ত্রণালয়ের চিঠি জাল করে উক্ত জাল চিঠির ভিত্তিতে চাঁদা সংগ্রহ করতঃ শ্রমিক কল্যাণ তহবিল গঠন করেছেন ১ম পক্ষের এরূপ অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে নয়, বরং একেবারেই প্রমাণিত হয়নি এবং ১ম পক্ষের এরূপ অভিযোগ কোন দালিলিক সাক্ষ্য দ্বারাও সমর্থিত হয়নি। কাজেই এ অভিযোগে ২য় পক্ষ ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিলযোগ্য হয়ে পড়েছে ১ম পক্ষের এ অভিযোগ গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। অধিকন্তু ২য় পক্ষ কর্তৃক পংগু ও দুঃস্থ শ্রমিকদের সেবাদানে কল্যাণমূলক তহবিল গঠনের প্রস্তাব গ্রহণ করা এবং এতদুদ্দেশ্যে প্রশাসনের অনুমতি প্রার্থনা করা সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের পরিপন্থী নহে, বরং ইহা সংগঠনের গঠনতন্ত্রের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে আদালত মনে করেন। কেননা শ্রমিক সংগঠন সর্বতোভাবে শ্রমিক কল্যাণে নিবেদিত ও সচেষ্ট থাকবে এবং এজন্য তারা সকল প্রকার বৈধ সাংগঠনিক কর্মকান্ড গ্রহণ করবে এটাই তো স্বাভাবিক। এ কারণে ২য় পক্ষ ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আনীত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের চিঠি জাল করা এবং প্রতারণার অভিযোগে সংগঠনটির রেজিস্ট্রেশন বাতিলযোগ্য হতে পারে না এবং ২য় পক্ষ ইউনিয়নের পংগু ও দুঃস্থ সদস্যদের কল্যাণে তহবিল গঠনের নিমিত্ত চাঁদা সংগ্রহের অনুমতি চাওয়া ইউনিয়নের গঠনতন্ত্রের পরিপন্থী কাজ হয়নি বলে আদালত মনে করেন। এ কারণে ১ ও ২নং বিচার্য বিষয় দু'টি ২য় পক্ষের অনুকূলে গৃহীত হলো।

৩নং বিচার্য বিষয় ঃ ১ম পক্ষ ২য় পক্ষ ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের অনুমতি পেতে অধিকারী কিনা।

১ ও ২নং বিচার্য বিষয় দু'টি ২য় পক্ষের বিরুদ্ধে প্রমাণ না হওয়ায় এবং উক্ত বিচার্য বিষয় দু'টি ২য় পক্ষের অনুকূলে গৃহীত হওয়ায় ১ম পক্ষ এ মামলায় প্রার্থিত প্রতিকার পেতে অধিকারী নহেন এবং এ কারণে এ মামলা খারিজ করাই সমীচীন বলে আদালত মনে করেন।

বিজ্ঞ সদস্যদের সাথে পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

১ম পক্ষের এ মামলা দু'তরফা সূত্রে খরচের আদেশ ব্যতিরেকে খারিজ করা গেল।

আমার কথা মত লেখা।

চৌধুরী মুনীর উদ্দীন মাহফুজ
(জেলা ও দায়রা জজ)
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, খুলনা।

চৌধুরী মুনীর উদ্দীন মাহফুজ
(জেলা ও দায়রা জজ)
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, খুলনা।

মোঃ নূর-নবী (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আমিন জুবেরী আলম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।